

বাংলা
বালভারতী



ষষ্ঠ শ্রেণী

ভারতের সংবিধান

ভাগ 4 ক

মৌলিক কর্তব্য

অনুচ্ছেদ 51 ক

মৌলিক কর্তব্য - ভারতের প্রতিটি নাগরিকের এই কর্তব্য থাকবে যে সে-

- (ক) সংবিধানকে মান্য করতে হবে এবং সংবিধানের আদর্শ, প্রতিষ্ঠানসমূহ, জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় সংগীতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হবে ;
- (খ) যে সকল মহান আদর্শ দেশের স্বাধীনতার জন্য জাতীয় সংগ্রামকে অনুপ্রাণিত করেছিল, সেগুলিকে পোষণ এবং অনুসরণ করতে হবে;
- (গ) ভারতের সার্বভৌমিকতা, ঐক্য এবং সংহতিকে সমর্থন ও সংরক্ষণ করতে হবে;
- (ঘ) দেশরক্ষা ও জাতীয় সেবাকার্যে আত্মনিয়োগের জন্য আহত হলে সাড়া দিতে হবে ;
- (ঙ) ধর্মগত, ভাষাগত, অঞ্চলগত বা শ্রেণীগত বিভেদের উৎর্ধে থেকে সমস্ত ভারতবাসীর মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধকে সম্প্রসারিত করতে হবে এবং নারীজাতির মর্যাদাহানিকর সকল প্রথাকে পরিহার করতে হবে ;
- (চ) আমাদের দেশের বহুমুখী সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্যকে মূল্যপ্রদান ও সংরক্ষণ করতে হবে ;
- (ছ) বনভূমি, হ্রদ, নদী, বন্যপ্রাণী-সহ প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নতি এবং জীবজন্মের প্রতি মমত্ববোধ প্রকাশ করতে হবে ;
- (জ) বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, মানবিকতাবোধ, অনুসন্ধিসা, সংস্কারমূলকমনোভাবের প্রসার ঘটাতে হবে ;
- (ঝ) জাতীয় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও হিংসার পথ পরিহার করতে হবে ;
- (ঝঃ) সকল ক্ষেত্রে জাতীয় উন্নতির উকর্ষ এবং গতি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সকল কাজে চরম উকর্ষের জন্য সচেষ্ট হতে হবে ;
- (ট) মাতা-পিতা বা অভিভাবকদের ছয় থেকে চৌদ্দ বছর বয়সেরপ্রত্যেক শিশুকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে ।

শাসন নির্ণয় ক্রমাঙ্ক : অভ্যাস-২১১৬/(প্র.ক্র.৪৩/১৬) এসডী-৮ তারিখ ২৫.০৪.২০১৬ অনুযায়ী স্থাপিত করা সমন্বয় সমিতির তারিখ
২৯.০৬.২০২১এর সভায় এই পাঠ্যপুস্তক সন ২০২১-২২ এই শৈক্ষণিক বর্ষ থেকে নির্ধারিত করার জন্য মান্যতা দেওয়া হয়েছে।



বাংলা বালভারতী ষষ্ঠ শ্রেণী

আমার নাম _____ ।



মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নিমিত্তি ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডল, পুণে।



আপনার স্মার্টফোনে DIKSHA APP দ্বারা পাঠ্যপুস্তকের প্রথম
পৃষ্ঠার QR Code এর মাধ্যমে ডিজিটাল পাঠ্যপুস্তক এবং
পাঠের সঙ্গে অধ্যয়ন-অধ্যাপনের জন্য উপযুক্ত দ্রুক-শ্রাব
সাহিত্য উপলব্ধ হবে।

মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নিমিত্তি ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডল, পুণে ৪১০০৮এই
বইয়ের সর্ব অধিকার মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নিমিত্তি ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডলের
অধিনে সংরক্ষিত আছে। এই পাঠ্যপুস্তকের কোনো ভাগ সঞ্চালক, মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক
নিমিত্তি ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডলের লিখিত অনুমতি ছাড়া উন্নতি করা যাবে না।

বাংলা ভাষা সমিতি

- শ্রী মহাদেব শ্যামপদ মল্লিক (অধ্যক্ষ)
- শ্রী রবীন্দ্রনাথ মহেন্দ্রনাথ হালদার (সদস্য)
- শ্রী দিলীপ অনুকূল রায় (সদস্য)
- শ্রীমতী বাসন্তী রহীন্দ্রনাথ দাসমণ্ডল (সদস্য)
- শ্রী শিবপদ রসিকলাল রঞ্জন (সদস্য)
- শ্রীমতী শিখারানী শ্রীনিবাস বারই (সদস্য)
- শ্রী রামপদ কালিপদ সরকার (সদস্য)
- শ্রী মাখন ত্রিটিশ মাঝি (সদস্য)
- শ্রী উত্তম উপেন মজুমদার (সদস্য)
- ডা. অলকা পোতদার (সদস্য-সচিব)

সংযোজক

ডা. অলকা পোতদার

বিশেষাধিকারী হিন্দী ভাষা

পাঠ্যপুস্তক মণ্ডল, পুণে

সহায়ক সংযোজক

সৌ. সন্ধ্যা বিনয় উপাসনী

সহায়ক বিশেষাধিকারী হিন্দী ভাষা

পাঠ্যপুস্তক মণ্ডল, পুণে

নিমিত্তি :

শ্রী সাচিতানন্দ আফড়ে

মুখ্য নিমিত্তি অধিকারী

শ্রী সচিন মেহতা

নিমিত্তি অধিকারী

শ্রী নিতিন বাণী

সহায়ক নিমিত্তি অধিকারী

প্রকাশক :

বিবেক উত্তম গোসাবী

নিয়ন্ত্রক

পাঠ্যপুস্তক নিমিত্তি মণ্ডল, প্রভাদেবী, মুম্বাই ২৫

বাংলা ভাষা অভ্যাস গটি

- শ্রী দীপক হরিদাস হালদার
- শ্রী শক্র অমৃল্য মণ্ডল
- শ্রী তপন পথগনন সরকার
- শ্রী মহীতোষ কলাচাঁদ মণ্ডল
- শ্রী বাবুরাম অমৃল্য সেন
- শ্রী বাসুদেব ইন্দুভূষণ হালদার
- শ্রী সুজয় জগদীশ বাছাড়
- কু. তৃপ্তিলতা প্রথমেশ বিশ্বাস
- শ্রীমতী পিঙ্কী সুবোধ সাহা
- শ্রী অনিমেশ অরুণ বিশ্বাস
- শ্রী নিধিন বিনয়ভূষণ হালদার
- শ্রী শ্যামল সৌরভ বিশ্বাস
- শ্রী স্বপন বিশ্বনাথ পাল
- শ্রী পরিমল কৃষ্ণকান্ত মণ্ডল
- শ্রী সংজয় দুর্ঘীরাম মণ্ডল
- শ্রী অতুল নগরবাসী বালা
- শ্রী অনিল ধীরেন বারই
- শ্রী হরেন্দ্রনাথ সুধীর সিকদার
- শ্রী অজয় কার্তিক সরকার
- শ্রী ভবরঙ্গন ইন্দুভূষণ হালদার
- শ্রী অরুণ দীনবন্ধু মণ্ডল
- শ্রীমতী শ্রীবর্ণা সাহা

মুখ্যপৃষ্ঠ : শ্রী সুহাস জগতাপ

চিত্রাঙ্কন : শ্রী রাজেশ লাওড়েকর

ময়ূরা ডফড়

অক্ষরাঙ্কন- সমর্থ গ্রাফিক্স

ডিজাইনিং : ৫২২ নারায়ণ পের্চ, পুণে ৩০

কাগজ : ৭০ জি.এস.এম. ক্রিমবোভ

মুদ্রণাদেশ : N/PB/2020-21/1,000

মুদ্রক : M/S. SOHAIL ENTERPRISES, THANE

ভারতের সংবিধান

উদ্দেশিকা

“আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে সার্বভৌম,
সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্র রাপে
গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে
সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়,
বিচার, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম
এবং উপাসনার স্বাধীনতা,
সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন
ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা
এবং তাদের সকলের মধ্যে

ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য
ও সংহতি সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে
তাদের মধ্যে যাতে ভাতৃষ্ঠের ভাব

গড়ে ওঠে তার জন্য

সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করে আমাদের গণপরিষদে,
আজ ১৯৪৯, সালের ২৬ শে নভেম্বর, (তিথি মাঘ শুক্ল
সপ্তমী, সম্বত দ্বাদশ হাজার ছয় বিক্রমী) এতদ্বারা এই
সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ এবং নিজেদের অপর্ণ করছি।”

রাষ্ট্রগীত

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে
ভারত-ভাগ্যবিধাতা ।
পাঞ্চাব সিন্ধু গুজরাত মরাঠা
দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ,
বিন্দ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা
উচ্ছল জলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিষ মাগে,
গাহে তব জয়গাথা।
জনগণ মঙ্গলদায়ক জয় হে,
ভারত-ভাগ্যবিধাতা ।
জয় হে, জয় হে, জয় হে,
জয় জয় জয় জয় হে ॥

প্রতিজ্ঞা

ভারত আমার দেশ। সমস্ত ভারত বাসী আমার
ভাই-বোন।

আমি আমার দেশকে ভালবাসি আমার দেশের
সমৃদ্ধি এবং বিবিধতায় বিভূষিত পরম্পরার
উপর আমার গর্ব ।

ওই পরম্পরার সফলতা অনুসারে চলার
জন্য আমি সর্বদা ক্ষমতা অর্জন করতে চেষ্টা
করবো ।

আমি আমার মা-বাবা, গুরুজন এবং বড়দের
প্রতি সম্মান ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করবো ।

আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমি আমার দেশ ও
দেশবাসীর প্রতি নিষ্ঠাবান থাকবো। তাদের কল্যাণ
এবং সমৃদ্ধিতেই আমার সুখ নিহিত।

প্রস্তাবনা

মেহের শিক্ষার্থী বন্ধুগণ,

শিশুদের ‘নিঃশুল্ক এবং অনিবার্য শিক্ষাধিকার অধিনিয়ম ২০০৯’, ‘রাষ্ট্রীয় পাঠ্যক্রম প্রারম্ভ ২০০৫’ এবং ‘রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা পাঠ্যচর্চা ২০১২’ কে দৃষ্টিতে রেখে ২০২১ শে ‘মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতি ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডল, বালভারতী’ পুনের পক্ষ থেকে ‘প্রথমবার ষষ্ঠ শ্রেণীর বাংলা বালভারতী’ নির্মিত করা হয়েছে। এই পুস্তকটি তোমাদের হতে তুলে ধরতে আমরা অতিশয় আনন্দ বোধ করছি। এই পাঠ্যপুস্তকে বাংলা ভাষায় মাধুর্য, বাঙালি সংস্কৃতি, রীতি-নীতি ও বাংলা ভাবধারাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তথাপি যেহেতু মহারাষ্ট্রের অধিবাসী তাই মারাঠী এবং হিন্দী ভাষার কিছু শব্দ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

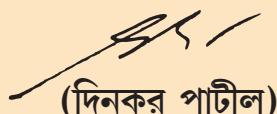
দৈনন্দিন জীবনে মাতৃভাষার মহস্ত অতুলনীয়। যেহেতু অল্পসংখ্যক বাঙালি মহারাষ্ট্রের অধিবাসী তাই বাংলার ঐতিহ্যকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে বাংলা ভাষা অধ্যয়ন একান্ত বাঞ্ছনীয়। তোমরা কবিতা, গীত, গজল ও গল্প শুনতে ও পড়তে ভালোবাস। তোমাদের আয়ু, অভিজ্ঞতা ও ইচ্ছাগুলিকে মাথায় রেখে এই পাঠ্যপুস্তকে কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, কাহিনী, কথোপোকথন, হাস্য-ব্যঙ্গ, পত্র প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ করা হয়েছে। ভাষাকৌশল দক্ষতার সুদৃঢ়িকরণ হেতু নাবিগ্যপূর্ণ খেলা, কৃতি, অনুশীলনী, উপক্রম, প্রকল্প এবং বিভিন্ন নতুন পদ্ধতির সমাবেশ ও চিত্র দ্বারা সুসজ্জিত করে বিদ্যার্থীকেন্দ্রিক করা হয়েছে। যেটা তোমাদের খুব পছন্দ হবে।

তোমাদের কল্পনাশীলতা, সৃজনশীলতা এবং বিচারশক্তির যথাযথ ভাবে বিকাশ হওয়ার জন্য ‘শিক্ষক ও অভিভাবকদের জন্য দুটি কথা’ এবং দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রস্তুত পাঠ্যপুস্তকের শুরুতে বাংলা ভাষা বিষয়ের প্রত্যশিত ‘অধ্যয়ন-ফলাফল দেওয়া হয়েছে।’ অধ্যয়ন-অধ্যাপনের প্রক্রিয়ায় এই সূচনাগুলি / তথ্যগুলি অবশ্যই কার্যকর হবে।

‘বাংলা ভাষা সমিতি’, ‘ভাষা অভ্যাসগ্রন্থ’ এবং ‘চিত্রকারণগণের’ নিরলস ও নিষ্ঠপূর্বক পরিশ্রমে এই পুস্তক তৈরী করা হয়েছে। পুস্তকটি ক্রটিইন এবং উচ্চমানের তৈরী করার জন্য রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমন্ত্রিত বাঙালি প্রাথমিক / মাধ্যমিক শিক্ষকগণ ও বিশেষজ্ঞগণ দ্বারা সমীক্ষণ করানো হয়েছে। সমীক্ষকগণের সূচনা এবং মতামতগুলিতে নজরে রেখে ‘বাংলা ভাষা সমিতি এবং অভ্যাসগ্রন্থ সদস্য’ এই পুস্তককে চূড়ান্ত রূপ দিয়েছে।

আশা করি বিদ্যার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, সকলেই এই পুস্তকটিকে সহাদয়ভাবে গ্রহণ করবেন। ষষ্ঠ শ্রেণীতে তোমার ভালো ভাবে বলতে, পড়তে এবং লিখতে শিখবে। লেখাপড়া শিখে তোমরা আদর্শ সর্বগুণসম্পন্ন নাগরিক হবে।

তোমাদের জন্য রাখিল অফুরন্ট শুভকামনা।



(দিনকর পাটিল)

পুনে

তারিখ : ১ জানুয়ারি ২০২১

ভারতীয় সৌর : ২০ চেত্র ১৯৪৩

সপ্তাহালক

মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতি ও
অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডল, পুনে ০৮

বাংলা অধ্যয়ন ফলাফল - ষষ্ঠ শ্রেণী

অধ্যয়নের জন্য নির্দেশিত শিক্ষণ প্রক্রিয়া

সমস্ত শিক্ষার্থীগণের (বিভিন্ন দক্ষ শিক্ষার্থীগণ) প্রতি ব্যাঙ্গিগত, সমষ্টিগত রূপে কাজ করার সুযোগ এবং উৎসাহ প্রদান করা যাতে তারা-

- নিজের ভাষায় কথাবার্তা এবং আলোচনা করার সুযোগ পায়।
- ভাষা প্রয়োগের সময় সুস্থ ভাবে আলোচনা করার সুযোগ পায়।
- সক্রিয় এবং জাগরুক তৈরী করার বিভিন্ন রচনা, খবরের কাগজ, বিভিন্ন পত্রিকা, চলচিত্র এবং অডিও-ভিডিও সামগ্ৰীগুলি দেখা, শোনা, পড়া, লেখা এবং চৰ্চা করার সুযোগ পায়।
- দলগত কাজ করা এবং একে অপরের কাজের উপর আলোচনা করা, মন্তব্য আদান-প্রদান, প্রশ্ন করার স্বাধীনতা পায়।
- বাংলার সঙ্গে-সঙ্গে অন্য ভাষাগুলির পড়া-লেখার সুবিধা (ত্রেল / সাংকেতিক রূপেও) এবং তার উপরে স্বাধীন ভাবে কথাবার্তা বলতে পারে।
- নিজের পরিবেশ, সময়, সমাজের সম্পর্কিত রচনা পড়া এবং তার উপর আলোচনা করার সুযোগ পায়।
- নিজের ভাষা তৈরী করতে লেখার সাথে সম্পর্কিত ক্রিয়া-কলাপগুলি সংগঠিত হবে। যেমন - শব্দের খেলা।
- বাংলা ভাষায় উল্লেখের অনুসারে ভাষা বিশ্লেষণ (ব্যাকরণ, বাক্য রচনা, বিরামচিহ্ন প্রভৃতি) করার সুযোগ পায়।
- কল্পনা প্রবণ এবং সৃজনশীলকে বিকশিত করার জন্য গতিবিধিগুলি যেমন-অভিনয় (চৰিত্র অভিনয়) কৰিতা, পাঠ, স্জনাত্মক লেখন, বিভিন্ন স্থিতিতে কথোপকথন প্রভৃতির আয়োজন হবে এবং তার প্রস্তুতি সম্পর্কিত স্প্রিংট লেখন এবং বর্ণনা লেখনের সুযোগ পায়।
- সাহিত্য এবং সাহিত্যিক তত্ত্বের বোৰাপড়া বৃদ্ধির সুযোগ থাকবে।
- অভিধানের ব্যবহার করার জন্য প্রোৎসাহন এবং সুন্দর পরিবেশের প্রয়োজন।
- সংস্কৃতিক মহত্বের সময়ে সুযোগ অনুযায়ী লোকগীত সংগ্রহ ও তার উপস্থাপনার সুযোগ পায়।

অধ্যয়ন ফলাফল

শিক্ষার্থীরা

- 06.11.01 বিভিন্ন ধরনের ধৰন সামাজিক প্রতিষ্ঠান পরিবেশ এবং সামাজিক উপাদানগুলির সাথে সম্পর্কিত জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা লাভ করার জন্য পঠন করে এবং সাক্ষেতক চিহ্নগুলি নিজের হিসাবে ব্যবহার করে দৈনিক জীবনের সম্পর্কিত উপস্থাপনা করতে পারে।
- 06.11.02 গদ, পদ্য এবং অন্যান্য পঠিত / অপঠিত উপাদানের অভিপ্রায় মূল্যায়ন করে এবং ক্রিয়াকলাপ / ঘটনাগুলির উপর নির্দিষ্ট কথা বলে প্রশ্ন নির্মাণ করে তার সঠিক উত্তর নিজের ভাষায় লিখতে পারে।
- 06.11.03 কোন দেখা, শোনা রচনাগুলি, ঘটনাগুলি, প্রসঙ্গ প্রধান সমাচার এবং প্রাসঙ্গিক গল্পগুলি প্রতিটি পর্বের সঠিক ক্রম নিজস্ব ভাষায় উপস্থাপন করে এবং তার সম্বন্ধে সংলাপে রচি রেখে পঠন করে।
- 06.11.04 যোগাযোগ মাধ্যমে কার্যক্রম এবং বিজ্ঞাপন রচি পূর্বক দেখে, শুনে এবং নিজের ভাষায় বলতে পারে।
- 06.11.05 প্রাসঙ্গিক গল্প/ বিভিন্ন অনুষ্ঠান, অর্থসূত্র বক্তৃতা, বাচ্চাদের/ শিশুদের আলোচনা, অনুষ্ঠানের বর্ণনা তথ্য ইত্যাদি মনোযোগ সহকারে বুঝে শোনে, শোনায় এবং নিজস্ব পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করে।
- 06.11.06 বিভিন্ন ইতৰ বাংলা বিষয়ের উপক্রমের এবং প্রকল্পের সহপ্রতীক্ষার সঙ্গে আলোচনা করে বিস্তারিত তথ্য দেয়।
- 06.11.07 জাতীয় উৎসব, রাষ্ট্রীয় মহাপূরুষ প্রভৃতি বিষয়ের উপর লেখা ভাষন, বর্ণনামূলক প্রবন্ধ এবং হাস্য গল্পের রচি পূর্বক আকলন সহ পড়বে এবং বিষয়বস্তুর উপর অনুমান করে নথি লেখন করে।
- 06.11.08 নিজের পছন্দ অনুযায়ী বিদ্যালয়ের এবং ঘরোয়া অনুষ্ঠান, উৎসব, প্রসঙ্গ, ঘটনা প্রভৃতির ক্রমবন্ধ ভাবে লেখন করে পরিষ্কা করার সময় বিশেষ তথ্যগুলি খুঁজে অনুমান করে ফলাফল বের করে।
- 06.11.09 ইন্টারনেটে প্রকাশিত সামগ্ৰী, তথ্যমূলক প্রশ্ন পত্ৰিকা ইত্যাদি বুঝে পড়ে সেগুলি সংকলন করে তার উপর ভিত্তি করে বিষয়ানুরূপ নিজের পছন্দ-অপছন্দ মতামত ও মন্তব্য দ্বারা প্রস্তুত করে।
- 06.11.10 ভাষার সুস্থাতা / বিন্যাস / সঠিক পদ্ধতিতে মনোযোগ দিয়ে অর্থসহ বাক্য তৈরী করে এবং যথাযথ লয়, তাল, ছন্দ, আরোহী-অবোহী ভঙ্গিতে পাঠ করে।
- 06.11.11 নিজস্ব আলোচনায় স্বৰ-ব্যঞ্জন, বিশেষ বৰ্ণ, পঞ্চমাক্ষর, সংযুক্তাক্ষর দ্বারা যুক্ত শব্দ ও বাক্যের সঠিক উচ্চারণ করার সময় গদ্য এবং পদ্যের পরিচেদগুলিতে শব্দগুলির উপযুক্ত ওঠানামা এবং সঠিক গতির সঙ্গে পাঠ করে নিজের শব্দভাষ্যারের বৃদ্ধি করে।
- 06.11.12 বাংলা ভাষার বিভিন্ন প্রকার রচনাগুলি দেশান্তরোধক গান, কীর্তন, খাজার কৰিতা ইত্যাদি আগ্রহী ও মনোযোগ সহকারে শোনে এবং আনন্দের সাথে পুনরাবৃত্তি করে এবং পড়তে থাকে।

- 06.11.13 দৈনিক লেখন বক্তৃতা এবং ভাষণ-সম্মান ব্যবহারের জন্য আজ পর্যন্ত যে সমস্ত পড়া নতুন শব্দের প্রতি কৌতুহল প্রকাশ করে তার অর্থ জানাবার জন্য অভিধানের ব্যবহার করে এবং নতুন শব্দগুলির ক্ষুদ্র অভিধান লিখিত রূপে তৈরী করে।
- 06.11.14 শোনা, পড়া বস্তু এবং অন্যের দ্বারা প্রকাশিত অভিজ্ঞতার সঙ্গে প্রকাশিত অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত উপযুক্ত নথিগুলি অধরেখিত করে সেগুলি সংকলন করে তার চৰ্চা করতে পারে।
- 06.11.15 বিভিন্ন বিষয়ের গদ্য-পদ্য, গল্প, প্রবন্ধ, ঘরোয়া পত্র থেকে সম্পর্কিত সংলাপের আগ্রহের সঙ্গে পড়া এবং তার মূল্যায়ন করার ফলে মনোযোগ সহকারে উপযুক্ত বিরাম চিহ্নের ব্যবহারের ফলে পাঠ্যোগ্য সুন্দর হস্তান্ধরে শুন্দর লেখন করতে পারে।
- 06.11.16 বিভিন্ন শিল্পকলা, জীবন উপযোগী সামগ্ৰী সামগ্ৰী প্ৰদৰ্শনী, ভ্ৰমণ বৃত্তান্ত বুৰো পড়তে পারে, নিজস্ব পদ্ধতিতে লিখতে পারে।
- 06.11.17 গল্প, প্রবন্ধ, পারিবাৰিক চিটিপত্ৰ, প্ৰবাদ-প্ৰবচন, বাগধাৰা এবং বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত কথোপকথনের মনোযোগ দিয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন প্ৰসঙ্গে বিভিন্ন উদ্দেশ্য লেখার সময় শব্দ, বাক্য গঠন বাগধাৰা ইত্যাদি যথাযথ ব্যবহার করতে পারে।

শিক্ষক ও অভিভাবকদের জন্য দুটি কথা

সশ্মানীয় শিক্ষক / অভিভাবক বৃদ্ধ, আপনাদের সবাইকে জানাতে আনন্দ বোধ করছি যে ‘মহারাষ্ট্ৰ রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নিমিত্তী ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডল, বালভাৱতী’, পুণের পক্ষথেকে প্ৰথমবার ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ বাংলা ‘বালভাৱতী’ পুস্তক আপনাদেৱ হাতে তুলে ধৰেছি। এই পাঠ্যপুস্তকে বাংলা ভাষার মাধুৰ্য, বাঙালি সংস্কৃতি, রীতি-নীতি ও বাংলা ভাবধাৰাকে প্ৰাধান্য দেওয়া হয়েছে। তথাপি যেহেতু আমাৰা মহারাষ্ট্ৰের অধিবাসী তাই মাৰাঠী / তিন্দী ভাষার কিছু শব্দ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয়েছে। এই পাঠ্যপুস্তকটিতে অতি পৱিত্ৰিত ও প্ৰচলিত লেখক-লেখিকাৰ রচনা স্থান পেয়েছে। এই পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীদেৱ পূৰ্ব জ্ঞানকে লক্ষ্য রেখে ভাষাৰ নতুন এবং ব্যবহাৰিক পৰীক্ষা-নিৰীক্ষাৰ এবং বিভিন্ন মনোৱঙ্গক বিষয়েৰ সঙ্গে আপনাদেৱ সম্মুখে উপস্থাপন কৰা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকেৰ স্তৱৰিণ্যাসেৱ (গ্ৰেডেড) জন্য একে দুইভাগে বিভক্ত কৰাৰ সঙ্গে সঙ্গে সৱল থেকে কঠিন এই অনুসূৱাৰে রাখা হয়েছে। এতে স্বয়ং অধ্যয়ন এবং আলোচনাকে অনুপ্ৰোগণ জোগানোৰ জন্য রঞ্জক, আকৰ্ষক, সহজ এবং সৱল ভাষাৰ প্ৰয়োগ কৰা হয়েছে।

পাঠ্যপুস্তকে ক্ৰমানুসূৱাৰ অধ্যাপন সংকেত, অনুশীলনী এবং উপক্ৰম দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীদেৱ জন্য লয়াত্মক কৰিতা, বালগীত, গল্প, সংলাপ ইত্যাদি বিষয়েৰ অন্তৰ্ভুক্ত আছে। নিজেৰ অভিযন্তি কল্পনাশক্তিৰ সঙ্গে-সঙ্গে বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ, সৃজনশীল ও উৎসাহমূলক অনুশীলন অভ্যাস যেমন-আকলন কৃতি, ছক পূৰ্ণ কৰো, সত্য অথবা মিথ্যা লেখো, শূন্যস্থান পূৰ্ণ কৰো, কাৰণ লেখো, কে কাকে বলেছে, শব্দভাৱাৰ, লঘুভৰাৰ প্ৰশ্ন, সামান্য জ্ঞান, ব্যাকৰণ (ভাষা অধ্যয়ন), মিত্ৰান্ধৰ / অন্তৰিম শব্দেৱ জোড়া খুঁজে লেখো, এক বাক্যে উত্তৰ লেখো, অভিযন্তি / অভিমতমূলক প্ৰশ্ন, উপক্ৰম, প্ৰকল্প ইত্যাদিৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয়েছে। এই কৃতিগুলিতে একটি দৃষ্টিকোণ রাখাৰ প্ৰচেষ্টা কৰা হয়েছে যেটা বুৰো শিক্ষার্থীদেৱ পৰ্যন্ত পোঁচানো এবং তাদেৱ দিয়ে কৃতি-কাৰ্য কৰিয়ে নেওয়া অনিবার্য।

শিক্ষকগণ এবং অভিভাবকগণেৰ কাছ থেকে এটাই প্ৰত্যাশা কৰা হচ্ছে যে অধ্যয়ন অনুশীলন দেওয়াৰ আগে পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া অধ্যাপন সংকেত এবং দিশা নিৰ্দেশিকাগুলিকে ভালোভাৱে বুৰো নেবেন। সমস্ত কৃতিগুলিকে শিক্ষার্থীদেৱ দিয়ে অনুশীলন / অভ্যাস কৰিয়ে নেবেন। পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া শব্দার্থেৰ ব্যবহাৰ কৰিবেন। অনুশীলনীতে দেওয়া পাঠ্যসামগ্ৰীগুলি উপলব্ধ কৰিয়ে দেবেন। প্ৰয়োজনানুসূৱাৰ অতিৰিক্ত কৃতি-কাৰ্য, খেলা, তথ্য সূত্ৰ, বিভিন্ন আলোচনাৰ সমাৰিষ্ট কৰিবেন। এতে শিক্ষার্থী পৰীক্ষাৰ চাপ থেকে মুক্ত থাকবে। পাঠ্যপুস্তকেৰ আৱাস্তে Q. R. CODE দেওয়া আছে যাৰ মাধ্যমে বইটিৰ সম্বৰ্ধে বিস্তৃত তথ্য সংগ্ৰহ কৰতে পাৰিবেন। পাঠ্যপুস্তকটিকে DIKSHA APP এ আপলোড কৰা হয়েছে। সেখান থেকে বইটি ডাউনলোড কৰতে পাৰিবেন।

এই নতুন পাঠ্যক্ৰমেৰ মূলক্ষ্য এটাই - ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যা পড়ছে তা ভালো কৰে জানুক, বুৰুক ও শিখুক আৱ তখন সে নিজেই প্ৰশ্নেৰ উত্তৰ দিতে পাৰিবে। শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকদেৱ দায়িত্ব হলো সেই কাজে শিক্ষার্থীকে সাহায্য কৰা, সঠিক পথ দেখানো, যাতে ভবিষ্যতে তাৰ কোন অসুবিধা না হয়। আপনাদেৱ জ্ঞান ও অনুভবেৰ আলোয় শিক্ষার্থীৰ চলার পথেৰ অন্ধকাৰ দূৰ কৰিবেন। সেই পথে আস্ত্ৰিক্ষিপ্ত সেগুলি যাবে আমাৰেৰ সন্তানসম শিক্ষার্থীৱা, তাদেৱ যাত্ৰাপথ মসণ হোক, তাৰা এগিয়ে চলুক দৃঢ় পদক্ষেপে আৱ শিক্ষক-শিক্ষিকাৰা হোক তাদেৱ আলোৱ পথেৰ দিশাবিৱৰণ। উত্তৰ পক্ষকেই জানাই সমিতিৰ পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা।

এই পাঠ্যপুস্তকটিতে যে সমস্ত লেখক-লেখিকাৰ রচনা অন্তৰ্ভুক্ত হয়েছে সেগুলি মুদ্ৰণেৰ জন্য অনুমতি দিয়ে তাৰা আমাৰেৰ বাধিত কৰিবেন এবং সমাজেৰ বিজ্ঞ ব্যক্তিৰা এই পাঠ্যপুস্তকটি সমীক্ষণ কৰিবে, সুন্দৰ ও আকৰ্ষক কৰে তুলেছেন ‘বাংলা ভাষা সমিতিৰ’ পক্ষ থেকে তাঁদেৱকে জানাই আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা।

আশাকৰি শিক্ষক / শিক্ষিকা ও অভিভাবক, আপনাৰা সকলেই এই পুস্তক কে সহায়ভাৱে গ্ৰহণ কৰিবেন সেই সঙ্গে অধ্যয়ন অধ্যাপন প্ৰক্ৰিয়ায় পাঠ্যপুস্তকেৰ ব্যবহাৰ কুশলতাপূৰ্বক কৰিবেন এবং বাংলা বিষয়েৰ প্ৰতি শিক্ষার্থীদেৱ মধ্যে আগ্ৰহ, অভিজ্ঞতি ও অস্থিকৰণৰ ভাৱনা জাগিয়ে তাদেৱ সৰ্বাঙ্গীণ বিকাশে সাহায্য কৰিবেন।...

সূচীপত্র

প্রথম বিভাগ

অ.ক্র.	পাঠের নাম	পদ্য / গদ্য	লেখক / কবির নাম	পৃ.ক্র.
●	প্রবেশ-উৎসব	পূর্বানুভব	কৃতি-কার্য	১
১.	চলারে চল সবে ভারত সন্তান	পদ্য	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	২
২.	অচেনার আনন্দ	গদ্য	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৬
৩.	প্রাথমিক	পদ্য	কাজী নজরুল ইসলাম	১২
৪.	পশুপাখির ভাষা	গদ্য	সুবিনয় রায়চৌধুরী	১৫
●	গাছ লাগানো পদ্ধতি	উপক্রম	কৃতি-কার্য	২০
৫.	মুক্তির মন্দির সোপানতলে	পদ্য	মোহিনী চৌধুরী	২১
●	অবয়	ব্যাকরণ	ভাষা অধ্যয়ন	২৪
৬.	কার্তিক-গণেশ	গদ্য	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২৫
৭.	পালোয়ান	পদ্য	সুকুমার রায়	৩১
৮.	চিত্রগ্রীব	গদ্য	ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়	৩৫
৯.	কম্পিউটারের কেরামতি	গদ্য	সংকলিত	৪০
১০.	বঙ্গভাষা	পদ্য	মাইকেল মধুসূদন দাশ	৪৪

দ্বিতীয় বিভাগ

অ.ক্র.	পাঠের নাম	পদ্য / গদ্য	লেখক / কবির নাম	পৃ.ক্র.
১.	তুমি নির্মল করো মঙ্গল-করে	পদ্য	রঞ্জনীকান্ত সেন	৪৭
২.	অবশ্যে পেলেলে পৌঁছালাম	গদ্য	শ্রীরামনাথ বিশ্বাস	৫০
৩.	শ্রীরামের পাদুকা	পদ্য	কৃতিবাস ওবা	৫৫
●	বাঁশ দিয়ে কঘলদনী তৈরী করার পদ্ধতি	উপক্রম	কৃতি-কার্য	৫৯
৪.	মানুষে মানুষে সীমা নেই	গদ্য	শক্রনাথ রায়	৬০
৫.	বান এসেছে মরা গাঙ্গে	পদ্য	মুকুন্দ দাস	৬৫
৬.	আমাদের পরমবীর	গদ্য	সংকলিত	৬৮
●	সপ্তি-বিচ্ছেদ	ব্যাকরণ	ভাষা অধ্যয়ন	৭২
৭.	মৃত্যুঞ্জয়ী প্রীতিলতা	গদ্য	সংকলিত	৭৩
৮.	উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা	পদ্য	বিমল চন্দ্র ঘোষ	৭৭
৯.	ভানুসিংহের পত্র	গদ্য	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৮০
১০.	ভিটামিন আবিস্কার	গদ্য	বিশ্বনাথ রায়	৮৫
১১.	ষষ্ঠীচরণ	পদ্য	কনক মুখোপাধ্যায়	৯১
১২.	রেফারি নুটকাকা	গদ্য	বিমল কর	৯৪
১৩.	মাতা-পিতার থেকে বড় কোনো ভগবান নেই	পদ্য	সুরেশ মিশ্র	১০১

★ প্রবেশ উৎসব ★

ষষ্ঠ শ্রেণী

বই পুস্তক থেকে পেয়ে জ্ঞান, জানল সবে ভাষা বিজ্ঞান।



দূরত্ব রেখে মাস্ক লাগিয়ে,
ভালো করে নেবে হাত ধুয়ে,
করে সকল নিয়মের পালন,
আসবো মোরা বিদ্যালয়ে।



শিক্ষক করে জ্ঞানের দান
ছাত্র করে তাঁর সম্মান,
সমস্ত গুরু শিখের ন্যায়,
সমাজ গড়ে বিদ্যালয়।

১. চলরে চল সবে ভারত সন্তান

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবি পরিচিতি

কবি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে, পিতা মহৰী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মাতা সারদাদেবী। ইনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ ভাতা। তিনি ছিলেন বিখ্যাত বাঙালী নাট্যকার, সংগীত স্রষ্টা, সম্পাদক ও চিত্র শিল্পী। সমস্ত সমালোচনাকে অগ্রাহ্য করে স্ত্রীশিক্ষা ও নারীমুক্তি, এ বিষয়ে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে রাঁচিতে পরলোক গমন করেন।

কবিতা প্রসঙ্গ

কবি এখানে ভারত মাতার দৈন্য দশা ঘোঢানোর জন্য তাঁর সন্তানদের আহ্বান করেছেন। এই কাজ করতে হলে সকলকে এক সাথে এক হয়ে কাজ করতে হবে। সেখানে অনেক বাধা বিপত্তি আসবে তা এড়িয়ে সঠিক লক্ষে পৌঁছাতে হবে। জাতি, ধর্ম, উচ্চ, নিচু ভুলে স্বাধীনতার নিশান উড়াতে হবে।



চল রে চল সবে ভারত সন্তান, মাতৃভূমি করে আহ্বান।
বীর দর্পে পৌরূষ গর্বে সাধ রে সাধ সবে দেশেরি কল্যাণ
পুত্র ভিন্ন মাতৃদৈন্য কে করে মোচন ?
উঠ জাগ সবে, বলো মাগো, তব পদে সঁপিনু পরাণ।

এক তন্ত্রে কর তপ, এক মন্ত্রে জপ,
শিক্ষা দীক্ষা লক্ষ্য মোক্ষ এক, এক সুরে গাও সবে গান।
দেশ দেশান্তে যাও রে আনতে নব নব জ্ঞান,
নব ভাবে নব উৎসাহে মাতো, উঠাও রে নবতর তান।

লোক-রঞ্জন লোক-গঞ্জন না করি দ্রুক্পাত,
যাহা শুভ, যাহা ধ্রুব, ন্যায় তাহাতে জীবন কর দান।
দলাদলি সব ভুলি, হিন্দু মুসলমান,
এক পথে এক সাথে চল, উড়াইয়ে একতা নিশান।

শব্দার্থ

আহ্বান - ডাক

তান - সূর

মোচন - মুক্তি

দেশান্তে - অন্য দেশে

পরাণ - প্রাণ

রঞ্জন - যা রাঙায়

মোক্ষ - উদ্ধার

ধ্রুব - নিশ্চিত / নিত

পুত্র - ছেলে

দ্রুক্পাত - দৃষ্টিপাত

তপ - তপস্যা

নিশান - পতাকা

অনুশীলনী

১) কবিতার লাইন পূর্ণ করো।

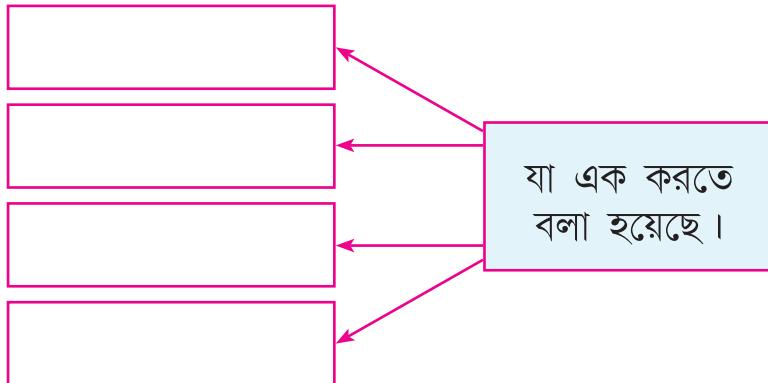
চল রে চল সবে ভারত সন্তান

বীরদর্পে পৌরুষ গর্বে সাধ রে সাধ সবে

দলাদলি সব ভুলি,

এক পথে এক সাথে চল,।

২) ছক পূর্ণ করো।



৩) এক বাক্যে উত্তর লেখো।

- ক) মাতৃভূমি কাদের আহ্বান করছে ?
- খ) মাতৃপদে কী সঁপে দিতে হবে ?
- গ) জীবন কোথায় দান করতে হবে ?
- ঘ) একতার নিশান কী ভাবে উড়াবে ?
- ঙ) কে মাতৃদৈন্য মোচন করে ?

৪) নিম্নলিখিত পংক্তিগুলির ভাবার্থ লেখো।

- ক) পুত্রভিন্ন মাতৃদৈন্য কে করে মোচন।
- খ) দেশ দেশান্তে যাওয়ের আনতে নব নব জ্ঞান।
- গ) লোক রঞ্জন লোক গঞ্জন না করি দ্রুকপাত।
- ঘ) দলাদলি সব ভুলি, হিন্দু-মুসলমান।

৫) কবিতা থেকে নীচে দেওয়া শব্দের মিটাক্ষর শব্দ খুঁজে লেখো।

- ক) আহ্বান - খ) তন্ত্র -
- গ) শিক্ষা - ঘ) লক্ষ্য -
- ঙ) রঞ্জন -

৬) এলো মেলো বর্ণ সাজিয়ে সঠিক শব্দ তৈরী করো।

- ক) মি তু মা তু - খ) মা দৈ ন্য তু -
- গ) উ সা ৎ হে - ঘ) ত পা দৃ ক -
- ঙ) মা ল মু স ন -

৭) বাক্য রচনা করো।

- ক) ভারত -
খ) আহ্লান -
গ) উৎসাহ -
ঘ) দৃকপাত -

৮) নিম্নলিখিত শব্দের অর্থ করিতা থেকে খুঁজে লেখো।

- ক) ডাক - খ) মুক্তি -
গ) উদ্ধার - ঘ) তপস্যা -
ঙ) সুর - চ) অন্যদেশে -

৯) ‘আ’ স্তুতি থেকে বিপরীত শব্দ বেছে নিয়ে শূন্যস্থানে লেখো।

‘অ’ স্তুতি

- ক) কল্যাণ x.....
খ) বীর x.....
গ) দেশ x.....
ঘ) নব x.....
ঙ) শুভ x.....
চ) একতা x.....

‘আ’ স্তুতি

১. পুরাতন
২. বিদেশ
৩. বিবিধতা
৪. অকল্যাণ
৫. অশুভ
৬. ভীরু

১০) অভিমতমূলক প্রশ্ন :-

- ক) “‘হিন্দু, মুসলমান, সিখ, ঈসাই - আমরা সকলে ভাই-ভাই’” - এ বিষয়ে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।
খ) “‘তুমি যদি ভবিষ্যতে কোনদিন শিক্ষালাভের জন্য বিদেশে যাওয়ার সুযোগ পাও তাহলে কী করবে?’” - সে বিষয়ে তোমার মতামত প্রকাশ করো।



২. অচেনার আনন্দ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

লেখক পরিচিতি

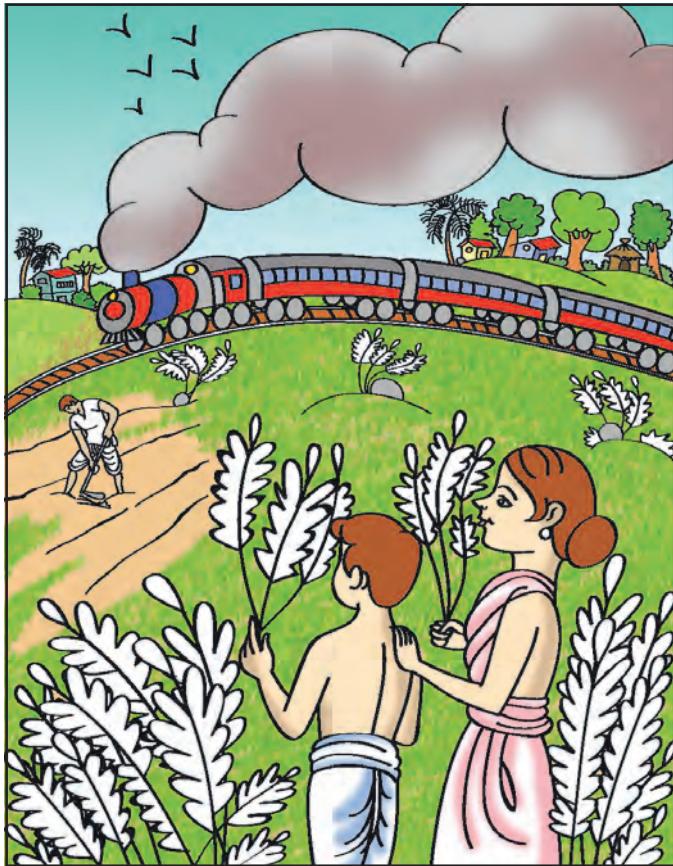
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল নামের অধিকারী। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ২৪ পরগনা জেলার কাঁচরা পাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরম্বাতক। শিক্ষকতার পাশাপাশি সাহিত্যের সাধনা করেছিলেন। তাঁর কালজয়ী উপন্যাস- ‘পথের পাঁচলী’ তাকে অল্প সময়ে বাংলা সাহিত্যে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত করে তোলে। অন্যান্য গ্রন্থগুলি হল ‘অপরাজিতা’, আরণ্যক, মেঘ মল্লার, ইছামতী ইত্যাদি। মৃত্যু ১৯৫০ সালে ঘাটশিলায় ঘটে। মৃত্যুর পর তিনি রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত হন।

পাঠ প্রসঙ্গ

আলোচ্য পাঠ্যাংশটি পথের পাঁচলী উপন্যাসের অংশ বিশেষ। অচেনাকে চেনা এবং অজানাকে জানার ইচ্ছা সকলের মধ্যে থাকে। অপূর মধ্যেও সেই ইচ্ছা প্রবল। অপূর কোনদিন গ্রামের বাইরে যায়নি। গ্রামের নদী, গাছ, মাঠ সবই তার কাছে এক ঘেয়ে মনে হয়। তাই সে দূরের মাঠের দিকে চেয়ে থাকত। একদিন অবশ্যে সেই সুযোগ এল বাইরে বের হবার। দূরে গিয়ে সে রেল লাইনের দেখা পেল, তার মনে খুশির সীমা নেই। রেলগাড়ি দেখার জন্য থামতে চাইল। পথের এই নতুন দৃশ্য দেখার আনন্দে তার মন খুশিতে ভরে উঠেছিল। অচেনাকে চেনার আনন্দ তাকে অভিভূত করে তুলেছিল।

অপূর জন্মিয়া অবধি কোথাও কখনো যায় নাই। গাঁয়েরই বকুলতলা, গোঁসাইবাগান, চালতে তলা নদীর ধার— বড়জোর নবাবগঞ্জ যাইবার পাকা সড়ক— এই পর্যন্ত তাহার দৌড়। মাঝে মাঝে বৈশাখ কি জৈষ্ঠ মাসে খুব গরম পড়িলে তাহার মা বৈকালে নদীর ঘাটে দাঁড়াইয়া থাকিত। নদীর ওপারের খড়ের মাঠে বাবলা গাছে গাছে হলুদ রং এর ফুল ফুটিয়া থাকিত, গরু চরিত, মোটা গুলঘঁলতা দুলানো শিমুল

গাছটাকে দেখিলে মনে হইত যেন কতকালের পুরাতন গাছটা। রাখালেরা নদীর ধারে গরুকে জল খাওয়াইতে আসিত, ছেট একখানা জেলেডিঙ্গি বাহিয়া তাহাদের গায়ের অক্রূর মাঝি মাছ ধরিবার দোয়াড়ি পাতিতে যাইত, মাঠের মাঝে মাঝে ঝাড় ঝাড় সোঁদালি ফুল বৈকালের ঝিরঝিরে বাতাসে দুলিতে থাকিত—ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ এক-একদিন ওপারের সবুজ খড়ের জমির শেষে নীল আকাশটা যেখানে আসিয়া



দূর গ্রামের সবুজ বনরেখার উপর ঝুঁকিয়া
পড়িয়াছে, সেদিকে চাহিয়া দেখিতেই তাহার
মনটা যেন কেমন হইয়া যাইত—সে সব
প্রকাশ করিয়া বুঝাইয়া বলিতে জানিত না।
শুধু তাহার দিদি ঘাট হইতে উঠিলে সে
বলিত—দিদি দিদি, দ্যাখ দ্যাখ ওইদিকে—
পরে সে মাঠের শেষের দিকে আঙুল দিয়া
দেখাইয়া বলিত—ওই যে? ওই গাছটার
পিছনে? কেমন অনেক দূর, না?

দুর্গা হাসিয়া বলিত—অনেক দূর—
তাই দেখাচ্ছিলি? দূর, তুই একটা পাগল!

আজ সেই অপু সৰ্ব প্রথম গ্রামের
বাহিরে পা দিল। কয়েকদিন পূর্ব হইতেই
উৎসাহে তাহার রাত্রিতে ঘুম হওয়া দায়

হইয়া পড়িয়াছিল, দিন গুণিতে গুণিতে
অবশেষে যাইবার দিন আসিয়া গেল।

তাহাদের গ্রামের পথটি বাঁকিয়া
নবাবগঞ্জের সড়ককে ডাইনে ফেলিয়া
মাঠের বাহিরে আষাঢ়-দুর্গাপুরের
কাঁচারাস্তার সঙ্গে মিশিয়াছে। দুর্গাপুরের
রাস্তায় উঠিয়াই সে বাবাকে বলিল—
বাবা, যেখানে রেল যায় সেই রেলের
রাস্তা কোন দিকে?

তাহার বাবা বলিল—সামনেই
পড়বে এখন, চলো না। আমরা রেল
লাইন পেরিয়ে যাব এখন—

কিছু দূর গিয়া সে বিস্ময়ের সহিত
চাহিয়া দেখিল নবাবগঞ্জের পাকা সড়কের
মতো একটা উঁচু রাস্তা মাঠের মাঝখান
চিরিয়া ডাইনে বাঁয়ে বহুদূর গিয়াছে। রাঙা
রাঙা খোয়ার রাশি উঁচু হইয়া ধারের দিকে
সারি দেওয়া। সাদা সাদা লোহার খুঁটির
উপর যেন এক সঙ্গে অনেক দড়ির টানা
বাঁধা যতদূর দেখা যায়, ওই সাদা খুঁটি ও
দড়ির টানা বাঁধা দেখা যাইতেছে—

তাহার বাবা বলিল—ওই দ্যাখো
খোকা, রেলের রাস্তা—অপু এক দৌড়ে
ফটক পার হইয়া রাস্তার উপর আসিয়া
উঠিল। পরে সে রেল পথের দুইদিকে
বিস্ময়ের চেখে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

দুইটা লোহা বরাবর পাতা কেন? উহার
উপর দিয়া রেল গাড়ি যায়? কেন? মাটির
উপর দিয়া না গিয়া লোহার ওপর দিয়া যায়
কেন? পিছলাইয়া পড়িয়া যায় না? কেন?
ওগুলোকে তার বলে? তাহার মধ্যে সোঁ
সোঁ কিসের শব্দ? তারে খবর যাইতেছে?
কাহারা খবর দিতেছে? কি করিয়া খবর
দেয়? ওদিকে কি ইস্টশান? এদিকে কি
ইস্টশান?

সে বলিল—বাবা, রেলগাড়ি কখন
আসবে? আমি রেলগাড়ি দেখব বাবা।

—রেল গাড়ি এখন কি করে দেখবে?
... সেই দুপুরের সময় রেলগাড়ি আসবে,
এখনও দু'ঘণ্টা দেরি!

তা হোক বাবা, আমি দেখে যাব,
আমি কখনো দেখিনি—হ্যাঁ বাবা—

—ও রকম কোরোনা, ওই জন্য
তোমায় কোথাও আন্তে চাইনে—এখন কি
করে দেখবে? সেই দুপুর একটা অবধি
বসে থাকতে হবে তা হলে এই ঠায়

রোদুরে, চল আসবার দিন দেখাব।

অপুকে অবশ্যে জল - ভরা চোখে
বাবার পিছনে পিছনে অগ্রসর হইতে হইল।

তুমি চলিয়া যাইতেছ ... তুমি কিছুই
জানো না, পথের ধারে তোমার চোখে কি
পড়িতে পারে, তোমার ডাগর নবীন চোখ
বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধায় চারিদিককে গিলিতে
চলিয়াছে—নিজের আনন্দের এ হিসাবে
তুমিও একজন দেশ আবিষ্কারক। অচেনার
আনন্দকে পাইতে হইলে পৃথিবী ঘূরিয়া
বেড়াইতে হইবে, তাহার মানে নাই। আমি
যেখানে আর কখনো যাই নাই, আজ নতুন
পা দিলাম, যে নদীর জলে নতুন স্নান
করিলাম, যে গ্রামের হাওয়ায় শরীর
জুড়াইল, আমার আগে সেখানে কেহ
আসিয়াছিল কিনা, তাহাতে আমার কি
আসে যায়? আমার অনুভূতিতে তাহা যে
অনাবিস্কৃত দেশ। আমি আজ সর্বপ্রথম মন,
বুদ্ধি, হৃদয় দিয়া উহার নবীনতাকে আস্বাদ
করিলাম যে !

শব্দার্থ

গাঁ - গ্রাম

ফটক - সদর দরজা / ফাটক

নবীন - নৃতন

বিশ্বয় - অবাক, আশ্চর্য

দোয়াড়ি - মাছ ধরিবার বাঁশ নির্মিত যন্ত্র বিশেষ

সোঁদালি - স্বর্ণলতা

আস্বাদ - রসগ্রহণ, স্বাদগ্রহণ

হৃদয় - অন্তঃকরণ

আবিষ্কার - নবপ্রকাশ

জেলেডিঙ্গি - জেলে নৌকা

অনাবিস্কৃত - যা আবিষ্কার হয়নি এমন

বিশ্বগ্রাসী - সমগ্র পৃথিবীকে গ্রাস করতে চায় এমন

୧) ହକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୋ ।



୨) ସତ୍ୟ ଅଥବା ମିଥ୍ୟା ଲେଖୋ ।

- କ) ଅପୁ ଜମିଆ ଅବଧି କୋଥାଓ କଥନୋ ଯାଯ ନାହିଁ ।
- ଖ) ଅପୁକେ ଅବଶେଷେ ଜଳଭରା ଚୋଖେ ବାବାର ପିଛନେ ଅଗ୍ରସର ହାତେ ହଇଲ ।
- ଗ) ଅପୁ ଆଜ ସର୍ବପ୍ରଥମ ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ହଦ୍ୟ ଦିଯା ଉହାର ନବୀନତାକେ ଆସ୍ଵାଦ କରିଲ ।

୩) ଅପୂର ବାକ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୋ ।

- କ) ନଦୀର ଓପାରେର ଖଡ଼େର ମାଠେ ବାବଳା ଗାଛେ ଗାଛେ ହଲୁଦ ରଂଏର ।
- ଖ) ଛୋଟ ଏକଥାନା ଜେଣେଡ଼ିଙ୍ଗ ବାହିୟା ତାଦେର ଗାଁଯେର ଅକ୍ରୂର ମାଝି ମାତ୍ର ଧରିବାର ।
- ଗ) ଅଚେନାର ଆନନ୍ଦକେ ପାଇତେ ହଇଲେ ପୃଥିବୀ ସୁରିଯା ବେଡ଼ାଇତେ ହଇବେ ।

୪) ସଠିକ ଶବ୍ଦ ବେଳେ ନିଯେ ଶୂନ୍ୟହାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୋ ।

- କ) ରାଖାଲେରା ନଦୀର ଧାରେ ଗରଙ୍କେ-----(ଘାସ/ଜଳ) ଖାଓୟାଇତେ ଆସିତ ।
- ଖ) ଆଜ ଅପୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଗ୍ରାମେର ବହିରେ---- (ପା/ନଜର) ଦିଲ ।
- ଗ) ଅପୁ ରେଲପଥେର ଦୁଇଦିକେ ---- (ବିଶ୍ଵମୋର/ଆନନ୍ଦେର) ଚୋଖେ ଚାହିୟା ଚାହିୟା ଦେଖିତେ ଲାଗିଲ ।
- ଘ) ଦିନ ଗୁଣିତେ ଗୁଣିତେ ଅବଶେଷେ---- (ଆସିବାର/ ଯାଇବାର) ଦିନ ଆସିଯା ଗେଲ ।

৫) এক বাক্যে উত্তর লেখো ।

- ক) অপুর দিদির নাম কী ?
- খ) রেলগাড়ি কখন আসবে ?
- গ) অপু কার সঙ্গে বাড়ির বাইরে গিয়েছিল ?
- ঘ) কোন সময়ে খুব গরম পড়ে ?

৬) সংক্ষেপে উত্তর লেখো ।

- ক) অপুর গ্রামের পথটি বেঁকে কোথায় মিশেছে ?
- খ) অপুকে অবশ্যে জলভরা চোখে বাবার পিছনে পিছনে অগ্রসর হতে হল
কেনো ?
- গ) অপুর রেলগাড়ি দেখা হল না কেনো ?

৭) কারণ লেখো ।

- ক) ‘দুর্গা অপুকে পাগল বলল ।’ খ) ‘অপুর রাত্রের ঘুম দায় হইয়া পড়িল ।’

৮) কে, কাকে বলেছে ?

- ক) ‘দিদি দিদি, দ্যাখ দ্যাখ, ওই গাছটার পিছনে ? অনেক দূর না ?
- খ) ‘দূর তুই একটা পাগল ।’
- গ) ‘বাবা, রেলগাড়ি কখন আসবে ?’
- ঘ) ‘ও রকম কোরো না, ওই জন্য তোমায় কোথাও আনতে চাইনে ।’

৯) শব্দগুলির অর্থ পাঠ থেকে খুঁজে লেখো ।

- ক) গ্রাম - খ) নৃতন -
- গ) স্বর্ণলতা-..... ঘ) সংবাদ -
- ঙ) নবপ্রকাশ-..... চ) পংক্তি -
- ছ) অবাক - জ) পথ -
- ব) পুরানো -..... এও) স্বাদ -

১০) বচন বদলাও ।

- ক) রাখাল- খ) ফুল -
- গ) গরু - ঘ) গাছ -
- ঙ) মাছ - চ) গাড়ি -

১১) ‘আ’ স্তুতি থেকে সঠিক বিপরীত শব্দ বেছে নিয়ে শৃঙ্খলানে লেখো ।

‘অ’ স্তুতি

‘আ’ স্তুতি

ক) জন্মিয়া

অ) শহরের

খ) গরম

আ) ঠাণ্ডা

গ) গাঁয়ের

ই) মরিয়া

ঘ) দূর

ঙ) নিরানন্দ

ঙ) আনন্দ

উ) নিকট

১২) লিঙ্গ পরিবর্তন করো ।

ক) দিদি - খ) পাগল -

গ) খোকা - ঘ) বাবা -

১৩) সংক্ষেপে লেখো ।

ক) তোমার নিজের একটি ভ্রমণ কাহিনীর বর্ণনা নিজের ভাষায় লেখো ।

খ) প্রাম এবং শহরের মধ্যে তোমার কোনটা বেশী ভালো লাগে তা নিজের ভাষায় লেখো ।

১৪) সঞ্চি বিচ্ছেদ করো ।

ক) নবাবগঞ্জ -

খ) গুলখণ্ডতা -

গ) আবিষ্কার -

১৫) নিবন্ধ লেখন :- ‘রেলগাড়ি’ সম্বন্ধে যা জানো তোমার নিজের ভাষায় লেখো ।



৩. প্রার্থনা

কাজী নজরুল ইসলাম

কবি পরিচিতি

কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে বর্ধমান জেলার চুড়লিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তিনি সৈন্য বাহিনীতে যোগ দেন। পরে তিনি ইংরেজ বিরোধী কবিতা গান রচনা করতে শুরু করেন, তাঁর কবিতা ও পত্রিকা ইংরেজ শাসক নিষিদ্ধ করে দেয়। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থগুলি হল অগ্নিবিগ্না, বিষের বাঁশী, দোলন চাঁপা, ছায়ানট, প্রলয়শিখা, ব্যাথার দান ইত্যাদি। তাঁর কবিতাগুলি বিশেষ সঙ্গীত ধারা রূপে চিহ্নিত হয়েছে। তিনি যে সমস্ত কবিতা রচনা করেছেন তার মধ্যে এই কবিতা অন্যতম।

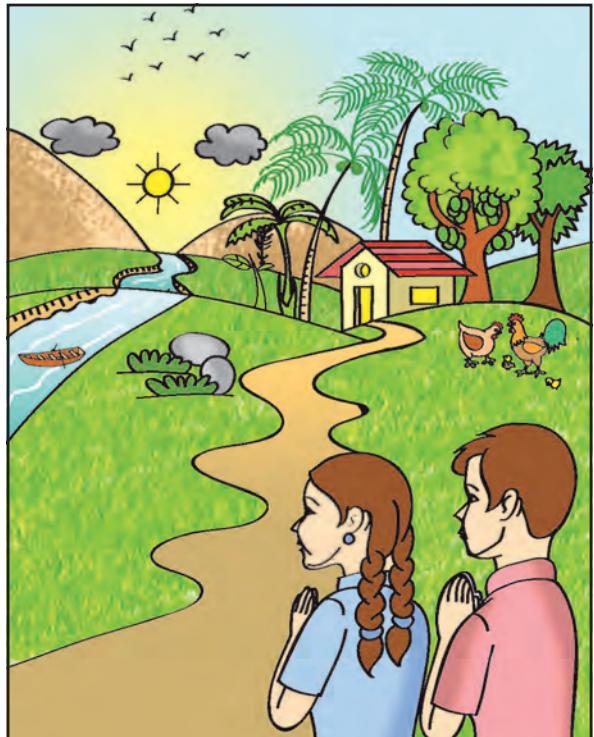
কবিতা প্রসঙ্গ

এই কবিতায় কবি ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করেছেন যে তিনি যেন সবাইকে সর্বাঙ্গ ভাবে ভালো রাখে। এমন কাজ করতে হবে যাতে সকলে ভালোবাসবে। আমরাও সকলকে ভালোবাসবো। আমরাও যেন মাটির পৃথিবীকে স্বর্গ করে তুলতে পারি। তিনি ভগবানের কাছে এও প্রার্থনা করেছেন জ্ঞান, ভক্তি, শক্তি দেন যাতে সকলের মনে ধর্ম ও কর্মের জ্ঞান বাড়ে।

আমাদের ভালো করো হে ভগবান !
 সকলের ভালো করো হে ভগবান !!

 আমাদের সব লোকে বাসিবে ভালো।
 আমরাও সকলেরে বাসিব ভালো।
 রবে না হিংসা দ্বেষ
 দেহ ও মনের ক্লেশ,
 মাটির পৃথিবী হবে স্বর্গ - সমান-
 হে ভগবান !!

 জ্ঞানের আলোক দাও হে ভগবান !
 বিপুল শক্তি দাও হে ভগবান !!



তোমারই দেওয়া জ্ঞানে চিনিব তোমায়,
তোমার শক্তি হবে কর্মে সহায় ।

ধর্ম যদি সাথী হয়

রবে নাক দুঃখ-ভয়

বিপদে পড়িলে তুমি করো যেন ত্রাণ-
হে ভগবান ॥

শব্দার্থ

পৃথিবী - ধরিত্রী

ভগবান - ঈশ্঵র

আলোক - আলো

ক্লেশ - কষ্ট, দুঃখ

বিপুল - অনেক

ত্রাণ - রক্ষা, মুক্তি

দ্বেষ - হিংসা

অনুশীলনী

১) শূন্যস্থান পূর্ণ করো ।

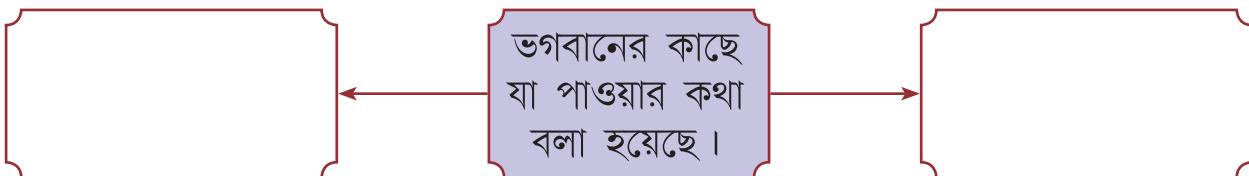
আমাদের সব গোকে বাসিবে _____

সকলেরে বাসিব ভালো ।

রবে না হিংসা _____

ও মনের ক্লেশ ।

২) ছক পূর্ণ করো ।



৩) এক বাক্যে উত্তর লেখো ।

ক) মাটির পৃথিবী কীসের সমান হবে ?

খ) ধর্ম যদি সাথী হয় তাহলে কি রবে না ?

গ) ভগবানকে কি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে ?

ঘ) সকলকে ভালোবাসলে কি রবে না ?

ঙ) প্রার্থনা করিতার কবির নাম কি ?

৪) সংক্ষেপে উত্তর লেখো ।

ক) সকলকে ভালোবাসলে কি ফল হবে ।

খ) দুঃখ ভয় কীভাবে দূর হবে তা লেখো ।

৫) কবিতা থেকে মিত্রাক্ষর শব্দের জোড় খুঁজে বেছে লেখো ।

ক) - খ) -

গ) - ঘ) -

৬) শব্দের অর্থগুলি পাঠ থেকে বেছে নিয়ে লেখো ।

ক) অনেক - খ) কষ্ট -

গ) মন - ঘ) ঈশ্বর -

ঙ) তিংসা - চ) ধরিত্রী -

৭) বিপরীত শব্দ পাঠ থেকে বেছে লেখো ।

ক) নরক x খ) অসমান x

গ) অধর্ম x ঘ) নির্ভয় x

ঙ) অজ্ঞান x চ) অহিংসা x

৮) বাক্য রচনা করো ।

ক) ভগবান -

খ) ভালো -

গ) দুঃখ -

ঘ) পৃথিবী -

৯) “ভালোবাসা দ্বারাই পৃথিবী জয় করা যায়”- এ বিষয়ে তোমার মত

ব্যক্ত করো ।

৪. পশুপাখির ভাষা

সুবিনয় রায়চৌধুরী

লেখক পরিচিতি

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে সুবিনয় রায়চৌধুরীর জন্ম হয়। তিনি প্রখ্যাত সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর পুত্র। হারমোনিয়াম, এসরাজ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র তিনি দক্ষতার সঙ্গে বাজাতে পারতেন। তিনি একান্তভাবে ছোটোদের জন্যই লিখেছেন। একদিকে সহজ-সরল ভাষায় মজার গল্ল-কবিতা যেমন লিখেছেন অজস্র, ঠিক তেমনই শিশু-কিশোর মনের জিঞ্জাসা মেটাতে প্রাঞ্জল ভাষায় তথ্যনিষ্ঠ প্রবন্ধও রচনা করেছেন। সন্দেশ পত্রিকায় তাঁর বিপুল অবদান আজও শুন্দার সঙ্গে স্মরণীয় হয়ে আছে। তার উল্লেখযোগ্য বই সুবিনয় রায়চৌধুরীর রচনা সংগ্রহ। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে সুবিনয় রায়চৌধুরীর মৃত্যু হয়।

পাঠ প্রসঙ্গ

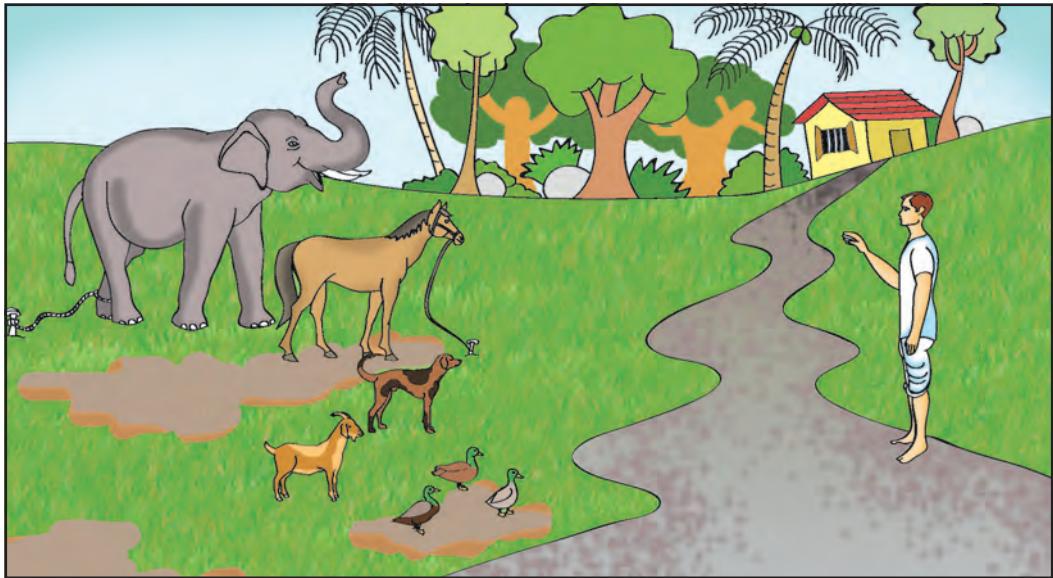
সুবিনয় রায়চৌধুরীর পশু পাখির ভাষা এই পাঠে পশু পাখির যে নিজস্ব ভাষা আছে, কিছু প্রাণী মানুষেরও ভাষা বোঝে সে বিষয়ের এই পাঠে বর্ণনা করেছেন। তিনি রিউবেন ক্যাস্টাং সাহেবের পশুপাখিরের বিষয়ে গবেষনার উল্লেখ করে বলেছেন যে, বিভিন্ন ধরনের প্রাণীদের স্বভাব, ইশারা, সু:খ দুঃখের ভাষা প্রকাশ, বন্য ও পালিত পশুদের মধ্যেও ভিন্নতা দেখা যায়।

পশুপাখির কি ভাষা আছে? তারা কি মনের ভাবগুলি বিশেষ বিশেষ শব্দ দিয়ে প্রকাশ করে? পরম্পরাকে বুঝাবার জন্য তারা কি কোনো ভাষা ব্যবহার করে? - এইসব প্রশ্ন মানুষের মনে বহুকাল থেকেই জেগেছে এবং এই বিষয়ে নানারকমের পরীক্ষা বহুকাল থেকে হয়ে আসছে।

পশুপাখিরা অবিশ্যি মানুষের অনেক কথারই অর্থ বোঝে। বুদ্ধিমান জীব - যেমন কুকুর, বনমানুষ, ঘোড়া প্রভৃতি - তাদের মানুষে-দেওয়া নাম শুনলেই কান খাড়া করে - নাম ধরে ডাক দিলে কাছে আসে। মুরগিরা 'তি-তি' ডাক শুনে আসে, হাঁস 'সোই-সোই' ডাক শুনে আসে, ছাগল

'অ-র-র' ডাক শুনে আসে। হাতি তো মাছতের কথা শুনেই চলে। মাছতের ভাষায় (পূর্ববঙ্গের) 'বৈঠ' হচ্ছে 'বস' 'তেরে' মানে কাত হও, 'ভোরি' মানে 'পিছনে যাও', 'মাইল' মানে সাবধান 'ইত্যাদি। কুকুরেরাও কথা শুনে হ্রস্ব পালন করতে ওস্তাদ, - অবিশ্যি, সে-সব কথার অর্থ তাদের শেখাতে হয়।

পশুরা মানুষের ভাষা কিছুকিছু বোঝে বটে, কিন্তু, সে ভাষা তো তারা বলতে পারে না, পরম্পরাকেও সে বুঝিয়ে দেওয়ার কোনো উপায় জানে না তারা। তাদের মুখের কয়েকটি বিশেষ শব্দ যে তাদের মনের ভাবকে প্রকাশ করে, সেবিষয়ে



কোনো সন্দেহ নাই। বেড়াল বা কুকুর ঝগড়া করার সময় যে শব্দ করে, কানার সময় সে শব্দ করে না। দূর থেকে শুনেই বোৰা যায় ঝগড়া করছে কী কাঁদছে। কুকুরের ঝগড়া আৱ রাগের শব্দে ‘ঘেউ’ আছে, ভয় বা কানার শব্দে ‘কেঁট’ আছে। জাতভেদে শব্দের টানে আৱ গান্ধীৰ্যে যা একটু তফাত। বেড়ালেরও তেমনি সাধারণ আওয়াজে ‘ম্যাও’, ‘মিউ’ ইত্যাদি আছে, রাগ বা ঝগড়ায় ‘ওয়াও’ আছে। দূর থেকে শব্দ শুনেই বোৰা যায় ঝগড়া করছে কী কাঁদছে, কী শুধু আওয়াজ করছে অর্থাৎ তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছে। অনেক পশ্চিম এই ধরনের শব্দ করে থাকে। পাখিৱাও ভয়, রাগ প্ৰভৃতি প্ৰকাশ কৰিবাৰ জন্য বিশেষ বিশেষ শব্দ উচ্চারণ কৰে থাকে। বিপদের সময় পৱন্পৰকে জানাবাৰ উপায়ও পশ্চিমাখিৱা বেশ জানে।

রিউবেন ক্যাস্টাং নামে একজন সাহেব বঙ্গকাল পশ্চিমে সঙ্গে ভাব পাতিয়ে

বেড়িয়েছেন। তিনি বলেন, ‘আমি পশ্চির ভাষা বেশ বুঝি। কতবাৱ আমি জংলি হাতিৰ সামনে পড়েছি, বাষেৱ গৱম নিশাস অনুভব কৰেছি, প্ৰকাণ্ড ভাল্লুকেৱ থাবা মুখেৱ সামনে দেখেছি, গৱিলা প্ৰায় জড়িয়ে ধৰে ফেলেছে আমাকে। কিন্তু একটি জিনিস প্ৰত্যেকবাৱই আমাকে মৃত্যুৰ হাত থেকে বাঁচিয়েছে, - সেটি হচ্ছে, পশ্চিমেৰ ভাষাৰ জ্ঞান। আমি পশ্চিমেৰ ভাষা কিছুকিছু জানি বলেই এতবাৱ সাক্ষাৎ যমকে এড়িয়ে যেতে পেৰেছি।’

তিনি আৱও বলেন, ‘সিংহকে যদি তাৱই ভাষায় বলতে পাৱো, তুমি তাৱ বন্ধু, তাহলে অনেকটা নিৱাপদ হবে। তাৱপৰ যদি তাদেৱ জাতেৱ আদবকায়দা অনুসাৱে তাৱ কাছে যেতে পাৱো, তাহলে ভয়েৱ বিশেষ কোনো কাৱণ থাকবে না।’

ক্যাস্টাং সাহেব প্ৰায় চল্লিশ বছৰ বন্যজন্মদেৱ সঙ্গে থেকেছেন। খাঁচাৰ এবং জঙ্গলেৱ, - অর্থাৎ পোষা এবং বুনো এই

দুই অবস্থার জন্মদের সঙ্গে তাঁর আলাপ-পরিচয়ের নানা সুযোগ ঘটেছে। তাঁর বন্ধুদের মধ্যে বেশিরভাগই হচ্ছে শিম্পাঞ্জি, গরিলা, সিংহ, গ্রিজ্জি ভাল্লুক আর শ্বেত ভাল্লুক।

তিনি বলেন, ‘এইসব পশুর গলার শব্দের অবিকল নকল করার ক্ষমতা থাকায় শুধু যে বহুবার আমার প্রাণ বেঁচেছে, তানয়, এদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাবারও অনেক সুবিধা হয়েছে। পশুরা শুধু শব্দের সহায়ে কথা বলে না, নানা রকম ইশারায়ও বলে। কুকুরের লেজ নাড়া আর কান নাড়ার মধ্যে কত অর্থ আছে, তা অনেকেই আমরা জানি। একেও ভাষা বলতে হবে।’

পোষা জন্মরা নাকি জন্মলের জন্মদের থেকে অনেক বেশি চেঁচামেচি করে। পোষা কুকুর আর ঘোড়া কত চেঁচায়। কিন্তু জংলি কুকুর বা ঘোড়ার শব্দ বড়ো একটা শোনা যায় না। জন্মলের পশুকে ... প্রাণ বাঁচিয়ে চলতে হয়, তাই তারা স্বভাবতই নীরব।

পশুর মধ্যে শিম্পাঞ্জি, ওরাংওটাং জাতীয় বনমানুষের ভাষা বিশেষ কিছু নাই। বানরের মধ্যে কয়েক জাতীয় বড়ো বানর ছাড়া অন্য সকলের ভাষার শব্দ অতি সামান্যই। ক্যাস্টাং সাহেব এইসব ভাষা নিয়ে বহু বৎসর গবেষণা করেছেন।

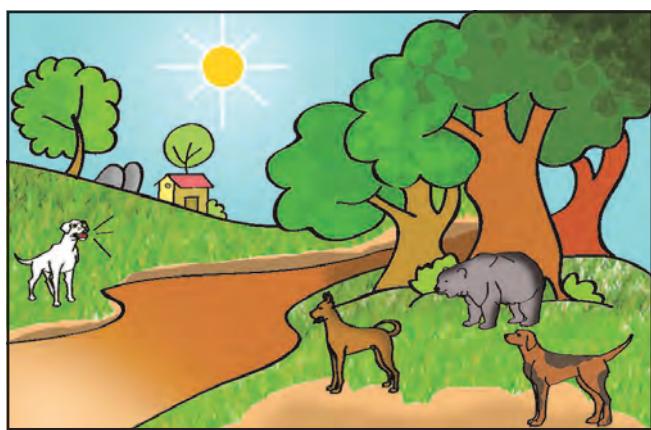
তিনি বলেন, ভালো করে লক্ষ করলে পশুদের মনের বিভিন্ন অবস্থার আওয়াজগুলি বেশ স্পষ্টভাবে ধরা যায়।

এইসব আওয়াজের অবিকল নকল করতে শিখলে পশুদের সঙ্গে ভাব পাতাবারও সুবিধা হয়।

ক্যাস্টাং সাহেব বলেন, হাতি, সিংহ, বাঘ আর শ্বেত ভাল্লুকের কয়েকটির গায়ে হাত দেওয়ার সঙ্গে বিশেষ করে লক্ষ্য করতে হবে, তোমার আওয়াজের জবাব সে দিচ্ছে কিনা। তারপর, খুব সাবধানে, অত্যন্ত ধীরে এগিয়ে, মেজাজ বুঝে, তার গায়ে হাত দিতে হবে। বাধের চেয়ে চিঠাদের সহজে ভাব পাতায় আর পোষও মানে। তার মুখটি দেখলেই অনেকটা বেড়াল-বেড়াল ভাব মনে আসে।

ভাল্লুক নিরামিষাশী আর লোভী, তাকে খাবার দিলেই সে সহজে ভাব পাতায়। আমিষাশী জন্ম কিন্তু কখনও খাবারের লোভে ভাব করে না। খাবার সময় তার কারো সঙ্গে ভাব নাই, - তখন সকলকেই অবিশ্বাস।

শিম্পাঞ্জি ওরাংওটাং এদের বিষয় কিছু লেখা হয়নি। এরা তো মানুষেরই জাতভাই, কিন্তু ভাষা এদের বড়ো একটা নাই। ভালোবাসা, সহানুভূতি প্রভৃতি এরা খুব



বোঝে, ভাবও পাতায় সহজেই। এদের গরিলাও এদের জাতভাই, সেও অনেকটা মনের ভাবই মুখে বেশি প্রকাশ পায়। এদের মতো, তবে একটু কম চালাক।

শব্দার্থ

সাক্ষাৎ - প্রত্যক্ষ

বুদ্ধিমান - যার বুদ্ধি আছে

লোভী - যার লোভ আছে

সহানুভূতি - সমবেদনা

আদবকায়দা - ভদ্রতার রীতিনীতি

নিরামিষাশী - নিরামিষ খাদ্য আহার করে যে।

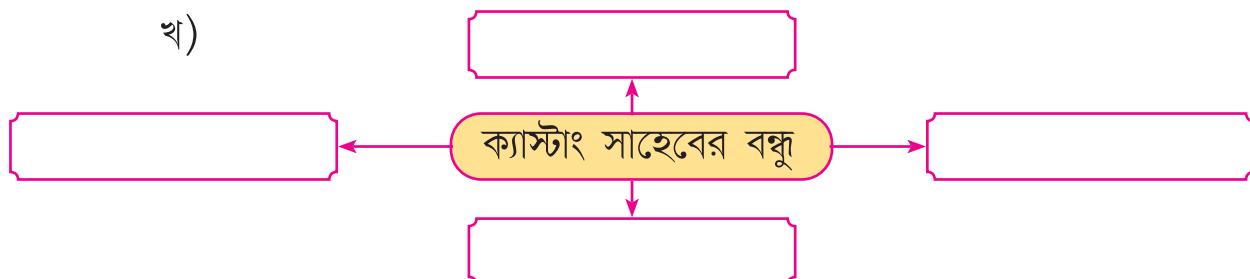
অনুশীলনী

১) হক পূর্ণ করো।

ক)



খ)



২) সত্য অথবা মিথ্যা লেখো।

ক) মুরগিরা তি-তি ডাক শুনে আসে।

খ) পশুরা মানুষের ভাষা কিছুকিছু বোঝে এবং বলতে পারে।

গ) পোষা জন্মের জন্মের থেকে অনেক বেশি চেঁচামেচি করে।

ঘ) হাঁস সই-সই ডাক শুনে আসে।

৩) এক বাকে উত্তর লেখো।

ক) ভাষার প্রয়োজন হয় কেন?

খ) ছাগলেরা কি ডাক শুনলে আসে?

গ) কোন সাহেব বহুকাল পশুদের সঙ্গে ভাব পাতিয়ে বেড়িয়েছেন।

ঘ) ক্যাস্টাং সাহেব কত বছর বন্যজন্মদের সঙ্গে থেকেছেন।

ঙ) কার মুখাটি দেখলেই অনেকটা বেড়াল-বেড়াল ভাব আসে?

৪) সংক্ষেপে উত্তর লেখো।

- ক) জঙ্গলের পশুরা স্বভাবতই নীরব - এ কথা কেন বলা হয়েছে?
খ) এরা মানুষেরই জাতভাই। - কাদের মানুষের জাতভাই বলা হয়েছে?

৫) কারণ লেখো।

- ক) কুকুর, বনমানুষ, ঘোড়া প্রভৃতি - তাদের মানুষের দেওয়া নাম শুনলেই কান খাড়া করে।
খ) লেখক সাক্ষাৎ যমকে এড়িয়ে গেলেন।
গ) পাখিরা বিশেষ বিশেষ শব্দ উচ্চারণ করে থাকে।
ঘ) ভাল্লুককে নিরামিষ খাবার দিলেই সে সহজে ভাব পাতায়।

৬) নীচের শব্দ দ্বারা বাক্য রচনা করো।

- ক) ভাষা
খ) নিরাপদ
গ) জ্ঞান
ঘ) সহানুভূতি
ঙ) প্রকাশ

৭) বচন পরিবর্তন করো।

- ক) কুকুর - খ) ঘোড়া -
গ) পশু - ঘ) জন্ম -

৮) নীচের পদগুলির বিশেষ থেকে বিশেষণ এবং বিশেষণ থেকে বিশেষ্য পদে পরিবর্তন করো।

- ক) বন - খ) জঙ্গল -
গ) পাশবিক - ঘ) নিরবতা -
ঙ) লোভ - চ) আমিষ -

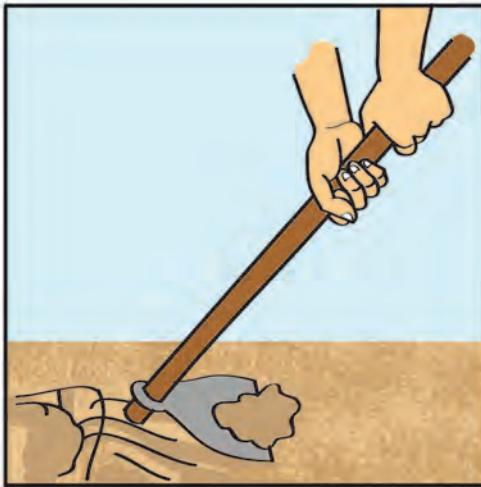
৯) ‘পশুপাখিরা মানুষের অনেক কথারই অর্থ বোঝে।’ - এ বিষয়ে তোমার মতামত প্রকাশ করো।

প্রকল্প : বিভিন্ন ধরনের পাখির ছবি সংগ্রহ করো ও তার বিষয়ে তথ্য লেখো।

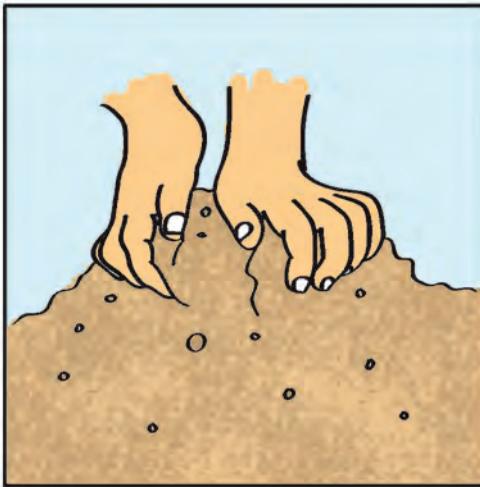


★ গাছ লাগানো পদ্ধতি

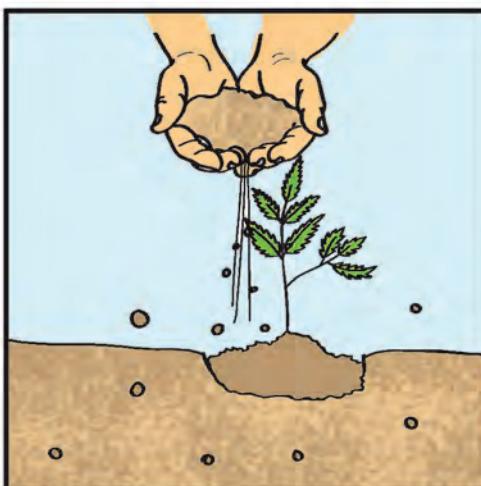
সামগ্রী :- কোদাল, গাছের চারা, গোবরসার, নেসর্গিক সার, জল, বাঁশ, খুঁটি ইত্যাদি।



প্রথমে কোদাল দিয়ে গর্ত খুঁড়ে মাটি পাশে রাখলাম।



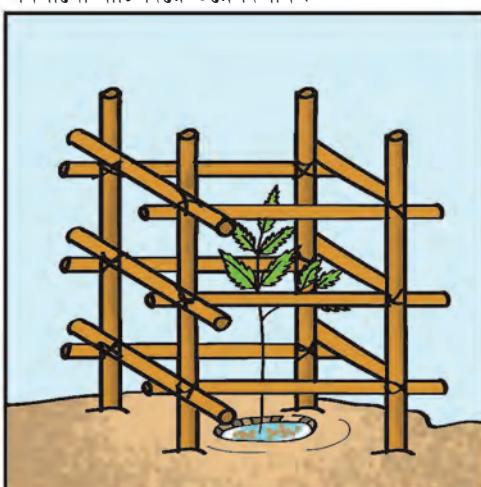
পাশে রাখা মাটিতে গোবরসার এবং অন্যান্য নেসর্গিক সার মিলিয়ে দিলাম।



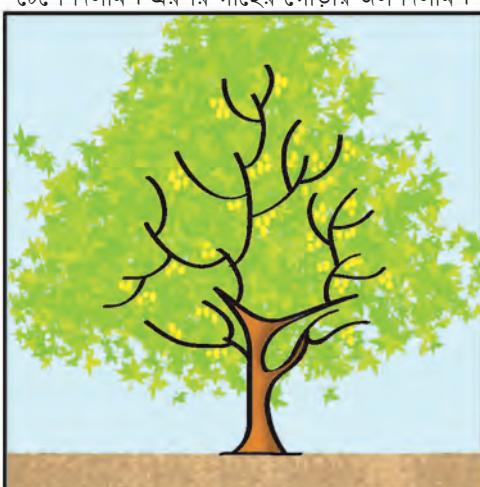
গর্তে চারা গাছ রেখে গর্তের খালি জায়গায় সার মিশানো মাটি দিয়ে ভরে দিলাম।



চারা গাছের গোড়ায় দেওয়া মাটিটা ভালো করে চেপে দিলাম। এরপর গাছের গোড়ায় জল দিলাম।



গাছেটিক বাঁশের খুঁটি দিয়ে ঘিরে দিলাম।



পরবর্তী কয়েক বছরে বড় গাছে পরিণত হল।

৫. মুক্তির মন্দির সোপানতলে

মোহিনী চৌধুরী

কবি পরিচিতি

কবি মোহিনী চৌধুরী ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯২০ সালে কোটালীগাড়া উপজেলা, গোপালগঞ্জ জেলায় (বর্তমান বাংলাদেশে) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ কলেজ থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন ও ওখান থেকেই আই.এস.সি পাশ করে বি.এস.সিতে ভর্তি হন। গানের প্রতি নেশায় বি এস সি. পরীক্ষা অসমাপ্ত রেখে গান লেখার সাথে যুক্ত হন। ২১ মে ১৯৮৭ সালে ৬৬ বছর বয়সে কলকাতায় তাঁর মৃত্যু হয়।

কবিতা প্রসঙ্গ

কবিতায় কবি মহান বিপ্লবীদের বলিদানের বর্ণনা করেছেন এবং স্বর্গের চেয়ে জন্মভূমিকে প্রিয় বলেছেন। কবিতার মাধ্যমে মৃত্যুজ্ঞীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। স্বদেশের জন্য বিপ্লবীদের আত্মবলিদানের কথা বলা হয়েছে।



মুক্তির মন্দির সোপানতলে

কত প্রাণ হলো বলিদান

লেখা আছে অশ্রুজলে

কত বিপ্লবী বন্ধুর রক্তে রাঙ্গা

বন্দিশালার ওই শিকল ভাঙ্গা,

তারা কি ফিরিবে আর সুপ্রভাতে,

যত তরং-অরং গেল অস্তাচলে ?





যারা স্বর্গগত তারা এখনো জানে স্বর্গের চেয়ে প্রিয় জন্মভূমি,
আজ স্বদেশব্রতে মহাদীক্ষা লভি সেই মৃত্যুঞ্জয়ীদের চরণ চুমি ।

যারা জীর্ণ জাতির বুকে জাগাল আশা,
মৌন মলিন মুখে জাগাল ভাষা,
আজ রক্তকমলে গাঁথা মাল্যখানি বিজয়লক্ষ্মী দেবে তাদের-ই গলে ॥



শব্দার্থ

সোপান - সিঁড়ি

অষ্টাচল - ডুবে যাওয়া

জীর্ণ - জরুরিত

বিপ্লবী - বিপ্লবকারী

মৃত্যুঞ্জয় - মৃত্যুকে জয় করেছেন যিনি

মৌন - নীরব ।

বলিদান - উৎসর্গ

অনুশীলনী

১) হক পূর্ণ করো ।



২) কবিতার লাইন পূর্ণ করো ।

মুক্তির সোপানতলে কত প্রাণ হলো

লেখা আছে

কত বন্ধুর রক্তে রাঙা ওই শিকল ভাঙা

তারা কি ফিরিবে আর

৩) এক বাকে উত্তর লেখো ।

- ক) অশ্রুজগে কীসের কথা লেখা হয়েছে ?
- খ) কবিতায় মালাখানি কী দিয়ে গাঁথার কথা বলা হয়েছে ?
- গ) স্বর্গের চেয়ে প্রিয় কী ?

৪) সংক্ষেপে উত্তর লেখো ।

- ক) কবিতায় কাদের কীভাবে অস্তাচলে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে ?
- খ) কারা কীভাবে জীর্ণ জাতির বুকে আশা জাগাল ?
- গ) কাদের মুখ মৌন মণিন ?

৫) কবিতা থেকে মিত্রাক্ষর শব্দের জোড়া খুঁজে লেখো ।

- ক)=..... খ)=.....
- গ)=..... ঘ)=.....

৬) বাক্য রচনা করো ।

- ক) বলিদান -.....
- খ) বিপ্লবী -.....
- গ) জগ্মতৃমি -.....
- ঘ) ভাষা -.....

৭) সঞ্চি বিচ্ছেদ করো ।

- ক) অশ্রুজগ =.....+..... খ) সুপ্রভাত =.....+.....
- গ) জগ্মতৃমি =.....+..... ঘ) রক্তকমল =.....+.....
- ঙ) বিজয়লক্ষ্মী=.....+..... চ) বন্দিশালা =.....+.....

৮) অভিমতমূলক প্রশ্ন :-

- ক) ‘‘বিপ্লবীদের সন্মান করা উচিৎ’’—এ বিষয়ে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো ।
- খ) ‘‘জগ্মতৃমির প্রতি প্রত্যেকের কর্তব্য আছে’’— এ বিষয়ে তোমার মতামত প্রকাশ করো ।



○ নীচে দেওয়া বাক্যগুলি পড়ো ও বোরো ।

১. লোকটি গরীব **কিন্তু** সৎ ।
২. **বাঃ** কি সুন্দর !
৩. তুমি **যদি** আসতে তাহলে খুব ভালো হতো ।
৪. তোমাকে **ছাড়া** এ কাজ সম্ভব নয় ।
৫. তুমি **কেন** আসনি ?

উপরে দেওয়া বাক্যের মধ্যে কিন্তু, বাঃ, যদি, ছাড়া, কেন, এই পদগুলির কোনোরূপ ব্যয় ও পরিবর্তন হয় না । তাই এই পদগুলিকে অব্যয় পদ বলা হয় । যেমন - অথবা, নতুবা, দিকে, থেকে, এবং, আর, কিংবা, কারণ, মতো, যেহেতু, কদাপি, কেননা ইত্যাদি ।

○ নীচে দেওয়া বাক্যে ব্যবহৃত অব্যয় পদগুলিকে গোল করো ।

- ক) রাম অথবা তুমি অবশ্যই আসবে ।
- খ) তুমি ওদিকে যেওনা ।
- গ) তোমার মতো আমার অন্য আর একজন বন্ধু আছে ।
- ঘ) যদু কিংবা মধুকে এই কাজটা করতেই হবে ।
- ঙ) বাঃ বেশ মজা ।
- চ) আমি আর মা মেলায় গিয়েছিলাম ।
- ছ) লোকটি আজ অফিসে যাবে, কেননা তার আজ মিটিং আছে ।
- জ) তুমি যাওয়ার সময় আমাকে নিয়ে যাবে, নতুবা আমি যেতে পারবো না ।
- ঝ) সীতা এবং গীতা দুজনেই ভালো গান গায় ।
- ঝঃ) কদাপি মিথ্যা কথা বলিবে না ।



৬. কার্তিক-গণেশ

লেখক পরিচিতি

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ ই সেপ্টেম্বর কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লহুলী জেলার অন্তর্গত দেবানন্দপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর কৈশোর প্রধানত মাতুলালয়ে কাটে। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রবেশিকা পাশ করেন। বহু গ্রন্থ ও উপন্যাস তিনি রচনা করেন। পল্লীসমাজ, বিরাজ বৌ, রামের সুমতি, পঙ্গিত মশাই তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী। তাঁর সম্পূর্ণ উপন্যাস ‘শ্রীকান্ত’ আজও সমান জনপ্রিয়। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী এই মহান লেখক পরলোকগমন করেন।

পাঠ প্রসঙ্গ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত ‘রামের সুমতি’ নামক উপন্যাস থেকে এই গদ্যাংশটি নেওয়া হয়েছে। রামদের পুরুণে দুটি রুই মাছ ছিল। তারা জলে খেলা করে বেড়াত। রাম এদের সম্বন্ধে অনেক গল্প করত। রামের বৌদি নারায়ণী মজা করে বলতেন যে তাঁর শ্রাদ্ধের সময় ওই দুটি কাজে লাগবে। পরে যখন জালে মাছ ধরা হল তখন রাম মাটিতে পড়ে হাত পা ছুড়তে লাগল।

সকালবেলা রাম আঁক কষিতেছিল। ভোলা আসিয়া চুপি চুপি খবর দিয়া গেল, দাঠাকুর, ভগা বাগদী তোমার কার্তিক-গণেশকে চাপবার জন্যে জাল এনেছে, দেখবে এস।

একটু বুকাইয়া বলি। বহুদিনের-পুরাতন গোটা-দুই খুব বড় গোছের ঝুঁটিমাছ ঘাটের কাছে সর্বদাই ঘুরিয়া বেড়াইত। মানুষজনকে সে দুটা আদৌ ভয় করিত না।

রাম বলিত, এরা তার পোষা মাছ এবং নাম দিয়াছিল কার্তিক-গণেশ। এ পাড়ায় এমন কেহ ছিল না, যে ব্যক্তি কার্তিক-গণেশের অসাধারণ রূপ-গুণের বিবরণ রামের কাছে শোনে নাই এবং তাহার

অনুরোধে একবার দেখিতে আসে নাই। কিয়ে তাদের বিশেষত্ব, তাহা কেবল সে-ই জানিত, এবং কে কার্তিক, কে গণেশ, শুধু সে-ই চিনিত। ভোলাও সব সময় ঠাহর করিতে পারিত না বলিয়া রামের কাছে কানমলা খাইত।

নারায়ণী হাসিয়া বলিতেন, রামের কার্তিক-গণেশ কাজে লাগবে আমার শ্রাদ্ধের সময়।

ভোলার খবরটা রামকে কিছুমাত্র বিচলিত করিল না। সে শ্লেষ্টের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, একবার চেপে মজা দেখুক না—জাল ছিঁড়ে তারা বেরিয়ে যাবে।

ভোলা কহিল, না দাঠাকুর, আমাদের



জাল নয়। ভগা জেলেদের মোটা জাল চেয়ে এনেছে—সে ছিঁড়বে না।

রাম শ্লেষ্ট রাখিয়া বলিল, চল তো দেখি।

পুকুর ধারে আসিয়া দেখিল তাহার কার্তিক-গণেশের বিরুদ্ধে সত্যই ষড়যন্ত্র চলিতেছে।

ভগা ঘাটের কাছে জলে কতকগুলো মুড়ি ভাসাইয়া দিয়া জাল উদ্যত করিয়া প্রস্তুত হইয়া আছে।

রাম আসিয়া তাহাকে একটা ধাক্কা মারিয়া বলিল, হতভাগা, মুড়ি দিয়ে আমার মাছ ডাক্চ।

ভগা কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, বড়বাবু হ্রকুম দিয়ে গেছেন। অন্য মাছ আর পাওয়া গেল না, দাঠাকুর।

রাম তাহার হাত হইতে জাল ছিনাইয়া টান মারিয়া ফেলিয়া বলিল, যা দূর হ! ভগা জাল তুলিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।

রাম ফিরিয়া আসিয়া পুনর্বার শ্লেষ্ট-পেঙ্গিল লইয়া বসিল। সে কাহারও উপর রাগ করিবে না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল।

দিগন্বরী আজ সকাল সকাল আঞ্চিক সারিয়া লইতেছিলেন। নেত্য আসিয়া খবর দিল, মাছ পাওয়া গেল না দিদিমা। ছোটবাবু ভগা বাগদীকে মেরে-ধরে হাঁকিয়ে দিয়েছেন। এই মাছ দুইটার উপর দিগন্বরীর দৃষ্টি ছিল। নিজের কোন একটা কাজে স্বহস্তে রাঁধিয়া সদ্ব্রান্তাগের পাতে দিয়া পুণ্য ও খ্যাতি অর্জন করিবার বাসনা অনেকদিন হইতে তিনি মনে পোষণ করিতেছিলেন। কাল জামাইয়ের মত লইয়া, অর্থাৎ কার্তিক গণেশ সম্পন্নে আভাসমাত্র না দিয়া জেলেদের মোটা জাল চাহিয়া আনাইয়া প্রজা ভগা বাগদীকে চার আনা বক্ষিস্ করুল করিয়া সমস্ত আয়োজন একরূপ সম্পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। আজ সকালেও সেই দুইটা প্রাণীকে ঘাটের কাছে ঘুরিতে ফিরিতে দেখিয়া আসিয়া নিশ্চিন্ত হষ্টচিত্তে জপে বসিয়াছেন। এমন সময় একরূপ দুঃসংবাদ তাঁহাকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করিয়া তুলিল। তাঁহার দাঁত কিডমিড করা অভ্যাস ছিল। তিনি অকস্মাৎ দাঁতে দাঁত ঘষিয়া, গলার মালাটা উঁচু করিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন

ওরে কি শত্রুর আমার ! কবে ছোঁড়া মরবে
যে, আমার হাড়ে বাতাস লাগবে । বাসীমুখে
এখনো জল দিইনি ঠাকুর ! যদি সত্যের
হও, যেন তে-রাত্তির না পোহায় ।

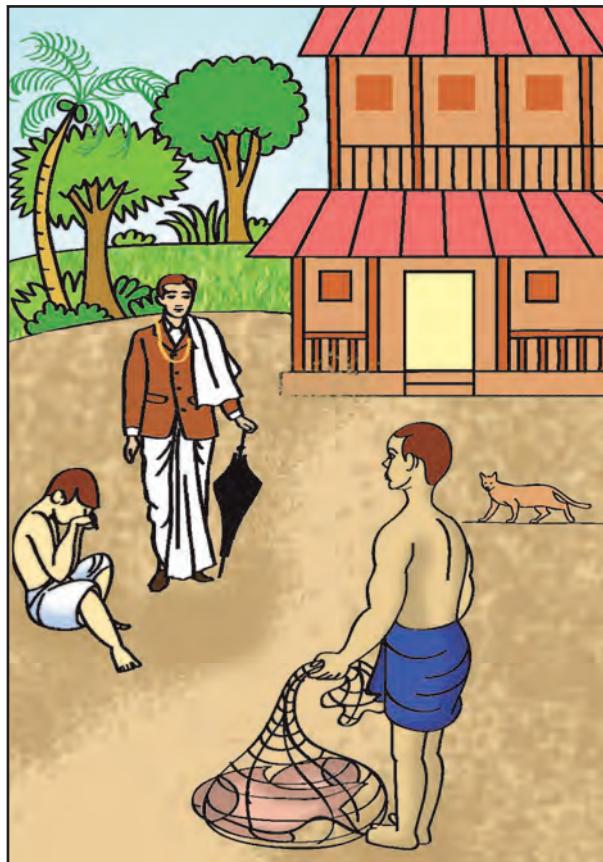
কাছে বসিয়া নারায়ণী তরকারি
কুটিতেছিলেন । তিনি বিদ্যুৎ বেগে উঠিয়া
দাঁড়াইয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন, ‘মা !’ শুনিয়াছি,
সন্তানের মুখে মাতৃ সম্মোধনের তুলনা নাই ।
নারায়ণীর মুখে মাতৃ-সম্মোধনের আজ
বোধকরি তুলনা ছিল না । ঐ এক অক্ষরে
ডাকে দিগন্বরীর বুকের রক্ত হিম হইয়া
গেল । কিন্তু নারায়ণীও আর কিছু বলিতে
পারিলেন না । দেখিতে দেখিতে তাহার দুই
গণ বাহিয়া টপ্টপ্ করিয়া জল বারিয়া
পড়িতে লাগিল । ক্ষণেক পরে চোখ মুছিয়া
যেখানে রাম পড়া তৈরী করিতেছিল,
সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন ।

কঠোর স্বরে প্রশ্ন করিলেন, তুই ভগা
বাগদিকে মেরে-ধরে হাঁকিয়ে দিয়েছিস ।

রাম চমকাইয়া শ্লেষ্ট হইতে মুখ তুলিয়া
এক মুহূর্ত তাহার মুখের পানে চাহিয়া
দেখিল এবং জবাব দিবার লেশমাত্র চেষ্টা
না করিয়া ওদিকের দরজা দিয়ে উর্ধ্বাসে
পলায়ন করিল ।

নারায়ণী ভিতরের কথা জানিতে
পারিলেন না, ফিরিয়া আসিয়া ভগা বাগদিকে
ডাকাইয়া আনিলেন এবং মাছ ধরিয়া
আনিতে হুকুম দিলেন ।

হুকুম পাইয়া ভগা জাল লইয়া গেল



এবং অবিলম্বে এক প্রকাণ্ড রঞ্জ ঘাড়ে করিয়া
আনিয়া ধড়াস করে উঠানের মাঝখানে
ফেলিয়া দিল ।

নারায়ণী রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া
মাছ দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন । শক্তি
হইয়া কহিলেন, ওরে একে ঘাটে ধরিসনি
তো ? এ রামের কার্তিক-গণেশ নয় তো ?

ভগা এত শীত্র এত বড় মাছ ধরিয়া
আনিতে পারিয়া বাহাদুরি করিয়া বলিল,
এজে হাঁ, মা ঠাকুরণ ; এ ঘেটো রঞ্জ—বড়
জবর রঞ্জ ।

দিগন্বরীকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া
বলিল, ও মা-ঠাকুরণ এনারেই ধন্তে বলে
দেছেন ।

নারায়ণী স্তন্তি হইয়া দাঁড়াইয়া

রহিলেন। ন্যূনকালী যদিও রামের উপর খুব সদয় নহে, তবুও মাছ দেখিয়া সে রাগিয়া উঠিল। দিগন্বরীকে বলিল, আচ্ছা দিদিমা পাড়ার লোকে জানে ছোটবাবুর কার্তিক গণেশের কথা। তুমি কি বলে এ মাছ ধরতে বলে দিলে ? দু-তিনটে পুরুরে কি আর মাছ ছিল না ? দশটা লোক খাবে তা একটা আধমণি মাছই বা কি হবে ? লুকিয়ে ফেল একে, কোথায় গেছে তিনটা এখনি এসে পড়বে।

দিগন্বরী মুখ ভার করিয়া বলিলেন, জানি না বাপু অতশত। একটা মাছ.... সাত গুঁষ্টি মিলে কি করছে দেখ না। একে লুকিয়ে ফেলবি, বামুন খাবে না ?

নেত্য বলিল, তোমার বামুন খাবে দুটো আড়ইটের সময়। তের সময় আছে। ছোটবাবু ইঙ্কুল যাক, না হলে আজ আর কেউ বাঁচবে না। ও মা ! ভোলা এই যে দাঁড়িয়েছিল, সে গেল কোথায় ? সে বুঝি খবর দিতে ছুটেছে। যা হয় কর মা, আর দাঁড়িয়ে থেকো না।

ভগা চার আনা পয়সার লোতে জাল চাহিয়া আনিয়াছিল, ব্যাপার দেখিয়া-নগদ আদায়ের আশা ছাড়িয়া জাল লইয়া প্রস্তান

করিল।

প্রয়োজন হইলে, কখন কোন স্থানে রামকে পাওয়া যাইবে, ভোলা তাহা জানিত। সে ছুটিয়া গিয়া বাগানের উত্তর-ধারের পিয়ারাতলায় আসিয়া উপস্থিত হইল। রাম একটা ডালের ওপর বসিয়া পা ঝুলাইয়া পিয়ারা চিবাইতেছিল, ভোলা হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, দেখবে এস দাঠাকুর, ভগা তোমার কার্তিককে মেরেচে।

রাম চিবানো বন্ধ করিয়া বলিল, যা:-

সত্যি দাঠাকুর। মা হ্রকুম দিয়ে ধরিয়েচে, এখন উঠোনে পড়ে আছে। দেখবে চল।

রাম ঝুপ করিয়া লাফাইয়া পড়িয়া দৌড়িল এবং ঝাড়ের বেগে ছুটিয়া আসিয়া উঠোনের মাঝখানে একবার থমকে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, ওগো এই ত আমার গণেশ। বৌদি, তুমি হ্রকুম দিয়ে আমার গণেশকে ধরালে। বলিয়াই মাটির উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া কাটাছাগলের মতো সে পা ছুঁড়িতে লাগিল। শোকটা যে তাহার কিরণ সত্য, কিরণ দুর্দম, সে বিষয়ে দিগন্বরীরও বোধকরি সংশয় রহিল না।

(সংক্ষেপিত)



হস্তচিত্তে - আনন্দের সহিত। স্বহস্তে - নিজের হাতে

তেরান্তির - তিন রাত্রি

দুর্দম - দুর্দান্ত

বিবরণ - ব্রহ্মাণ্ড

হিতাহিত - ভালমন্দ

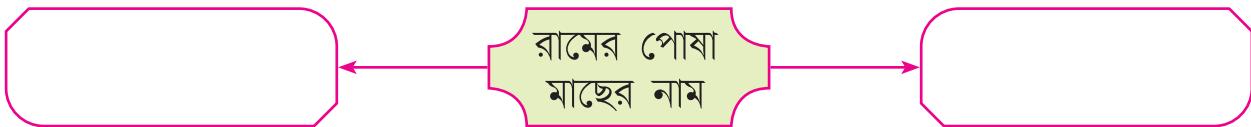
বিচলিত - চঞ্চল

বিশেষত্ব - বৈশিষ্ট্য

বকশিস - পুরস্কার

হ্রকুম - আদেশ

୧) ହକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୋ ।



୨) ସଥିକ ଶବ୍ଦ ବେଳେ ଶୂନ୍ୟହାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୋ ।

କ) ସକାଳ ବେଲାଯ ରାମ କଷଛିଲ ।

(ଇଂରେଜୀ, ଆଁକ, ଜ୍ୟାମିତି)

ଖ) କାଜେ ଲାଗବେ ଆମାର ସମୟ ।

(ଦେଖାର, ମରାର, ଶ୍ରାଦ୍ଧେର)

ଗ) ଜାଲ ତୁଳିଯା ଆପ୍ତେ ଆପ୍ତେ ଚଲିଯା ଗେଲ ।

(ଭଗା, ଭୋଲା, ନୃତ୍ୟକାଳି)

ଘ) ରାମ ଏକଟା ଡାଲେର ଓପର ବସିଯା ପା ଝୁଲାଇଯା ଚିବାଇତେଛିଲ ।

(ଆମଲକି, ପିଯାରା, ଆଖ)

୩) ଏକ ବାକେ ଉତ୍ତର ଲେଖୋ ।

କ) କେ ରାମେର କାଛେ କାନମଳା ଖେତ ?

ଖ) ନାରାୟଣୀ ହେସେ କି ବଲତେନ ?

ଗ) କୀସେର ଲୋଭେ ଭଗା ଜାଲ ଏନେଛିଲ ?

ଘ) ଦିଗନ୍ଧରୀର ଦୃଷ୍ଟି କାର ଉପର ଛିଲ ?

୪) ସଂକ୍ଷେପେ ଉତ୍ତର ଲେଖୋ ।

କ) ପୁକୁରଧାରେ ଗିଯେ ରାମ କୀ ଦେଖିଲ ?

ଖ) କାର୍ତ୍ତିକ-ଗନେଶେର ପରିଚୟ ଦାଓ ।

ଗ) ରାମ କେନ ପା ଛୁଡ଼ିତେ ଲାଗଲ ?

ଘ) ଭଗାକେ ଘାଟେର ଜଳେ ମୁଡ଼ି ଦିତେ ଦେଖେ ରାମ କୀ କରଲ ?

୫) କାରଣ ଲେଖୋ ।

କ) ରାମ ଭଗାକେ ତାଡ଼ିଯେ ଦିଯେଛିଲ ।

ଖ) ଭୋଲା ରାମେର କାଛେ କାନମଳା ଖେତ ।

গ) নারায়ণী মাছ দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন।

৬) কে কাকে বলেছে তা লেখো।

- ক) ‘না দাঁঠাকুর, আমাদের জাল নয়।’
খ) হতভাগা, মুড়ি দিয়ে আমার মাছ ডাকচ।’
গ) ‘ওরে একে ঘাটে ধরিসনি তো ?’
ঘ) ‘তুমি কি বলে এ মাছ ধরতে বলে দিলে ?’

৭) শব্দ ভাগার -

ক) নীচের শব্দের অর্থগুলি গদ্যাংশ থেকে খুঁজে লেখো।

- ক) অঙ্ক - খ) দুর্দান্ত -
গ) ভীত - ঘ) পিপাসা -

খ) নীচের শব্দের বিপরীত শব্দগুলি গদ্যাংশ থেকে খুঁজে লেখো।

- ক) অনভ্যাস X খ) নৃতন X
গ) বুনো X ঘ) দক্ষিণ X

গ) লিঙ্গ পরিবর্তন করো।

- ক) ব্রাহ্মণী - খ) দাদু -
গ) জেলেনী - ঘ) দাদা -

ঘ) নীচের শব্দগুলি বিশেষ থেকে বিশেষণ বা বিশেষণ থেকে বিশেষ পদে পরিবর্তন করো। (পদ পরিবর্তন করো)

- ক) ব্যক্তি - খ) শক্তা -
গ) বিশেষত্ব - ঘ) ভয় -

৮) অভিমতমূলক প্রশ্ন :

‘বন্য পশুপাখি পোষা ভালো নয়।’—এ বিষয়ে তোমার মত প্রকাশ করো।



৭. পালোয়ান

সুকুমার রায়

কবি পরিচিতি

সুকুমার রায় (জন্ম ৩০ অক্টোবর ১৮৮৭ - মৃত্যু ১০ সেপ্টেম্বর ১৯২৩) ছিলেন একজন বাঙালি জনপ্রিয় শিশুসাহিত্যিক ও ভারতীয় সাহিত্যে ‘ননসেন্স ছড়া’র প্রবর্তক। তিনি একাধারে লেখক, ছড়াকার, রম্য রচনাকার, প্রাবন্ধিক শিশু সাহিত্যিক, নাট্যকার ও সম্পাদক। তাঁর লেখা কবিতার বই—‘আবোল তাবোল’, গল্ল-হ-য-ব-র-ল, গল্ল সংকলন-পাগলা দাণ্ড এবং নাটক চলচ্চিত্রচতুরী বিশ্বসাহিত্যে সর্বযুগের সেরা ‘ননসেন্স’ ধরনের ব্যঙ্গাত্মক শিশুসাহিত্যের অন্যতম বলে মনে করা হয়।

কবিতা প্রসঙ্গ

সুকুমার রায়ের লেখা ‘আবোল-তাবোল’ নামক কবিতার বই থেকে প্রস্তুত কবিতা ‘পালোয়ান’ নেওয়া হয়েছে। এই করিতায় পালোয়ানের নিত্য নৈমিত্তিক কর্মগুলি ব্যঙ্গাত্মকভাবে বর্ণনা করেছেন।



খেলার ছলে ষষ্ঠীচরণ হাতি লোফে ঘখন-তখন,
দেহের ওজন উনিশটি মণ, শক্ত যেন লোহার গঠন।
একদিন এক গুণ্ডা তাকে বাঁশ লাগিয়ে মারলো বেগে—
ভাঙলো সে বাঁশ শোলার মতো মট ক'রে তাঁর কনুই লেগে
এই তো সেদিন রাস্তা দিয়ে চলতে গিয়ে দৈববশে,
উপর থেকে প্রকাণ্ড ইট পড়লো তাহার মাথায় খ'সে।
মুণ্ডতে তার যেমনি ঠোকা অম্বনি সে-ইট এক নিমেষে
গুড়িয়ে হ'লো ধুলোর মতো, ষষ্ঠী চলে মুচকি হেসে।

ষষ্ঠী যখন ধরক হাঁকে কাঁপতে থাকে দালান বাড়ি,
 ফুঁয়ের জোরে পথের মোড়ে উল্টে পড়ে গোরুর গাড়ি ।
 ধূমসো কাঠের তক্কা ছেঁড়ে মোচড় মেরে মুহূর্তেকে,
 একশো জালা জল তালে রোজ স্নানের সময় পুকুর থেকে ।
 সকাল বেলায় জলপানি তার তিনটি ধামা পেস্তা মেওয়া,
 সঙ্গে তারি চৌদ হাড়ি দৈ কি মালাই মুড়কি দেওয়া ।
 দুপুর হ'লে খাবার আসে কাতার দিয়ে ডেক্চি ভ'রে,
 বরফ-দেওয়া উনিশ কুঁজো শরবতে তার তৃষ্ণা হরে ।
 বিকালবেলা খায় না কিছু গুণা দশেক মণ্ডা ছাড়া,
 সন্ধ্যা হ'লে লাগায় তেড়ে দিস্তা দিস্তা লুচির তাড়া ।
 রাত্রে সে তার হাত-পা টেপায়, দশটি চেলা মজুত থাকে,
 দুম্দুমাদুম সবাই মিলে মুগ্ধর দিয়ে পেটায় তাকে ।
 বললে বেশি ভাববে শেষে এসব কথা বানিয়ে বলা—
 দেখবে যদি আপন চোখে, যাও না কেন বেনিয়াটোলা ।

শব্দার্থ

লোফা - মাটিতে পড়ার আগেই লাফ দিয়ে ধরা ।

মণ - ওজনের একক (চল্লিশ সের)

মুড়কি - গুড় বা চিনি মাখানো খই

মণ্ডা - একপ্রকারের সন্দেশ

মুগুর - কাঠ বা লোহার গদা বিশেষ ।

জালা - মটকা

ধরক - হংকার

কুঁজো - মুখসরু জলপাত্র

দিস্তা - চরিশটির গোছা

দৈব বশে - ভাগ্যক্রমে

অনুশীলনী

১) কবিতার লাইন পূর্ণ করো ।

- ক) দেহের ওজন উনিশটি মণ ।
- খ) উপর থেকে প্রকাণ্ড ইট ।

গ) ফুঁয়ের জোরে পথের মোড়ে।

ঘ) দেখবে যদি আপন চোখে।

২) ছক পূর্ণ করো।

ক)



খ)



৩) এক বাক্যে উত্তর লেখো।

ক) ষষ্ঠিচরণের দেহের ওজন কত ?

খ) ষষ্ঠিচরণ রোজ স্নানের সময় কী করত ?

গ) ধূলোর মত কি গুড়িয়ে গেল ?

ঘ) সন্ধ্যা হলে ষষ্ঠিচরণ কী করে ?

৪) সংক্ষেপে উত্তর লেখো।

ক) পালোয়ান কবিতায় ষষ্ঠিচরণ কী-কী করে ?

খ) পালোয়ান কখন কী খায় তা লেখো।

গ) ষষ্ঠিচরণের সম্বন্ধে যে কথাগুলি দেওয়া হয়েছে সেগুলি কি তোমার সত্য বলে মনে হয় ? কেন তা লেখো।

৫) কবিতা থেকে মিত্রাক্ষর শব্দের জোড়া খুঁজে লেখো।

ক) খ)

গ) ঘ)

৬) বাক্য রচনা করো।

ক) মুচকি -.....

খ) গঠন -

গ) কাতার -

৭) নীচের শব্দের অর্থগুলি কবিতা থেকে খুঁজে লেখো।

ক) নাস্তা - খ) শুকনো ফল -

গ) পিপাসা - ঘ) কৌশল -

৮) নীচের সমোচ্চারিত শব্দের অর্থ লেখো।

ক) মন - মণ -

খ) তারা - তাড়া -

গ) জালা - জালা -

৯) শব্দবুড়ি থেকে বিপরীত শব্দের জোড়া খুঁজে লেখো।

ক)



খ)

গ)

ঘ)

১০) অভিমতমূলক প্রশ্ন / ব্যক্তিগত প্রশ্ন :

ক) “পালোয়ান হতে গেলে অনেক পরিমাণে ভালো খাবার খেতে হ্য।”

— এ বিষয়ে তোমার মতামত ব্যক্ত করো।

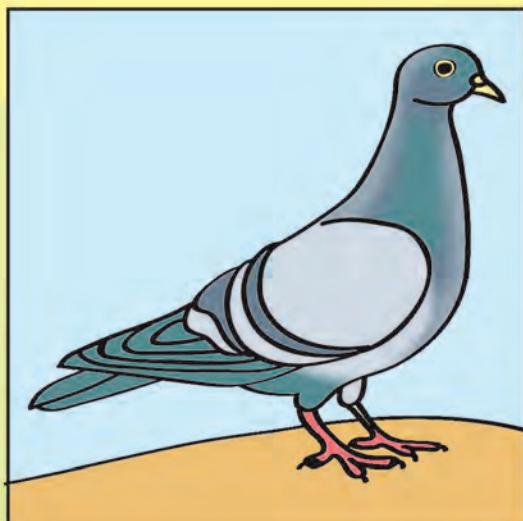
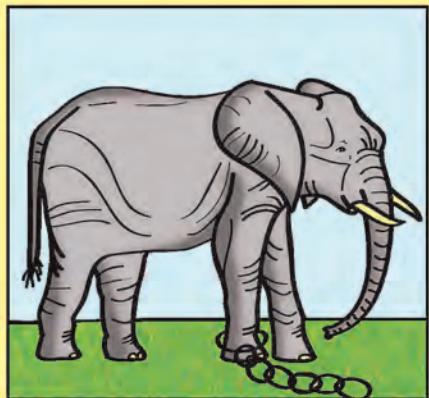
প্রকল্প : বিশ্ববিদ্যালয় যেকোন দশজন খেলোয়াড়দের ছবি সংগ্রহ করো এবং তাঁদের জীবনী সম্পর্কে ভূমিকা প্রস্তুত করো।



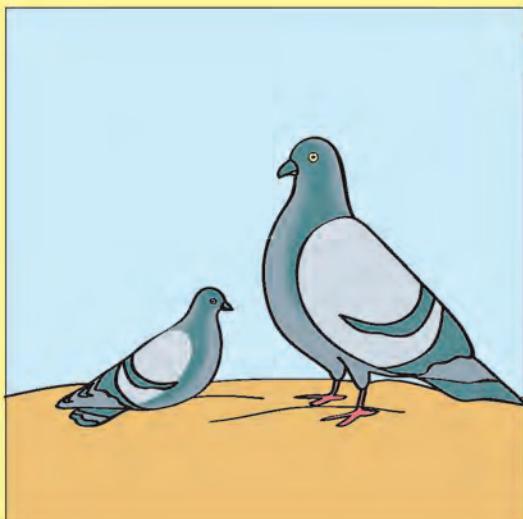
৮. চিত্রগ্রীব

ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়

আমার এক বন্ধুর নাম ছিল ‘করী’—সে
একটি হাতি।



তার বাপ ছিল এক গেরোবাজ।



অপর বন্ধুর নাম ছিল ‘চিত্রগ্রীব’—সে
একটি পায়রা। চিত্রিত বা রঙিন গ্রীবা যার,
তাকেই বলে চিত্রগ্রীব।

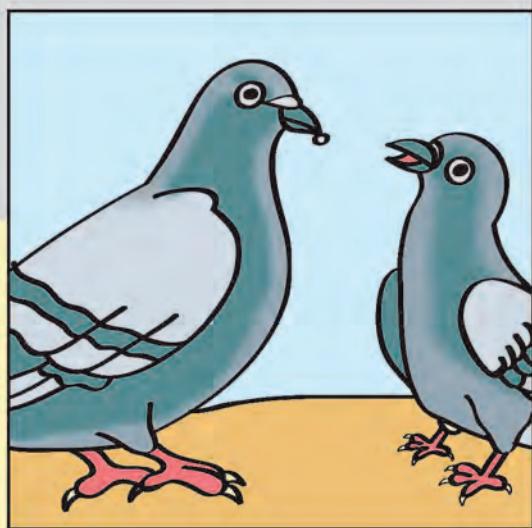


সে বিয়ে করেছিল এক সেরা সুন্দরী হরকরা
বংশের পায়রাকে।

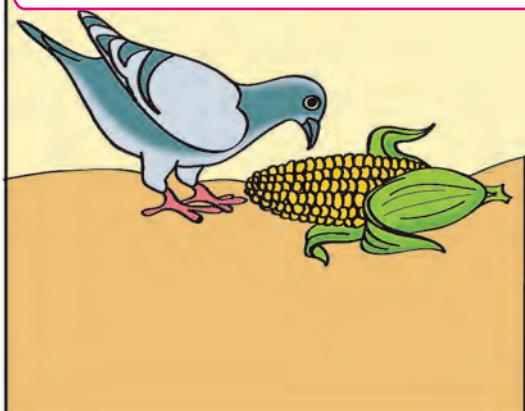
পাখির জগতে দুটি মধুর দৃশ্য আছে। প্রথম—মা যখন ডিম ভেঙে তার বাচ্চাকে প্রকাশ করে; দ্বিতীয়—যখন সে তাকে ডানা দিয়ে জড়িয়ে থাকে আর ঠোঁটে ঠোঁট দিয়ে খাওয়ায়।



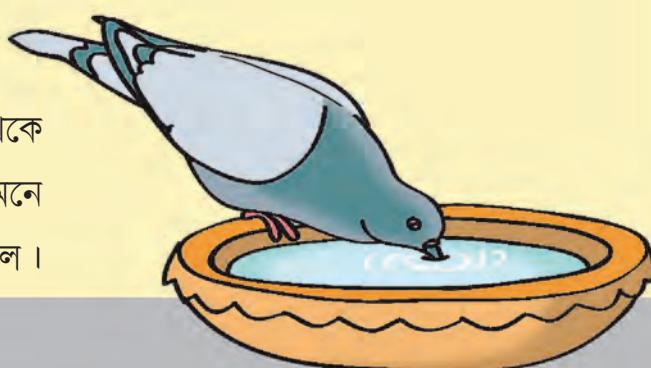
বেশ মনে পড়ে, জম্মের দ্বিতীয় দিন থেকে যখনই বাপ-মার মধ্যে একজন কেউ খোপের মধ্যে উড়ে আসত, তখন কেমন করে বাচ্চার ঠোঁট দুখানা আপনা আপনি ফাঁক হয়ে যেত আর তার লাল-টুকুকে দেহ হাপরের মতো ফেঁপে ফুলে উঠত।



মানুষের শিশুকে কোলে-পিঠে নিয়ে আদর করলে যা ফল, বাপ-মায়ের পাখার বেষ্টনে চিত্রগ্রীবেরও তাই হয়েছিল। অসহায় শিশু এর দ্বারা গরমে থাকে, আরাম পায়।



তখন বাপ কিংবা মা তার হাঁ-র মধ্যে নিজের ঠোঁট পুরে দিয়ে দুধ ঢেলে দিত।
তাদের খাওয়া ভুট্টা বীজ সেই দুধে পরিণত হয়েছে।



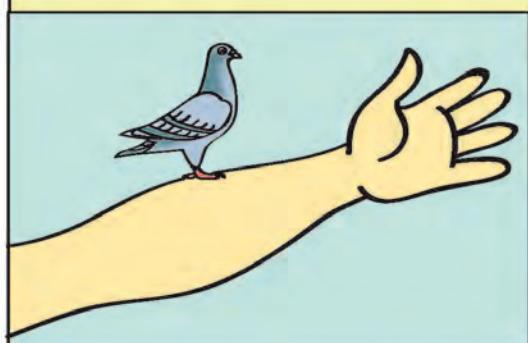
হপ্তা (সপ্তাহ) পাঁচেক বয়সে সে খোপ থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে বার হয়ে খোপের সামনে জলের মালসা থেকে জল খেতে আরম্ভ করলে।

এরপর দু'হাতা বাদে চিত্রগ্রীব ওড়ার শিক্ষা পেল। পাখি হয়ে জগালেও সে শিক্ষা খুব সহজ হয়নি।

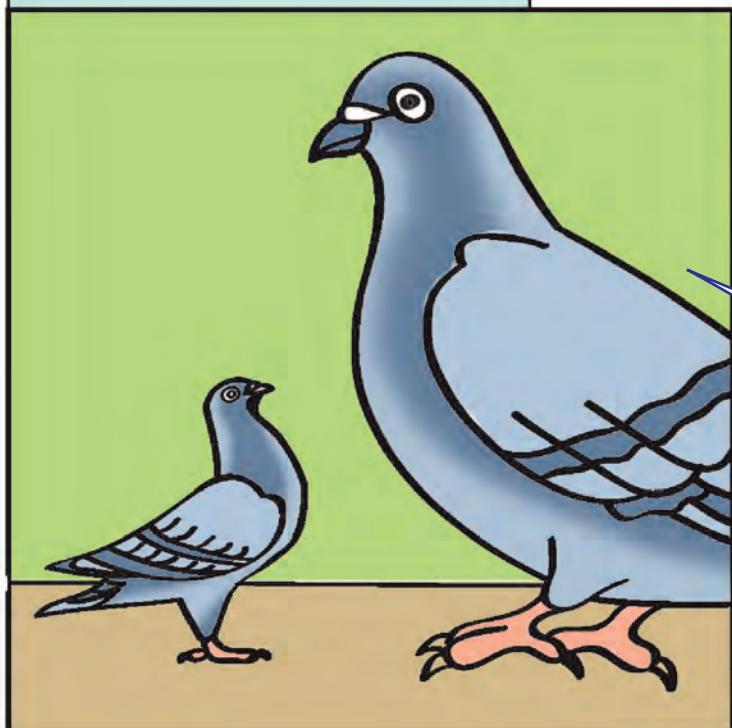
প্রথম শিক্ষা দেবে তার বাপ-মা—আমিও সাধ্যমত শেখাতে লাগলুম।

প্রতিদিন কয়েক মিনিটের জন্য আমি তাকে কবজির উপর বসাই।

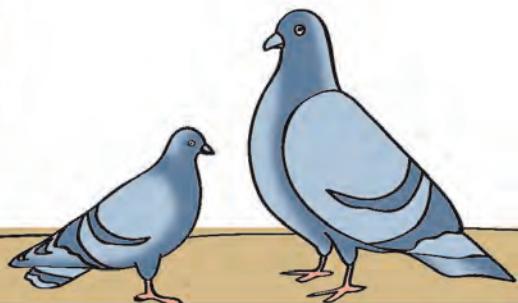
তারপর হাতখানা অনেকবার উপর নীচে করে দোলাতে থাকি। সেই অস্ত্রির দাঁড়ের উপর আপনাকে স্থির রাখবার চেষ্টায় তাকে ঘনঘন ডানা খুলতে ও বন্ধ করতে হয়।



এতে তার
উপকার হয়,
কিন্তু আমার
শিক্ষা ওখানেই
শেষ।

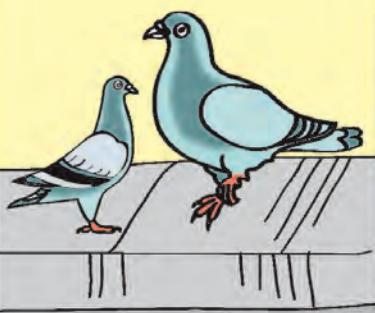


যাই হোক, জ্যৈষ্ঠ মাস শেষ
হবার অনেক দিন আগেই
তার বাপ ছেলের শিক্ষার
ভার নিলে।

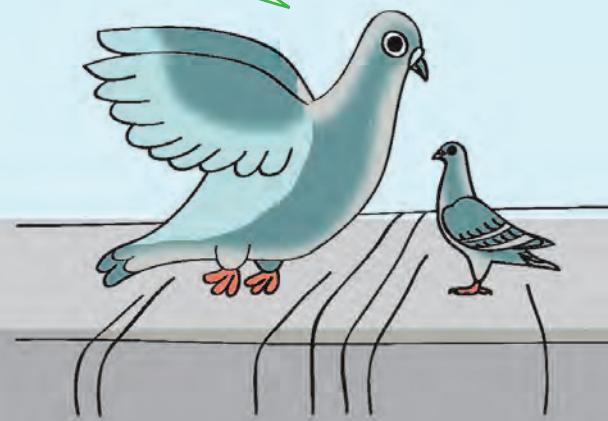


বেলা প্রায় তিনটের সময় চিত্রগ্রীব ছাতের
পাকা পাঁচিলের উপর রোদ পোহাচ্ছিল।

দেখে বাপের অসহ্য বোধ
হলো, সে পায়রার ভাষায়
বক বক কুম করে ছেলেকে
ভর্সনা করতে লাগল।



বকুনি এড়াবার জন্য চিত্রগ্রীব যতই সরে বসে,
বাপও ততই এগিয়ে যায় ডানার ঝাপট দিয়ে
- বক-বকানিও থামে না।



চিত্রগ্রীব কেবলই সরে সরে
বসতে লাগল, বুড়ো কিন্তু
তাতে নিরস্ত হলো না, সে-ও তার সঙ্গে লেগেই রইল,
বকুনির মাত্রাও বেড়ে গেল। ছেলেকে ঠেলতে ঠেলতে



পাঁচিলের শেষ প্রান্তে এমন
জায়গায় উপস্থিত করলে যে
উপর থেকে গড়িয়ে পড়া ছাড়া
তার আর কোনো
উপায় রইল না।

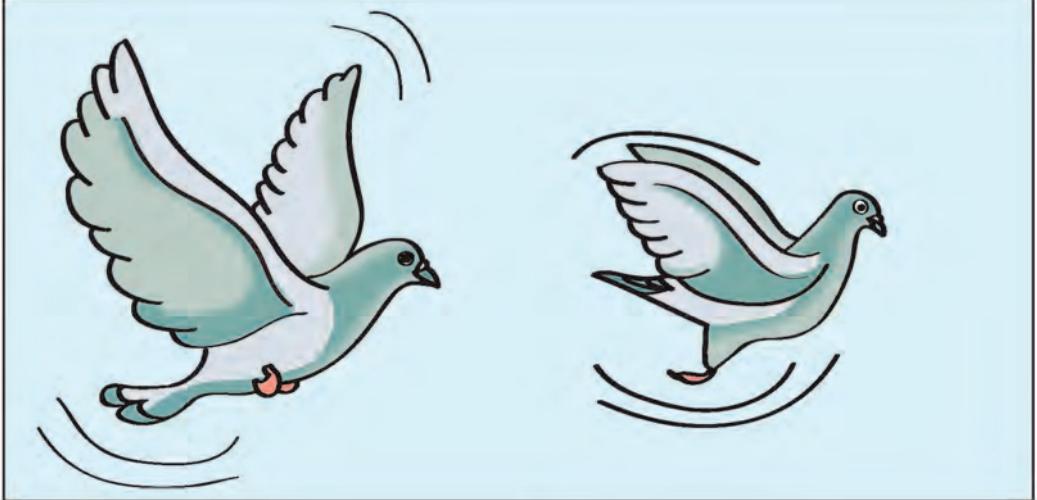


চিত্রগ্রীবের পা ফসকে গেল, আধ ফুট
পড়তে না পড়তেই সে তার ডানা মেলে
উড়তে শুরু করলে।

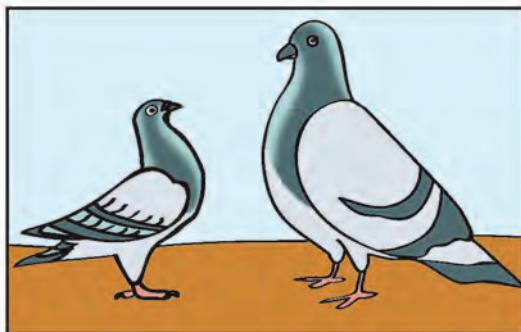
সকলের পক্ষেই কী আনন্দের কথা।



তার মা নীচে জলে ডুব দিয়ে
বৈকালের প্রসাধন সম্পন্ন
করছিল...



ব্যাপার দেখে সিঁড়ি দিয়ে
উঠে এসে ছেলের সঙ্গে
উড়তে শুরু করল।
ছাতের উপর অন্তত
মিনিট দশক চক্রাকারে
উড়ে তারা নেমে এল।



তার মা এগিয়ে গিয়ে
তার গা ঘেঁষে দাঁড়াল...
কাজ ঠিক মতো সম্পাদ
হয়েছে বুঝে চিত্রগীবের
বাপ তৃপ্তি মনে স্নান
করতে নেমে গেল।



৯. কম্পিউটারের কেরামতি

পাঠ প্রসঙ্গ

সংকলিত

কম্পিউটার আজকের আধুনিক জীবনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু। আলোচ পাঠ্যে কম্পিউটারের কাজ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেওয়া হয়েছে। কম্পিউটারের বিভিন্ন যন্ত্রাংশের কাজ সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে। কম্পিউটারের কাজের দু-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে।

আমার ডাক নাম সুমি। কেউ বা ডাকে মিতা। আমার পুরো নাম কী—সেটা কি বলতে পারবে কম্পিউটার ?

— সুমিতা রায়।

— ঠিক। আচ্ছা বলো তো, কম্পিউটার, আমার বয়স কত হল আজ ?

— ৯ বছর ৩ মাস ১ দিন ১২ ঘণ্টা। আমি কোন ক্লাসে পড়ি বলো তো ?

— ক্লাস ফাইভ।

সুমির প্রশ্নের উত্তর কেউ মুখে বলছে না। ধ্রুবকাকু কম্পিউটারের সামনে বসে টকাটক বোর্ডের বোতাম টিপছেন আর সামনে টিভির মতো কম্পিউটারের পর্দায় লেখা হয়ে যাচ্ছে। কাকু অবশ্য....

ইঁদুরমুখো একটা যন্ত্র হাত দিয়ে এদিক-ওদিক করছেন। সুমির চক্ষু তো চড়কগাছ। এটা কি সবজাতা যন্ত্র নাকি ? যা জানতে চাই সব চটপট বলে দিচ্ছে।

কাকু হেসে বললেন - তা একে গণকযন্ত্র বলতে পারিস। কম্পিউটারের কেরামতিটা কেমন তা একবার দেখ। এবার



যন্ত্রটার কাজ তোকে বুঝিয়ে দিচ্ছি, শোন।

এই যে টিভির মতো দেখছিস, এটা হল মনিটর। মানুষ মুখ দিয়ে বলে, হাত দিয়ে কাগজে লিখে প্রকাশ করে। আর কম্পিউটারে তার মনিটরের পর্দায় দেখায়।

আর এই যে খুদে খাড়া বাঞ্ছের মতো জিনিসটা, এটা হল সি পি ইউ। এটার কী কাজ ?

মানুষের যেমন মগজ, কম্পিউটারের তেমনি সি পি ইউ। মগজের নির্দেশে শরীরের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাজ করে,

সি পি ইউ-র নির্দেশে সব কথা মনিটরে
দেখিয়ে দেয়। — এটা কী কাকু?

এটার নাম কি-বোর্ড। এই দেখ,
এই বোর্ডে অনেক বোতাম। প্রত্যেকটাতে
আছে নানান অক্ষর আর সংকেতচিহ্ন।
এগুলো টিপে টিপে তথ্য পাঠানো হয় সি
পি ইউতে। আবার এগুলো টিপেই জানতে
চাওয়া হয় উত্তর ও ফলাফল।

— আচ্ছা কাকু, আমার সম্বন্ধে এত
কথা কম্পিউটার ঠিক ঠিক বলতে পারল
কী করে? তুমি কি আমার সম্বন্ধে তথ্যগুলো
কম্পিউটারে পাঠিয়েছিলে?

— হ্যাঁরে। তোর সম্বন্ধে অনেক
ডেটা বা তথ্য বোতাম টিপে পাঠিয়েছিলাম
সি পি ইউতে।

— সেগুলো সি পি ইউ মনে রেখে
দিয়েছে?

— হ্যাঁ। তারপর তুই যখন জানতে
চাইলি, আমি কি-বোর্ডের বোতাম টিপলাম।
সি পি ইউ মনিটরের পর্দায় সব জানিয়ে
দিল।

— সব কথাই সি পি ইউ তার
স্মৃতিতে ধরে রাখে?

— সি পি ইউ-র দুটি ভাগ। একটিতে
সে জমা রাখে তথ্য। আর একটি কেবল
উত্তর ও ফলাফলটা জানিয়ে দেয়। জমা
রাখার অংশের নাম রম, জানাবার অংশের
নাম র্যাম।

— বাঃ। একেবারে রমরমা ব্যাপার
দেখছি।

— রমকে দেওয়া তথ্য বদল করা
যাবে না। কম্পিউটার বন্ধ করলেও রম
তার মগজে সব জমা রেখে দেয়। র্যাম
কোনো কিছুই জমা রাখে না। কম্পিউটার
বন্ধ করলে র্যাম-এর সব কিছু মুছে যায়।

এই হচ্ছে ইঁরুমুখো মার্টস। একে
এদিক ওদিক সরিয়ে সব ঠিকঠাক করা হয়
পর্দার লেখা।

— এগুলো কী কাকু? ওই প্লাস্টিকের
চাকতিগুলো?

— দাঁড়া, দেখাচ্ছি।

কাকু একটা ডিস্ক-চাকতি বা সি ডি
যন্ত্রে ঢুকিয়ে দিলেন। আর অমনি তাজব
কাণ! বঙ্গোপসাগর। বড়ো বড়ো টেক্ট।
তার মোহানা। মোহানার কাছে দ্বীপ।
সুন্দরবন। আরেঝাস! বাঘ! সুন্দরবনের
রয়েল বেঙ্গল টাইগার।

এবার আরও সাংঘতিক ব্যাপার।

ওরা কে? কী অঙ্গুত পোশাক!

পর্বতারোহী। হিমালয়ের গা বেয়ে
উঠছেন।

ওই তো হিমালয়ের চুড়ো। ওঁরা উঠে
গেছেন। তেনজিং নোরগে আর এডমন্ড
হিলারি।

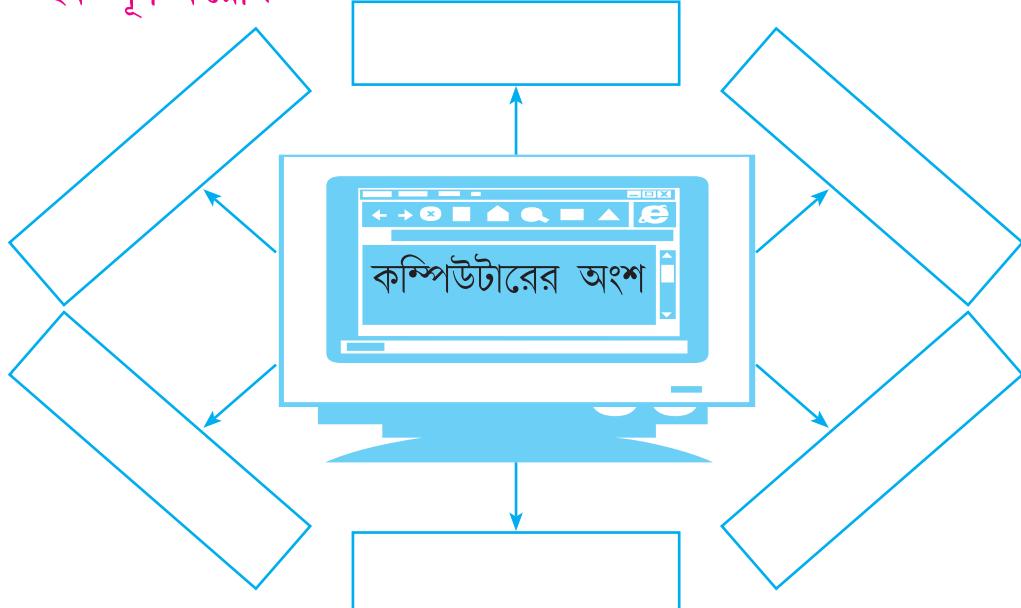
হিমালয়ের চুড়ায় উড়ছে ভারতের
জাতীয় পতাকা। কাকু, কী দারুণ তোমার
কম্পিউটারের কেরামতি।

ইদুঁরমুখো - ইদুঁরের মতো মুখ
 তাজ্জব - অবাক
 স্মৃতি - মনে রাখা, স্মরণ
 সবজঙ্গা - সব জানে যে
 মোহানা - সাগরও নদীর মিলন
 মগজ - মস্তিষ্ক

পর্বতারোহী - পর্বতে ওঠে যে
 রমরমা - সমন্বয় অবস্থা, জাকজমকপূর্ণ অবস্থা
 সংকেত - ইশারা
 কেরামতি - ক্ষমতা, বাহাদুরি
 তথ্য - ঠিক খবর
 চক্ষু চড়কগাছ - ভারী অবাক।

অনুশীলনী

১) ছক পূর্ণ করো।



২) সঠিক শব্দ বেছে নিয়ে শুন্যস্থান পূর্ণ করো।

ক) ইঁদুরমুখো যন্ত্রটাকে বলে।

(মনিটর / কি-বোর্ড / মাউস)

খ) খুদে খাড়া বাস্তৱের মতো জিনিসটাকে বলা হয়।

(মনিটর / সি পি ইউ / মাউস)

গ) টিভির মতো দেখা যায় সেটাকে বলে।

(সি পি ইউ / কি বোর্ড / মনিটর)

ঘ) একটি বোর্ড, তাতে অনেক বোতাম আছে তাকে বলে |

(মাউস / কি-বোর্ড / সি পি ইউ)

৩) **কে কাকে বলেছে।**

ক) ‘তা একে গণকযন্ত্র বলতে পারিস।’

খ) ‘আচ্ছা কাকু আমার সম্বন্ধে এত কথা কম্পিউটার ঠিক-ঠিক বলতে পারল
কী করে?’

গ) ‘এই হচ্ছে ইঁদুরমুখো মাউস। একে এদিক ওদিক সরিয়ে সব ঠিকঠাক করা
হয় পদ্দারি লেখা।’

৪) **এক বাক্যে উত্তর লেখো।**

ক) মনিটরের কাজ কী?

খ) সি পি ইউর সঙ্গে কীসের তুলনা করা হয়েছে ?

গ) তথ্য আর সংকেত পাঠানো হয় কীসের সাহায্যে ?

ঘ) প্লাস্টিক চাকতিটির নাম কী?

৫) **সংক্ষেপে উত্তর লেখো।**

ক) রম ও র্যাম—এর মধ্যে পার্থক্য কী?

খ) কম্পিউটারের সি পি ইউ-র কাজ কী?

গ) সি পি ইউ-র কয়টি ভাগ ? নাম উল্লেখ করে তার কাজ কী তা লেখো।

৬) **নীচের শব্দগুলির অর্থ গদ্যাংশ থেকে খুঁজে লেখো।**

ক) আদেশ - খ) ভাগ -

গ) প্রকটন - ঘ) মারাত্মক -

৭) **নীচের দেওয়া শব্দগুলির বিপরীত শব্দ লেখো।**

ক) দিন X খ) সামনে X

গ) তোমার X ঘ) উত্তর X

৮) **অভিমতমূলক / ব্যক্তিগত প্রশ্ন :-**

কম্পিউটার আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটি অংস- এ বিষয়ে তুমি যা বোকা
তা লেখো।



১০. বঙ্গভাষা

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

কবি পরিচিতি

মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত : জন্ম ২৫ জানুয়ারী ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে, মৃত্যু ২৯ জুন ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে। উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালী কবি ও নাট্যকার, প্রহসন রচয়িতা। তাকে বাংলার নবজাগরণ সাহিত্যের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব গণ্য করা হয়। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহী কবি হিসেবেও তিনি পরিচিত।

কবিতা প্রসঙ্গ

কবি বঙ্গ বলতে বাংলা ভাষাকে বুঝিয়েছেন। তিনি বুবতে পেরেছিলেন বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্য-ভাণ্ডার অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় এবং উৎকর্ষমণ্ডিত। বাংলাকে উপেক্ষা করে সে সময় তিনি ইংরেজিতে সাহিত্যচর্চার যে প্রয়াস চালিয়েছিলেন, তা যে পরবর্তীকালে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে - সে কথাই এই কবিতায় কবি বলতে চেয়েছেন।

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন।
তা সবে (অবোধ আমি।) অবহেলা করি
পরধন-লোভে মন্ত করিনু ভ্রমণ
পর দেশে, ভিক্ষা-বৃত্তি কুক্ষণে আচরি'।

কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি'।
অনিদ্রায়, অনাহারে সঁপি' কায় মনঃ
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি'—
কেলিনু শৈবালে, ভুলি' কমল-কানন
স্বপ্নে তব কুল-লক্ষ্মী ক'য়ে দিলা পরে—
'ওরে বাছা, মাতৃ-কোষে রতনের রাজি;
এ ভিখারী-দশা তব কেন তোর আজি?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই যারে ফিরি' ঘরে'



পালিলাম আজ্ঞা সুখে পাইলাম কালে
মাতৃ-ভাষা-রূপ খনি পূর্ণ মণিজালে ।

শব্দার্থ

বঙ্গ - বাংলা

অবহেলা - অবজ্ঞা

অমণ - ঘোরা, বেড়ানো

কায় - দেহ, কায়া

ভাঙ্গার - ধনাগার

কুক্ষণ - অশুভ সময়

পরিহরি - ত্যাগ করে ।

রতন - রঞ্জ

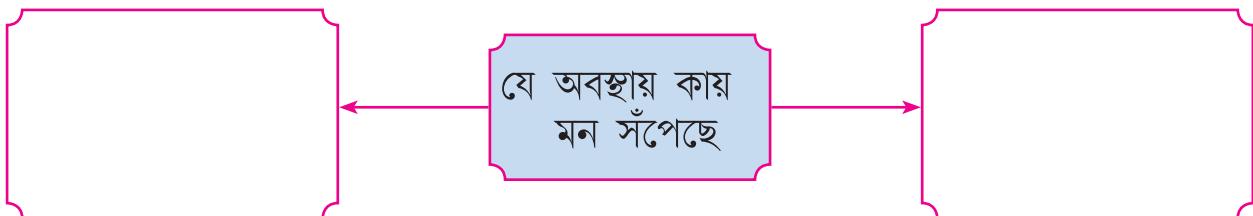
মন্ত্র - মাতাল

তিক্ষা - প্রার্থনাপূর্বক

চাওয়া

অনুশীলনী

১) ছক পূর্ণ করো ।



২) কবিতার লাইন পূর্ণ করো ।

“স্বপ্নে তব কুল-গঞ্জী ।
..... মাতৃ-কোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তব ?
..... অজ্ঞান তুই যারে ফিরি ঘরে ।”

৩) এক বাক্যে উত্তর লেখো ।

- ক) এই কবিতায় কবি কাকে সম্মোধন করেছেন ?
- খ) কবি কীসে মন্ত্র হয়েছিলেন ?
- গ) কবি কার আজ্ঞা পালন করেছিলেন ?
- ঘ) কবি কীরূপে খনি পেয়েছিলেন ?

- ৪) **সংক্ষেপে উত্তর লেখো।**
- ক) পরাধনে মন্ত্র হচ্ছিয়া কবি কীরুপ আচরণ করেছিলেন ?
খ) কুলগঙ্গা স্বপ্নে কী বলে দিলেন ?
- ৫) **নিচে দেওয়া শব্দের অর্থগুলি কবিতা থেকে খুঁজে লেখো।**
- ক) বন - খ) উপবাস -
- গ) আদেশ - ঘ) জ্ঞানহীন -
- ৬) ‘কুল’ এবং ‘কৃল’ এই শব্দের অর্থ লিখে পৃথক পৃথক দুইটি বাক্য রচনা করো।
- ক)
- খ)
- ৭) **অভিমতমূলক প্রশ্ন :-**
- ক) ‘মাতৃভাষার মাধ্যমেই মনের ভাব সহজে প্রকাশ করা সম্ভব’ — এ বিষয়ে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

প্রকল্প : বিভিন্ন বাঙালী লেখক, সাহিত্যিক ও কবিদের ছবি সংগ্রহ করে তাঁদের কর্মজীবনের পরিচয় লেখো।



୧. ତୁମি ନିର୍ମଳ କରୋ ମଞ୍ଜଳ-କରେ

ରଜନୀକାନ୍ତ ସେନ

କବି ପରିଚିତି

କବି ରଜନୀକାନ୍ତ ସେନ ୧୮୬୫ ଖ୍ରୀଃ ପାବନାର ଭାଙ୍ଗାବାଡ଼ି ଗ୍ରାମେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେନ, ତିନି କର୍ମଜୀବନେ ଆଇନଜୀବୀ ଛିଲେନ । ତିନି କାନ୍ତକବି ନାମେ ସମ୍ବନ୍ଧିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ପ୍ରଥମ କାବ୍ୟଗ୍ରହ୍ର ‘ବାଣୀ’, ତିନି ମୂଲତ ଗାନ ରଚୟିତା । ତାର ଲିଖିତ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଗ୍ରହ୍ର ‘କଲ୍ୟାଣୀ’, ‘ଅମୃତ’, ‘ଆନନ୍ଦମୟୀ’, ‘ବିଶ୍ରାମ’, ‘ଅଭ୍ୟାସ’ ପ୍ରତ୍ତି । ଭକ୍ତିମୂଳକ, ଦେଶ ପ୍ରେମ ବିଷୟକ, ହସିର ଗାନ ରଚନାଯ ତାର ପାରଦର୍ଶିତା ଛିଲ । ୧୯୧୦ ଖ୍ରୀଟାବ୍ଦେ କବିର ମୃତ୍ୟୁ ହେଁ ।

କବିତା ପ୍ରସଙ୍ଗ

କବି ପ୍ରଭୁର ନିକଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରଛେନ ଯେ, ଆମରା କାମନା-ବାସନାର ବଶୀଭୂତ ହୟେ ପାପେର ଗହୁରେ ତଳିଯେ ଯାଚ୍ଛି,
ତା ଥେକେ ତୁମି ଆମାଦେର ଉଦ୍ଧାର କରେ ଆମାଦେର ମନେ ଶାନ୍ତି ଦାଓ । ବିଶ୍ଵେର ପ୍ରତିଟି ପାଣୀ, ବନ୍ଦୁ, ପାହାଡ଼, ସମତଳ,
ଆକାଶ, ସମୁଦ୍ର ଓ ଧୂଲିକଣାର ମଧ୍ୟେ ତୁମିଇ ରଯେଛ ସେଇ ଜ୍ଞାନଓ ଆମାଦେର ଅନ୍ତରେ ଜାଗିଯେ ତୋଳୋ ।

ତୁମି ନିର୍ମଳ କରୋ ମଞ୍ଜଳ-କରେ
ମଲିନ ମର୍ମ ମୁଢାଯେ;
ତବ ପୁଣ୍ୟ କିରଣ ଦିଯେ ଯାକ, ମୋର
ମୋହ କାଲିମା ଘୁଚାଯେ ।
ଲକ୍ଷ୍ୟ-ଶୂନ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବାସନା ଛୁଟିଛେ ଗଭିର ଆଁଧାରେ
ଆମି ଜାନି ନା କଥନ ଡୁବେ ଯାବେ କୋନ
ଅକୁଳ ଗରଳ-ପାଥାରେ !
ପ୍ରଭୁ, ବିଶ୍ଵ-ବିପଦ-ହନ୍ତା, ତୁମି ଦାଁଡ଼ାଓ ରତ୍ଧିଯା ପଞ୍ଚ
ତବ ଶ୍ରୀଚରଣ ତଳେ ନିଯେ ଏସୋ, ମୋର
ମତ ବାସନା ଗୁଚାଯେ ।
ଆଜ୍ ଅନଳ-ଅନିଲେ ଚିର ନଭନୀଲେ,
ଭୂଧର-ସଲିଲେ ଗହନେ,



আছ বিটপীলতায়, জলদের গায
 শশী-তারকায় তপনে,
 আমি নয়নে বসন বাঁধিয়া,
 বসে আঁধারে মরি গো কাঁদিয়া
 আমি দেখি নাই কিছু, বুঝি নাই কিছু
 দাও হে দেখায়ে বুবায়ে ॥



নির্মল - অমলিন, স্বচ্ছ
 মলিন - ময়লা
 সলিল - জল, বারি
 পাথারে - সমুদ্রে
 জলদ - মেঘ
 অনল - আগুন

নভনীল - শুন্য, নীল আকাশ
 ভূঢ়র - পর্বত
 গরল - বিষ
 বিটপীলতা - লতানোগাছ
 পহ্লা - পথ
 অনিল - আকাশ

অকূল - গভীর
 গহন - নিবিড়
 হস্তা - হত্যাকারী
 তপন - সূর্য

অনুশীলনী

১) কবিতার পঙ্ক্তি পূর্ণ করো।

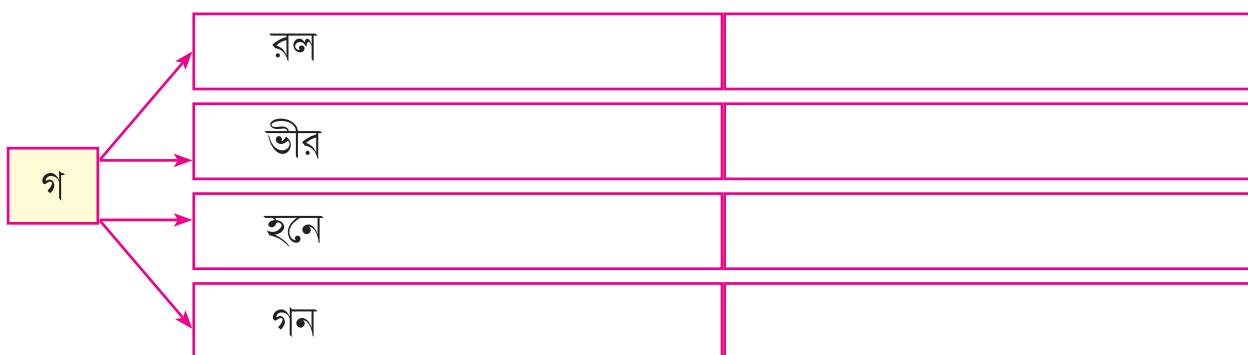
ক) করো মঙ্গল করে।

মলিন ,

খ) বসন বাঁধিয়া,

বসে আঁধারে।

২) ছকের ‘গ’ অক্ষর জুড়ে নতুন শব্দ তৈরি করো।



- ৩) এক বাক্যে উত্তর লেখো।
- ক) কবি কার নিকট প্রার্থনা করেছেন ?
 খ) গভীর আঁধারে কী ছুটছে ?
 গ) কোথায় বসন বাঁধা ?
- ৪) সংক্ষেপে উত্তর লেখো।
- ক) কবি ঈশ্বরের নিকট কী প্রার্থনা করেছেন ?
 খ) কবির মতে ঈশ্বর কোথায় আছেন ?
- ৫) কবিতা থেকে অন্তমিল শব্দের জোড়া খুঁজে লেখো। মুছায়ে - ঘুচায়ে
- ক) খ)
- গ) ঘ)
- ৬) বাক্য রচনা করো।
- ক) পুণ্য -
 খ) বিশ -
 গ) নয়ন -
- ৭) শব্দের অর্থগুলি কবিতা থেকে খুঁজে লেখো।
- ক) বিষ - খ) পছা -
 গ) আগ্নে - ঘ) পর্বত -
- ৮) কবিতা থেকে বিপরীত শব্দ খুঁজে লেখো।
- ক) পাপ × খ) অমৃত ×
 গ) খুলিয়া × ঘ) হাসিয়া ×
- ৯) ব্যঙ্গিগত প্রশ্ন :-
- ক) ‘ঈশ্বরের বাস সর্বত্র’—এ বিষয়ে তোমার অভিমত প্রকাশ করো।
 খ) ‘আমাদের প্রতিদিন ধ্যানের প্রয়োজন আছে’ — এ বিষয়ে তুমি তোমার
 মতামত লেখো।



২. অবশেষে পেলেলে পৌঁছালাম

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

লেখক পরিচিতি

লেখক শ্রীরামনাথ বিশ্বাসের জন্ম ১৩ ই জানুয়ারী ১৮৯৪ ; বানিয়াচ, আসাম। রামনাথ বিশ্বাসের পিতার নাম বিরাজনাথ বিশ্বাস ও মাতা গুণময়ী দেবী। তিনি একজন ভারতীয় বিদ্যুবী সৈনিক, ভূপর্যটিক ও ভূমণকাহিনী লেখক! তিনি ১৯৩৬ ও ১৯৩৭ সালে সাইকেলে চড়ে বিশ্বভ্রমণ করেছিলেন। তাহার উল্লেখযোগ্য প্রচ্ছণ্ডলি হল — ‘অঙ্গাকারের আফ্রিকা’, ‘আজকের আমেরিকা’, ‘তরুণতুর্কী’, ‘বেদুইনের দেশে’, ‘ভবযুরের বিশ্বভ্রমণ’, ইত্যাদি। ১লা নভেম্বর ১৯৫৫ সালে লেখকের মৃত্যু হয়।

পাঠ প্রসঙ্গ

লেখক সাইকেলে চড়ে বিশ্বভ্রমণে বেরিয়ে যাত্রাপথে রেঙ্গুনের পাহাড়ী পথের যে সকল প্রাকৃতিক দৃশ্য ও দুর্গম পথের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন তা সুন্দরভাবে এই কাহিনীর মধ্যে তিনি বর্ণনা করেছেন। মনিপুরী বালিকাদের নৃত্যের সঙ্গে প্রকৃতির বর্ণনাময় গীত লেখককে আনন্দিত করে। চতুর্থ দিনে তিনটার পূর্বেই লেখকেরা পেলেলে পৌঁছেছিলেন।

ডাক-বাংলো মানে একখানা কুঁড়েঘর। দশ হাত লম্বা এবং ছয় হাত চওড়া। সামনে সামান্য সমতল ভূমি। ঘরটা খুঁটির উপর তৈরী, নীচেটা কমপক্ষে পাঁচ-ছয় হাত ফাঁকা। মই বেয়ে উপরে উঠতে হয়। হিংস্র জীব যাতে লাফিয়ে গৃহবাসীর নাগাল না পায়, সেজন্য একুপ ঘর তৈরী করা হয়েছে।

রাত আটটার পূর্বেই সকলের খাওয়া হয়ে গেল। চারখানা বাইসাইকেল ঘরের নীচেই থাকল। ঘরে পাহারার বন্দোবস্ত করলাম। দুঃস্ত করে দু'জন সজাগ থাকবে এই হল আমাদের বন্দোবস্ত। রাত তিনটার

সময় আমার পাহারা পড়ল। সঙ্গের লোকটিকে শুতে বললাম, সে শুলনা। ধৰ্বধবে চন্দ্রালোকে বনের দৃশ্য খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। ঘর থেকে পরিষ্কার স্থানে দাঁড়িয়ে রইলাম। পূর্ব দিকে মেঘমালা ছিল আমাদের নীচের লেভেলে, সেজন্য মেঘের চলাফেরা সুন্দর দেখাচ্ছিল। আমরা যেন পৃথিবী হতে অনেক উঁচুতে রয়েছি মনে হচ্ছিল। সকাল পর্যন্ত কাউকে ডাকিনি। ভোর হবার পর চা তৈরী করে খেয়ে সকলকে ডাকলাম। না খেয়ে রওয়ানা হওয়া মহা অন্যায়। মৌলানা সাহেব রান্না করল। আমরা পথ ধরলাম, উদ্দেশ্য আট

মাইল দূরের ডাক বাংলাতে রাত
কাটানো ।

পথের কাঠিন্য ক্রমেই বেড়ে
চলল । বাঁদিকের খাঁড়ি ক্রমে গভীর
হচ্ছিল । আমরা উপরে উঠছিলাম,
কাজেই খাঁড়ি গভীর হবে, ইহা
স্বাভাবিক । ঘন বাঁশ বনের ভেতর
দিয়ে চলছিলাম । কারও মুখ দিয়ে
কথা বের হচ্ছিল না । ঘন্টায় আধ
মাইলের বেশী চলতে পারছিলাম
না । এক-পেয়ে পথ ক্রমেই ছোট
হতে শুরু করলো । আমরা ক্রমেই
খাঁড়ির পাশ দিয়ে চলছিলাম । কাউকে
কোন উপদেশ দিতে হল না ।
সকলেই হাতে প্রাণ রেখে পা টিপে টিপে
চলছিল । শেষে ঘন্টায় আধ মাইলের মতও
যাওয়া সন্তুষ্ট হচ্ছিল না । অন্য দু'জন পর্যটক
নি঱েই মহাবিপদে পড়েছিলাম । এদের
পাহাড়ে চড়া অভ্যাস না থাকায় পা কঁপছিল,
ভয়ে তারা ঈশ্বরের নাম করছিল ।

প্রায় দু'ঘন্টা পথ চলে আমরা এই
বিপজ্জনক পথ অতিক্রম করে একটু ফাঁকা
জায়গায় বসে পড়লাম । মৌলনা সাহেব
'ইয়া আল্লা' বলেই মাটিতে শুয়ে পড়ল ।
কতক্ষণ পর দু'হাত তুলে আল্লার করুণাভিক্ষা
করল ।

কতক্ষণ বিশ্রাম করে সকলেই চাঙ্গা
হল, শুধু আমিই শুয়ে রইলাম । শেষ রাত্রে
না ঘুমানোর জন্য শরীর দুর্বল হয়েছিল ।



রান্না হয়ে গেলে খেয়ে আবার রওয়ানা
হলাম । কোনও মতেই আশা করতে
পারছিলাম না ডাক-বাংলাতে সন্ধ্যার
পুরোই পৌঁছে যাব । সুখের বিষয় পথটা
বেশ চওড়া থাকায়, সকলেই তাড়াতাড়ি
চলতে পারছিলাম ।

এবার পথ অনেকটা সঙ্গীন হতে
লাগল । অবশ্যে একপেয়ে পথ এত ছোট
হল যে কিছুটা চলে একস্থানে দাঁড়াতে বাধ্য
হলাম । উদ্দেশ্য সাথীরা এই দূর্গম পথ
অতিক্রম করার পর আমি রওনা হব ।
সঙ্গের মুটিয়া হতে পোষ্টাফিসের কেরানী
পর্যন্ত চলে যাবার পর অতি সন্ত্রিপ্নে সামান্য
পথটুকু অতিক্রম করলাম । মনে হল,
একেই বলে ভ্রমণ ।



আরও একটু চলে সবাই দাঁড়াল এবং
পাশের উন্মুক্ত আকাশের দিকে চেয়ে রইল।
কাছে গিয়ে দেখি, এমন দৃশ্য যে কোনও
মানুষের মন আকর্ষণ করে। সামনেই একটি
সমুদ্র। সমুদ্রের জলরাশি ক্রমাগত সরছে,
নৃতন জল সমুদ্র পূরণ করছে। এসব হল
মেঘের খেলা। আমরা তখন প্রায় চার
হাজার ফুট উচ্চতে উঠেছি। নীচে চিন্দুইন
ভ্যালী। চিন্দুইন ভ্যালী মেঘাচ্ছন্ন। বোধহয়
বৃষ্টি হচ্ছিল। প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রতি অনেকক্ষণ
চেয়ে থেকে সময় নষ্ট করা চলে না।

বেঙ্গুনে পোনার নাচ নামে এক রকম
নৃত্যের প্রচলন আছে। নৃত্যকারী মনিপুরী
বালিকা। তারা ফুলের এবং আকাশের
ভাসমান মেঘমালা নিয়েই বাংলা ভাষায়
গান রচনা করে এবং সেই গান বাঙালী
মুসলমানদের কাছে গেয়ে বেড়ায়। পোনার
নৃত্য একদিন মাত্র দেখেছিলাম। এমন

সুন্দর করে প্রাকৃতিক রূপ
বর্ণনা করা যেতে পারে
আমার ধারণা ছিল না। আজ
সেই প্রাকৃতিক বর্ণনার গান
যাঁরা তৈরী করেছেন, তাঁদের
আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে
বাধ্য হলাম।

আবার পথ চলতে
আরম্ভ করলাম। এবার পথটা
খুবই খাঁড়ি, সাইকেল ঘাড়ে

করে চলতে অসুবিধা হচ্ছিল। সকলেই
আস্তে চলছিল। ঘন্টা দুই চেষ্টা করার পর
আমরা একটু সমতল ভূমিতে পৌঁছালাম।

রাত আটটার সময় আমাদের সেদিনের
ভ্রমণ শেষ হল। ক্রমাগত তের ঘন্টা হেঁটে
আট মাইল পথ উত্তীর্ণ হতে পেরেছিলাম।

চাঁদের আলো বনের সর্বত্র নৃতন সৌন্দর্য
সৃষ্টি করছিল। তাই খেয়ে ঘুমোলাম না।

চতুর্থ দিন সকাল থেকে হেঁটে চার
মাইল পথ চলার পর আর চলতে পারলাম
না, তখন বেলা একটা। সকলেই রান্নাতে
নিযুক্ত হল। রান্না হয়ে গেলে আমরা
বেশীক্ষণ বিশ্রামের জন্য কাটাতে পারলাম
না। আজই আমরা পেলেগে পৌঁছাতে
পারব মনে করলাম। সন্তুষ্ট হল।
বাইসাইকেল চালাতে পারলাম। তিনটার
পূর্বেই আমরা পেলেগে পৌঁছালাম।

ডাক বাংলো - অতিথিশালা, বিশ্রামাবাস	সঙ্গীন - ভয়াবহ
মেঘমালা - মেঘরাশি, মালার ন্যায় মেঘসমুহ	
খাঁড়ি - পাহাড়ী রাস্তার পাশের খাদ	
পর্যটক - ভ্রমণকারী	

ভ্যালি - উপত্যকা
উন্ধুক্ত - খোলা
করুণা - দয়া
ভ্রমণ - বেড়ানো

অনুশীলনী

১) ছক পূর্ণ করো।

বেঙ্গুনে পোনার নৃত্যকারী
মনিপুরী বালিকারা যা যা করে

২) সত্য / মিথ্যা লেখো।

- ক) চারখানা বাইসাইকেল ঘরের ভিতরেই থাকল।
- খ) পোনার নৃত্য রোজ দেখেছিলাম।
- গ) কেউ রান্নাতে নিযুক্ত হল না।

৩) অপূর্ণ বাক্য পূর্ণ করো।

- ক) রাত আটটার পূর্বেই।
- খ) প্রায় দুঃখটা পথ চলে আমরা।
- গ) তিনটার পূর্বেই আমরা।

৪) এক বাক্যে উত্তর লেখো।

- ক) ডাক-বাংলো মানে কী ?

- খ) পোনার নাচে ন্ত্যকারী কারা ?
 গ) একপেয়ে পথ কাকে বলে ?
 ঘ) লেখক কীসে ভ্রমণ করছিলেন ?
 ঙ) কোন দিনে লেখক পেগেলে পৌঁছালেন ?

৫) সংক্ষেপে উত্তর লেখো ।

- ক) মেঘের খেলা কী ? এই খেলার বিষয়ে নিজের ভাষায় লেখো ।
 খ) পোনার গান রচয়িতাদের লেখক ধন্যবাদ জানাতে বাধ্য হয়েছিলেন কেন ?

৬) কারণ লেখো ।

- ক) মেঘের চলাফেরা সুন্দর দেখাচ্ছিল ।
 খ) শুধু লেখক শুয়ে রাখিলেন ।
 গ) সাইকেল ঘাড়ে করে চলতে অসুবিধা হচ্ছিল ।

৭) পাঠ থেকে বিপরীত শব্দ খুঁজে লেখো ।

- ক) সুগম X খ) অনুভূর্ণ X
 গ) অসমতল X ঘ) সবল X

৮) সঞ্চি বিচ্ছেদ করো ।

- ক) চন্দ্রালোক =.....
 খ) মেঘাচ্ছন্ন =.....
 গ) দৃগ্রন্থ =.....
 ঘ) পরিষ্কার =.....

৯) অভিমতমূলক প্রশ্ন :-

- ক) ‘প্রতিদিন বাযুদূষণ বাড়ছে’—এ বিষয় তুমি তোমার মতামত লেখো ।



৩. শ্রীরামের পাদুকা

কৃতিবাস ওৰা

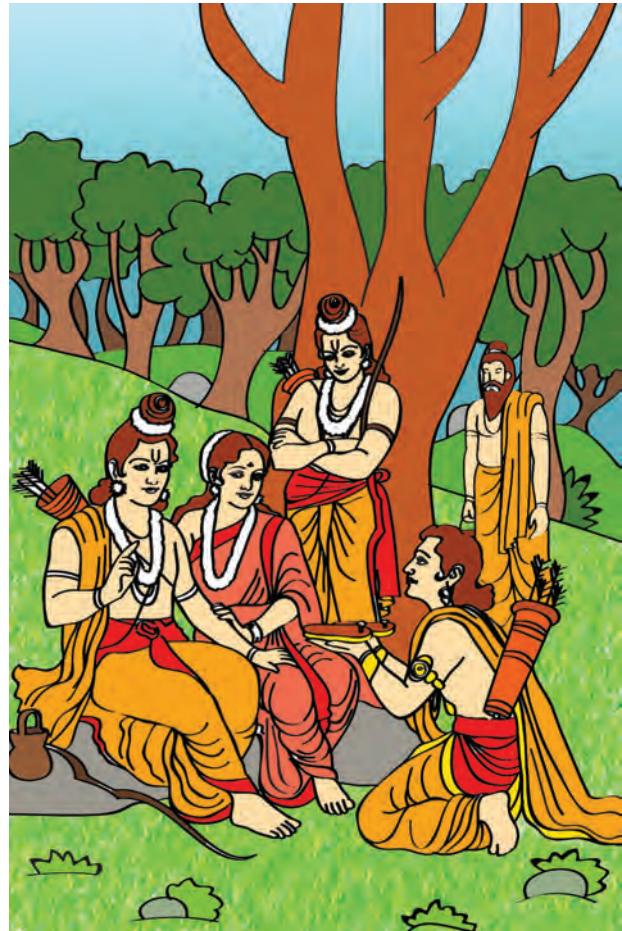
কবি পরিচিতি

কৃতিবাস ওৰা সন্তুষ্ট ১৩৮৫ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়া জেলার ফুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতাপিতার নাম বনমালী ও মেনকা এবং পিতামহের নাম মুরারি ওৰা, কৃতিবাসের সংস্কৃত ভাষায় অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি বাঞ্ছিকী রচিত মূল সংস্কৃত রামায়ণের বাংলা অনুবাদ করেন। কৃতিবাসী রামায়ণে তিনি বহু উপাখ্যানও সংযোগ করেন।

কবিতা প্রসঙ্গ

রামচন্দ্ৰ বনবাসে যাবাৰ পৱ ভৱত রামচন্দ্ৰকে ফিরিয়ে আনতে বশিষ্ঠ মুনিৰ আশ্রমে যান। সেখানে রামচন্দ্ৰ ভৱতকে অযোধ্যায় ফিরে যাবাৰ আদেশ দেন তাৱ প্ৰত্যুভৱে ভৱত বলেন শ্রীরামেৰ পাদুকা যদি দেন তবে তা সিংহাসনে বেঁখে রাজ্য পৰিচালনা কৱবেন। অবশেষে শ্রীরাম ভৱত কে পাদুকা জোড়া দেন এবং ভৱত আনন্দিত হয়ে পাদুকা নিয়ে ফিরে যান এবং রাজ সিংহাসনে পাদুকাৰ অভিষেক কৱে রাজ কাৰ্য কৱতে লাগলেন।

শ্রীরামেৰে বলেন বশিষ্ঠ মহাশয় ।
ভৱতেৰ প্ৰতি রাম কি অনুজ্ঞা হয় ॥
তোমা বিনা ভৱতেৰ আৱ নাহি গতি ।
বুৰুষিয়া ভৱতে রাম কৱ অনুমতি ॥
শ্রীরাম বলেন, মুনি হইলাম সুখী ।
প্ৰাণেৰ অধিক আমি ভৱতেৰে দেখি ॥
ভৱতে আমাতে নাহি কৱি অন্য ভাৱ ।
ভৱতেৰ রাজস্ত্বে আমাৰ রাজ্য লাভ ॥
যাও ভাই ভৱত ভৱিত অযোধ্যায় ।
মন্ত্ৰিগণ লয়ে রাজ্য কৱহ তথায় ।
সিংহাসন শূন্য আছে ভয় কৱি মনে ।
কোন শক্তি আপদ ঘটাবে কোন্ ক্ষণে ॥
তোমাৱে জানাৰ কত, আছে যে বিদিত ।
বিবেচনা কৱিয়া সৰদা হিতাহিত ॥



চতুর্দশ বৎসর জানহ গতপ্রায় ।
 চারি ভাই একত্র হইব অযোধ্যায় ॥
 জোড় হাতে ভরত বলেন সবিনয় ।
 কেমনে রাখিব রাজ্য মম কর্ম নয় ॥
 তোমার পাদুকা দেহ করি গিয়া রাজা ।
 তবে সে পারিব রাম পালিবারে প্রজা ॥
 তোমার পাদুকা যদি থাকে রাম ঘরে ।
 কারে ডরি ত্রিভূবনে আমার কি করে ॥
 শ্রীরাম বলেন, হে ভরত প্রাণাধিক ।
 পাদুকা লইয়া যাও কি কব অধিক ॥
 নন্দিগ্রামে পাট করি কর রাজকার্য ।
 সাবধান হইয়া পালহ পিতৃরাজ্য ॥
 শ্রীরামের পাদুকা ভরত শিরে ধরে ।
 ভাবে পুলকিত অঙ্গ প্রফুল্ল অন্তরে ॥
 পাদুকার অভিষেক করিয়া তথায় ।
 চলিলেন ভরত শ্রীরামের আঙ্গায় ॥

শব্দার্থ

হিতাহিত -	মঙ্গল ও অমঙ্গল	চতুর্দশ -	চৌদ্দ	গতপ্রায় -	অতীত
একত্র -	একসঙ্গে	অরিত -	শীত্র	আপদ -	বিপদ
শূন্য -	খালি	বিদিত -	অবগত	মম -	আমার
বিবেচনা -	ভাবিয়া-চিন্তিয়া	সবিনয় -	বিনিত ভাবে	দেহ -	দাও
পাদুকা -	খড়ম	ডরি -	ভয় পাই	পালহ -	পালন কর
আঙ্গায় -	আদেশে	পাট করি -	স্থাপন করি		
ত্রিভূবন -	ত্রিজগত (স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল)				

- ১) শূন্যস্থান পূর্ণ করো।

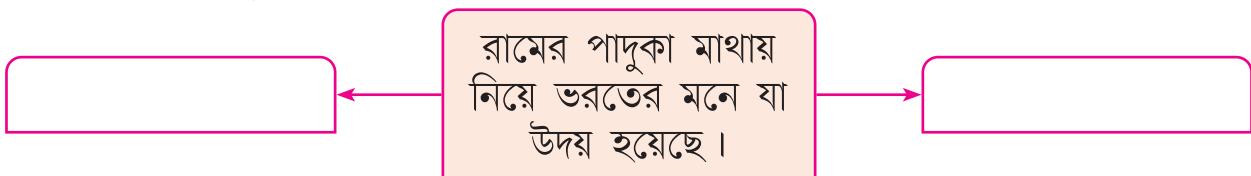
ক) ভৱতের প্রতি রাম কি হয়।

খ) প্রাণের আমি ভরতেরে দেখি ।

গ) করিয়া সবদা হিতাহিত ।

ଘ) ଚାରିଭାଇ ହେବ ଅଯୋଧ୍ୟାୟ ।

- ২) ছক পূর্ণ করো।



- ৩) এক বাক্যে উত্তর দাও ।

क) बिश्वस्त मूनि श्रीरामके की बलेछिलेन ?

খ) রামচন্দ্র কতদিনের জন্য বনবাসে গিয়েছিলেন ?

গ) ভরত শ্রীরামের থেকে কী চেয়েছিলেন ?

ঘ) পাদুকা নিয়ে ভরত কী করবে ?

- ৪) সংক্ষেপে উত্তর লেখো।

ক) রামচন্দ্র বশিষ্ঠ মহাশয়কে কী বললেন ?

খ) ভরতের চরিত্রে কী কী গুণ প্রকাশিত হয়েছে তা বর্ণনা করো।

- ৫) কবিতা থেকে অন্তমিল যুক্ত শব্দের জোড়া খুঁজে লেখো।

ক) গতি - অনুমতি

၅)

গ) ঘ)

ଘ)

- ৬) বাক্য রচনা করো।

ক) মুনি -

খ) সিংহাসন -

গ) চতুর্দশ -

ঘ) পাদুকা -

ঙ) প্রাণাধিক -

চ) অভিষেক -

৭) **শব্দের অর্থগুলি কবিতা থেকে খুঁজে লেখো।**

ক) বেশী - খ) শীষ্ট -

গ) চৌদ্দ - ঘ) মঙ্গল ও অমঙ্গল -

ঙ) ভাই - চ) খড়ম -

৮) **নিম্নলিখিত শব্দ গুলির দুটি করে অর্থ লেখো।**

ক) ভাই - গ) রাজা -

খ) শক্র - ঘ) ঘর -

ঙ) শির - চ) অঙ্গ -

৯) **বন্ধনী থেকে বিপরীত শব্দ খুঁজে লেখো।**

(হিত, নিরাপদ, দৃঢ়ী, কম, অবিবেচনা, ধীরে)

ক) অহিত খ) সুস্থী

গ) অধিক ঘ) আপদ

ঙ) ভৱিত চ) বিবেচনা

১০) **অভিব্যক্তিমূলক প্রশ্ন :-**

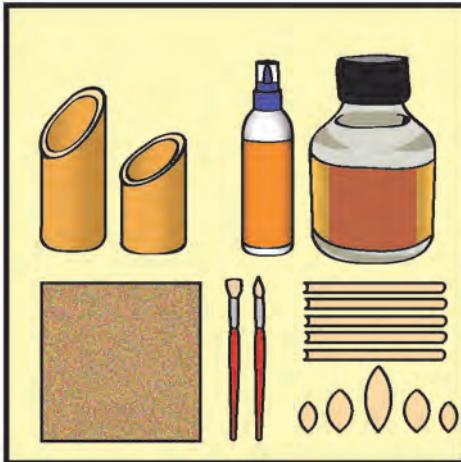
ক) ‘ভাই ভাই মিলে মিশে থাকা প্রয়োজন’—এ বিষয়ে তোমার মতামত
দু-চার লাইনে লেখো।

খ) ‘রাজকার্য চালাতে হলে কিছু সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত’—এ বিষয়ে
তোমার মতামত লেখো।

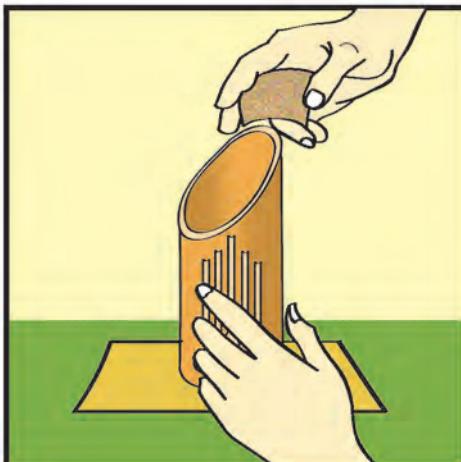


★ বাঁশ দিয়ে কলমদানী তৈরী করার পদ্ধতি

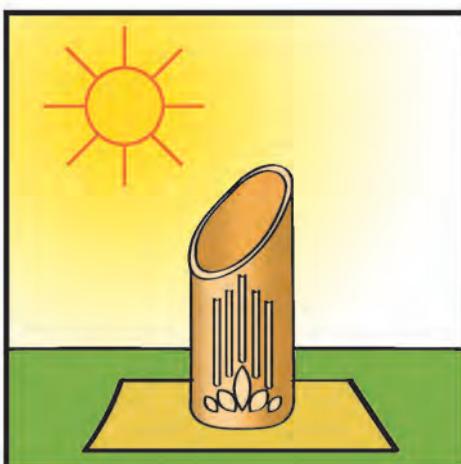
সামগ্রী :- গিঁটযুক্ত বাঁশের টুকরো, বাঁশের কাণ্ড, ফেবিকল, শিরিষ কাগজ, বানিস, ব্রাশ।



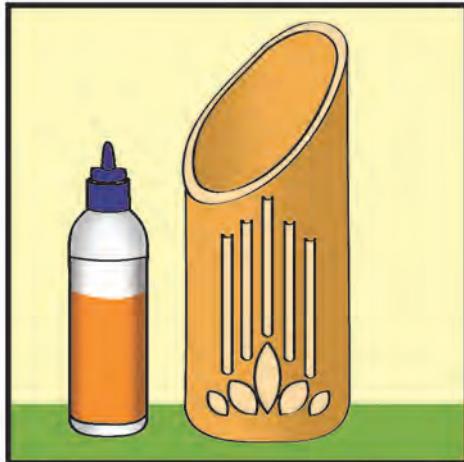
- ১) গিঁটযুক্ত বাঁশের টুকরা নিলাম উপরের ভাগটা ডিজাইন করলাম।



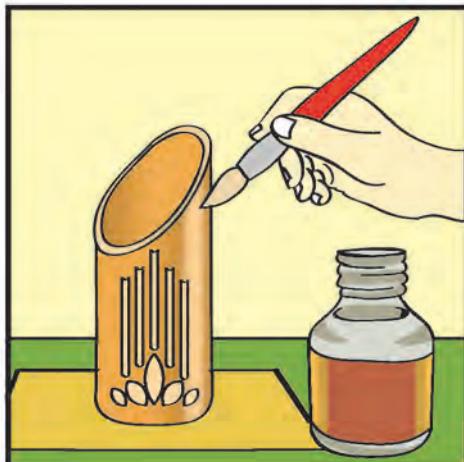
- ৩) কিছুক্ষণ পরে শিরিষ কাগজ দিয়ে ভালো করে ঘসে পরিষ্কার করে নিলাম।



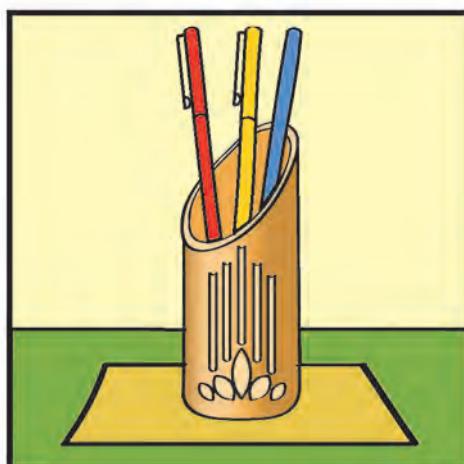
- ৫) বানিশ লাগানো টুকরাটা ঘরের বাইরে রৌদ্রে কিছুক্ষণ রাখলাম।



- ২) গোলাকার টুকরোর গায়ে শলা ফেবিকল দিয়ে লাগিয়ে ডিজাইন তৈরী করলাম।



- ৪) পরিষ্কার করা গিঁটযুক্ত বাঁশের টুকরো ব্রাশ দিয়ে কৌটায় রাখা বানিশ লাগালাম।



- ৬) ভালোভাবে শুকানোর পরে দেখলাম একটা সুন্দর কলমদানী তৈরী হয়ে গেলো।

৪. মানুষে মানুষে সীমা নেই

শক্রনাথ রায়

লেখক পরিচিতি

শক্রনাথ রায়ের জন্ম ১৯১১ খ্রীং পিতা শৈলেন্দ্রনাথ রায় ও মাতা সারদা বিশ্বকর্মা, তাঁর আসল নাম প্রমথনাথ ভট্টাচার্য। ভারতীয় সংস্কৃতি, তত্ত্বজ্ঞান, ধর্মশাস্ত্র ধার্মিক জীবনের উপর তিনি গবেষণা করেন। ১৯৬৪ সালে রবীন্দ্র পুরস্কার পান। তাঁর লেখা বিশিষ্ট গ্রন্থগুলি হল ভারতের সাধক, সন্তদের মহাসংগ্রাম, ভারতের সাধক (হিন্দি) সন্ত অফ ইন্ডিয়া অন্যতম।

পাঠ প্রসঙ্গ

গুরু রামানন্দের শিষ্য কবীর অত্যন্ত নিম্নবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপ্রায়ণ ও কুসংস্কারমুক্ত মানুষ। ‘ভক্তি, পবিত্রতা, সাধনা এবং পার্থিব সুখে বিত্তঘণ্টা’ এই ছিল কবীরের মূল মন্ত্র। কবীর হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের এক মহান আদর্শ রাপে আমাদের কাছে উদাহরণ হয়ে উঠেছেন।

কবীর জন্মগ্রহণ করেন ১৩১৮ খ্রিষ্টাব্দে মুসলমান তাঁতির ঘরে বেনারসে। পিতা পীরু জোলা ও মাতা নীমা ছিলেন ঈশ্বরভীরু সৎ দম্পতি। নিরক্ষর অর্থসংস্থানহীন এই পরিবারকে প্রধানতঃ নির্ভর করতে হতো বন্ধু বয়নের ওপর। বাপ মার ইচ্ছা কবীর তাঁদের বৃত্তি গ্রহণ করুক, এ কাজে দক্ষ হোক। সে সংসারের কিছুটা ভার নিলেই স্বন্তির নিষ্পাস ফেলে তাঁরা বাঁচেন।

কিন্তু কবীরকে নিয়ে পেরে ওঠা দায়। সংসারের কোন কাজেই তাঁর মন নেই। ঘরছাড়া বৈরাগীর মত মন তাঁর। তাঁত ঘরে গিয়ে যদি বা বসেন কবীর টানাপোড়োনের সুতা ছিড়ে বয়ন পও হয়ে যায়। হাল ছেড়ে দিয়ে কবীর গেয়ে ওঠেন- হে আমার দীন

দয়াল। তোমার ওপরই যে ভরসা। আমার সারা পরিবারকে তোমার নৌকায় ঢাকিয়ে দিলাম প্রভু।

শক্তিমান আচার্য রামানন্দের স্পর্শে কবীর নামের নেশায় বুঁদ হয়ে গেছেন, লোকে তাঁকে ভাবে উন্মাদ।

মিথ্যা অনুষ্ঠান আর কুসংস্কার ছিল তাঁর দুচক্ষের বিষ। এর ওপর কঠিন আঘাত হেনেছিলেন কবীর। এই ব্যাপারে তিনি কাউকেই ছেড়ে কথা বলেননি তা সে মোল্লাই হোক, সাধু সন্তই হোক।

গেঁড়া হিন্দু আর মুসলমানেরা কবীরের প্রতি ক্রুদ্ধ হন। বাদশাহ ইরাহিম লোদীর কাছে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ পোঁচায়।

বাদশাহ সেবার রাজকার্যে জোনপুরে

এসেছেন। এ সময় তার দরবারে কবীর দাসের ডাক-পড়ল।

সুলতান কবীরকে ডেকে এনে প্রশ্ন করেন, মুসলমান হয়ে কেন তিনি মোল্লাদের ও ইসলাম ধর্মের অনুষ্ঠানাদির বিরুদ্ধাচরণ করেন। উভরে শাস্ত ও সংযত কঠে তিনি নিবেদন করলেন : হিন্দুও নই মুসলমানও নই। আমি সেই দেশের লোক যে দেশে মানুষে মানুষে সীমানা নাই, যেখানে অনন্ত আলো আর ঈশ্বরের আশীর্বাদ বিরাজিত।

কবীরের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর সুলতান লোদী বুঝলেন করীর একজন ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ারা মহাপুরুষ। সম্প্রদায়গত ধর্মের অনেক ওপরে তিনি। মহাআকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে সুলতান ঢলে গেলেন।

কবীরের প্রচারিত বাণীর মূল বক্তব্য ছিল- ভক্তি, পবিত্রতা সাধনা ও পার্থিব সুখে বিত্তঘণ। ধর্মাড়ম্বর - এর প্রতি তাঁর ঘৃণা সাধারণের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল এবং তাদের সংক্ষারমুক্ত করেছিল।

কবীর গোরখপুর জেলার গহর-নামক হানে নির্জন অমী নদীতীরে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন। ভক্ত ও অনুরাগীর দল তাঁকে



পবিত্র ভূমি কাশীতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে ব্যাকুল। কবীর স্মিত হাস্যে বললেন : কাশী - আর মগহর দুই-ই উষর। পরম সত্য বস্তু হচ্ছেন হৃদয়স্থিত রাম।

সেই মগহর- এর ছোটু কুটিরে কবীর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন।

কবীর দাসের দেহের সৎকার সম্বন্ধে এক কিংবদন্তী শোনা যায় তাঁর ভক্তদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই সংখ্যা ছিল অগণিত। হিন্দুরা এ দেহের অগ্নি সংস্কার করতে চান। কিন্তু মুসলমান সম্মত হন কবর দিতে। এই আসন্ন সংঘাতের মুখে সিদ্ধপুরুষ কবীর দাসের অলৌকিক বাণী শোনা যায়। শুভ্র বন্ধু খণ্ডে মৃত দেহটি ঢাকা ছিল। প্রত্যাদেশ অনুযায়ী আচ্ছাদন খুলে দেখা গেল, দেহটি নেই, পড়ে আছে একরাশ পদ্মফুল। কথিত আছে হিন্দুরা কাশীতে কিছুসংখ্যক ফুল নিয়ে যান এবং

সেগুলি সেখানে যথারীতি সৎকার করেন।
আজও কাশীর কবীর চৌরায় তাঁর
স্মৃতিমন্দির দণ্ডায়মান। মুসলমান ভক্তেরা
অবশিষ্ট ফুলগুলি মগহর-এ কবরস্থ করেন।
মগহর-এর সমাধি মন্দিরে আজও শত শত
দর্শনার্থী ভিড় করে।

শব্দার্থ

নিরক্ষর - অক্ষরজ্ঞানহীন

বন্ধ - কাপড়

বুঁদ - তন্ময়

অনন্ত - যার শেষ নেই

বৃত্তি - ব্যবসা

মাতোয়ারা - তন্ময়

বৈরাগী - সংসার বিষয়ে অনাসক্ত

বয়ন - বোনা

উষর - বন্ধ্যা, অনুর্বর

দণ্ডায়মান - দাঁড়িয়ে আছে এমন

উন্মাদ - পাগল

অবশিষ্ট - বাকি

শক্তিমান - যার শক্তি আছে

কিংবদন্তী - জনশ্রুতি

অনুশীলনী

১) ছক পূর্ণ করো।

ক)

কবীরের প্রচারিত বাণীর
মূল বক্তব্য ছিল।

খ)



২) সত্য অথবা মিথ্যা লেখো।

ক) কবীর নিরক্ষর ছিলেন।

খ) কবীর কুসংস্কার পছন্দ করতেন।

গ) অমী নদীর তীরে কবীর আশ্রম তৈরী করেন।

ঘ) মগহর ছিল খুব উর্বর।

ঙ) মুসলমানেরা ফুলগুলি সৎকার করেন।

৩) অপূর্ণ বাক্য পূর্ণ করো।

ক) কবীরের পিতা পীরু জোলা।

খ) ঘরছাড়া।

গ) আমি সেই দেশের লোক যেখানে।

ঘ) কবীর গোরখপুর জেলার গহর নামক।

ঙ) শুভ্র বন্ত্র খণ্ডে।

৪) সঠিক শব্দ বেছে নিয়ে শুন্যস্থান পূরণ করো।

ক) কবীরের মন ছিল।

(শিশুর মত / রাজার মত / বৈরাগীর মত)

খ) লোক কবীরকে বলত।

(উন্মাদ / চোর / নায়ক)

গ) বাদশাহের নাম।

(ইসমাইল / ইব্রাহিম লোদী / জামির শেখ)

ঘ) কবীর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

(দিল্লিতে / আগ্রায় / মগহরে)

ঙ) হিন্দুরা দেহের করতে চান।

(কবরস্থ / অগ্নিসংস্কার / জল সমাধি)

৫) এক বাক্যে উত্তর লেখো।

ক) কবীরের মাতার নাম কি ছিল ?

খ) সুলতান কবীরকে কি প্রশ্ন করেছিলেন ?

গ) কবীর কোথায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ?

ঙ) কবীরের মৃতদেহের আচ্ছাদন খুলে কি দেখা গেল ?

- ৬) প্রশ্নগুলির উত্তর সংক্ষেপে লেখো।
- ক) কবীরকে নিয়ে কেন পেরে ওঠা দায় ?
 - খ) সুলতানের প্রশ্নের কবীর কী উত্তর দিয়েছিলেন ?
 - গ) কবীর দাসের মৃতদেহ সৎকার সম্বন্ধে সংক্ষেপে লেখো।
- ৭) কারণ লেখো।
- ক) বাপ মার ইচ্ছা কবীর তাঁদের বৃত্তি গহন করুক.....
 - খ) টানা পোড়েনের সূতা ছিড়ে বয়ন পঞ্চ হয়ে যায়, কারণ
 - গ) লোকে কবীরকে উশাদ ভাবে কারণ
 - ঘ) সুলতান কবীরকে ডেকে এনে প্রশ্ন করেন কারণ
- ৮) শব্দের অর্থগুলি পাঠ থেকে খুঁজে বের করো।
- ক) অক্ষরজ্ঞানহীন - খ) বোনা -
 - গ) জনশ্রুতি - ঘ) বন্ধ্যা -
- ৯) বিপরীত শব্দগুলি পাঠ থেকে বেছে নিয়ে লেখো।
- ক) অপবিত্র x খ) দুঃখ x
 - গ) লৌকিক x ঘ) অসৎ x
- ১০) লিঙ্গ পরিবর্তন করো।
- ক) পিতা - খ) উশাদ -
 - গ) বাদশাহ - ঘ) সুলতান -
- ১১) অভিমতমূলক প্রশ্ন :-
- ক) “দেশে সর্বধর্ম সমত্ব হওয়া উচিত”-এ বিষয়ে তোমার মতামত ব্যক্ত করো।
 - খ) ‘‘চরিত্র গঠনে সন্তদের ভূমিকা অতুলনীয়।’’- এ বিষয়ে তোমার মত প্রকাশ করো।

প্রকল্প : ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে আবির্ভূত সাধু-মহন্ত, মহাপুরুষের ছবি এবং জীবনী সংগ্রহ করো এবং তাঁদের লোকশিক্ষা সম্পর্কে বাণী সংগ্রহ করে লেখো।

৫. বান এসেছে মরা গাঞ্জে

মুকুন্দ দাস

কবি পরিচিতি

কবি মুকুন্দ দাসের পিতার নাম গুরু দয়াল দে, মাতা শ্যামা সুন্দরী দেবী, জন্ম ২২-২-১৮৭৮ মৃত্যু ১৮-৫-১৯৩৪, শিক্ষা বরিশালে, বাংলা চারণ কবি, বাংলা মায়ের দামাল ছেলে আদি বিশেষ নামে পরিচিত। বাংলা কবি, গীতকার সঙ্গীতকার, গ্রামীণ স্বদেশী আন্দোলনের প্রসারক।

কবিতা প্রসঙ্গ

কবিতাটি একটি গান হিসাবে বিশেষ পরিচিত। চারণ কবি মুকুন্দ দাস এই কবিতায় আহ্লান জানিবেছেন যে এতদিন যে আন্দোলন চলছে অর্থাৎ নদী মরে গেছে সেই নদীতে আন্দোলনের জোয়ার স্বরূপ ডাক এসেছে সেই ডাকে সবাইকে হাজির হতে হবে। আর ঘূর্মিয়ে থাকলে চলবে না আন্দোলনের জোয়ারে ঝাপিয়ে পড়ে দেশ মাতৃকাকে উদ্ধার করতে হবে। যুগে যুগে কাণ্ডালীস্বরূপ মাঝির আবির্ভাব হয়েছে তাদের হাতে ধরে এই দুঃসময় আমাদের পার হতে হবে।



বান এসেছে মরা গাঞ্জে খুলতে হবে নাও।

তোমরা এখন ঘূর্মাও!

কত যুগ গেছে কেটে দেখেছে কত স্বপন
 এবার বদর বলে ধরো বৈঠা জীবন-মরণ পণ ।
 দমকা হাওয়ার কাল গিয়েছে -
 ফাণ্ডন বইছে পাল খাটাও ।

অবহেলে থাকলে বসে কাঁদতে হবে সারা জীবন
 যুগ-যুগান্তরের তপস্যাতে, মিলছে এমন লগন ।
 পারের মাঝি হাল ধরেছে —
 মিছে পরের মুখ তাকাও ॥

শব্দার্থ

বান - বন্যা, প্লাবন	গঙ্গ - ছোট নদী	স্বপন - স্বপ্ন
বৈঠা - নৌকা বাওয়া পাটি	পন - প্রতিজ্ঞা	কাল - সময়
পাল - নৌকার বাদাম	তপস্যা - সাধনা	লগন - সময়, মোহ
মাঝি - নৌকা চালক, নাবিক		মিছে - মিথ্যা
বদর - পির, নৌকার কর্ণ, বিঘ্ননাশক		হাল - নৌকাদণ্ড, অরিত্রি, কর্ণ

অনুশীলনী

- ১) **কবিতার পংক্তি পূর্ণ করো।**
 - ক) তোমরা এখন।
 - খ) ফাণ্ডন বইছে।
 - গ) পারের মাঝি।
- ২) **এক বাক্যে উত্তর লেখো।**
 - ক) কোথায় বান এসেছে ?
 - খ) কবি কী খুলতে বলেছেন ?
 - গ) কবি কী বলে বৈঠা ধরতে বলেছেন ?
 - ঘ) এই লগন কীভাবে এসেছে ?

৩) সংক্ষেপে উত্তর লেখো।

ক) ‘বান এসেছে মরা গাঙ্গে খুলতে হবে নাও’, এই পংক্তিতে কবি কী বলতে চান লেখো।

খ) ‘দমকা হাওয়ার কাল গিয়াছে ফাণ্ডন বইছে পাল খাটাও’—এর ভাবার্থ লেখো।

৪) কবিতা থেকে নীচের শব্দের মিত্রাক্ষর শব্দ খুঁজে লেখো।

ক) জীবন = খ) পাল =

গ) ঘুমাও = ঘ) তাকাও =

৫) নীচের শব্দ দ্বারা বাক্য তৈরী করো।

ক) মুখ -

খ) মাঝি -

গ) বৈঠা -

ঘ) ফাণ্ডন -

৬) নীচের শব্দগুলির দুটি করে অর্থ লেখো।

ক) হাল -

খ) পাল -

গ) হাওয়া -

৭) নীচের শব্দগুলির বিপরীত শব্দ কবিতা থেকে খুঁজে লেখো।

ক) জীবন ✗..... খ) গিয়েছে ✗.....

১০) অভিমতমূলক প্রশ্ন :-

ক) “‘অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলনের খুবই প্রয়োজন।’”— এ বিষয়ে তোমার মতামত ব্যক্ত করো।

খ) “‘দেশের কাণ্ডারীদের পথ অনুসরণ করা উচিত’”— এ বিষয়ে তোমার মতামত ব্যক্ত করো।



★ ★ ★ ★ ৬. আমাদের পরমবীর ★ ★ ★ ★

তোমরা কিংবদন্তিতে বীরদের সাহসীকতার কাহিনী নিশ্চয়ই শুনেছো। আমাদের সুরক্ষার জন্য নিজের জীবনকে বলিদান দেবার মতো সৈনিক আজও আমাদের দেশে আছেন। এই আত্মত্যাগের জন্য তাঁদের বিশেষ পুরস্কারে সমানিত করা হয়। ভারতীয় সেনা বাহিনীতে সর্বোচ্চ পুরস্কার হল পরমবীর চক্র। শক্তির সঙ্গে লড়াই করে যে সৈনিক সর্বোচ্চ সাহসীকতা এবং আত্মত্যাগের মাধ্যমে দেশপ্রেম করে তাঁকেই পরমবীর চক্র প্রদান করে তাঁর সাহসীকতাকে পূর্ণস্তুত করা হয়। স্থলসেনা, নৌসেনা এবং বায়ুসেনা এই তিনি সেনাবিভাগের সৈনিক এবং অফিসারগণ পরমবীর চক্র পুরস্কারে



সাধারণত: দেখা যায় যে এই মেডেল ক্রোঞ্জ ধাতু দিয়ে তৈরী। এটি একটি ঘোরানো বেদীর উপর স্থাপন করা হয়। বেগুনী রঙের সাধারণ ফিতার সাহায্যে লাগানো হয়। এটির সামনের দিকে ঠিক মাঝখানে রয়েছে জাতীয় প্রতীক। পিছনের দিকে ‘পরমবীর চক্র’ শব্দ হিন্দি ও ইংরাজীতে লেখা রয়েছে এবং মাঝামাঝি দুটি পদ্মফুল আঁকা আছে। তোমরা জানো কি সাবিত্রীবাই খানোলকর নামে এক বিদেশীনী মহিলা এই পরমবীর চক্রের সংকলনা করেছিলেন। ইনি ইউরোপীয়ান মহিলা ছিলেন বিক্রম খানোল কার নামে এক ব্যক্তিকে বিবাহ করেন। বিক্রম খানোলকর মহাশয় সেনাবাহিনীর অফিসার ছিলেন সাবিত্রীবাই ভারতবর্ষকে এতই ভালোবেসেছেন যে উনি ভারতের নাগরিকতা গ্রহণ করেন। মরাঠী, সংস্কৃত ও হিন্দি এই তিনি ভাষাতে অর্ণগল ভাবে বলতে পারতেন। উনি ভারতীয় শিল্প এবং সংস্কৃতিকে গভীর ভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন।

পুরাস্তুত হবার সৌভাগ্য লাভ করতে পারেন। পরমবীর চক্র অত্যন্ত দুর্লভ পুরস্কার যা আজ পর্যন্ত মাত্র একুশবারই প্রদান করা হয়েছে। এরমধ্যে চৌদ্দজনকে মরোনোত্তর পরমবীর চক্র পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

এরূপ বলা যায় যে ইন্দ্রদেবতার ‘বজ্র’ অপরাজেয় অস্ত্র। তবে অজেয় অস্ত্র তৈরী করার পেছনে দধিচি মুনির আত্মত্যাগ সর্বোচ্চ ত্যাগ।

একটি পৌরাণিক কিংবদন্তি অনুসারে কয়েক হাজার বছর আগে পৃথিবীর সমস্ত জল কোন এক দৈত্য চুরি করে নিয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয় ছিল এই যে ঐ দৈত্যকে কোন সাধারণ ধাতু বা কাঠের তৈরী অস্ত্র দিয়ে পরাজিত করা যাবে না। তাকে পরাজিত করার জন্য সবথেকে আলাদা এক অসাধারণ শক্তির প্রয়োজন। এমত অবস্থায় জানা যায় যে দধিচি মুনির অস্তিত্বে এই অসাধারণ শক্তির ক্ষমতা আছে। এই অস্তি থেকে যদি অস্ত্র তৈরী করা হয় তবে সেই অস্ত্র দৈত্য কে পরাজিত করতে পারবে।

কিন্তু কোন জীবিত ব্যক্তিকে তাঁর অস্তি কিভাবে চাইবে? অসম্ভব! তবে...!

দধিচি মুনি অত্যন্ত উদার মনোভাবের মুনি ছিলেন। তিনি স্বেচ্ছায় আনন্দে আত্মত্যাগ করে নিজের অস্তিত্বে দান করেছিলেন এবং তা থেকে ইন্দ্রদেব বজ্রের নির্মাণ করেছিলেন। এই অস্ত্র দ্বারা দৈত্যকে পরাজিত করা হয়েছিল।

২১ জন পরমবীর চক্র বিজেতা

- ★ মেজর সোমনাথ শর্মা
- ★ লাঙ নায়ক করম সিংহ
- ★ সেকেন্ড লেফেটেনেন্ট রাম রাঘোবা রাণে
- ★ নায়ক যদুনাথ সিংহ
- ★ কম্পানী হাওয়ালদার মেজর পীরু
- ★ ক্যাপ্টেন গুরুবচন সিংহ সলারিয়া
- ★ মেজর ধন সিংহ থাপা
- ★ সুবেদার যোগিন্দ্র সিংহ
- ★ মেজর সৈতান সিংহ
- ★ কম্পানী কোয়ার্টার মাস্টার হাওয়ালদার আবুল হুমাদ
- ★ লেফেটেনেন্ট কর্নল অরদেশীর বুরসোরজী তারাপোর
- ★ লাঙ নায়ক অল্পট এক্স
- ★ সেকেন্ড লেফেটেনেন্ট অরুণ ক্ষেত্রপাল
- ★ মেজর হোশিয়ার সিংহ
- ★ নায়ব সুবেদার বানাসিংহ
- ★ মেজর রামান্বামী পরমেশ্বরন
- ★ লেফেটেনেন্ট মনোজ কুমার পাণ্ডে
- ★ গ্রেনেডিয়ার যোগেন্দ্রসিংহ যাদব
- ★ রায়ফল ম্যান সঞ্জয় কুমার
- ★ ক্যাপ্টেন বিক্রম বত্রা
- ★ ফ্লাইং অফিসার নির্মলজীত সেখাঁ।



ফ্লাইং অফিসার নির্মলজীত সিংহ সেখাঁ ১০৮১১

এফ (পী) পী বী সী স্ক্যান্ডার.১৮

১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১। ফ্লাইং অফিসার নির্মলজীত সিংহ তার ডিউটিতে খুবই তৎপর ছিলেন এমন সময় হঠাৎ শক্রপক্ষের ছ'টি যুদ্ধবিমান শ্রীনগরের উপর আক্রমণ করল। নির্মলজীত সিংহ শক্রদের ওই যুদ্ধবিমানের দিকে

ওড়ার চেষ্টা করছিলেন কিন্তু এমন সময় অন্য আর একটা যুদ্ধবিমান ওড়ার কারণে ধূলা উড়ছিল। যখন রানওয়ে পরিষ্কার হল শক্রের ছ'টি লড়াকু বিমান আগার উপর উড়তে দেখা গেল। তারা গুলিবর্ষণ এবং বোমাবর্ষণ করছিল। দেখতে দেখতে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল, ছয় জনের বিরুদ্ধে একজন।

তবুও নির্মলজীত সিংহ আকাশে উড়ল। বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে তিনি দু'টি যুদ্ধ জেট বিমান ধ্বংস করে দিলেন। দ্রুত তিনি শক্র পক্ষের বাকি চারটি যুদ্ধ বিমানের সঙ্গে লড়াই শুরু করলেন। এটা একটা সম্পূর্ণ অসম লড়াই ছিল, চার এর বিরুদ্ধে এক! তাও গাছের সমান উচ্চতে!! অবশ্যে শক্রদের যুদ্ধবিমান যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেল। শ্রীনগর বেঁচে গেল। কিন্তু দুর্ভাগ্য! এই যুদ্ধে ফ্লাইং অফিসার নির্মলজীত সিংহের বিমানটাও ভেঙ্গে গেল এবং তিনি শহীদ হয়ে গেলেন।

বন্ধুত্ব ফ্লাইং অফিসার নির্মলজীত সিংহের মতু একদম সামনে সাক্ষাৎ দেখা যাচ্ছিল তবুও তিনি নিজে দৃঢ় কর্তব্য এবং সর্বোত্তম বিমানে ওড়ার দক্ষতা দেখালেন। তিনি সত্ত্বাই অতুলনীয় ছিলেন। তিনি কেবল কর্তব্য পরায়নই দেখান নি, তিনি এর ও উপরে উঠে অতুলনীয় পরাক্রম দেখিয়েছেন যা আমাদের মধ্যে এক উচ্চকোটির উদাহরণ হয়ে আছে। এমন বীর সন্তান ফ্লাইং অফিসার শহীদ নির্মল জীত সিংহকে আমারা শ্রদ্ধা জানাই।

তুমি ইন্টারনেটে (www.paramvirchakra.com) নোর বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে পারো। যাঁরা নিজের জীবন দেশের সেবায় সমর্পিত করে ছিলেন। এই বীর পুরুষগণ নিজের জীবনের মায়া না করে শক্রের সম্মুখীন হয়েছেন। এদের প্রেরণাদায়ী খবর অবশ্য খোঁজো, পড়ো এবং মনে (স্মরণে) রেখো।

কিংবদন্তি - জনশ্রুতি, জনরব।

আত্মত্যাগ - নিজের সবকিছু ত্যাগ।

ঙ্কোয়াড্রন - বিমান বাহিনীর এক ধরনের ইউনিট।

অপরাজিত - পরাজিত বা হারানো যায় না এমন।

দৈত্য - অসুর, দিতির পুত্র, দানব।

বজ্র - ইন্দ্রের অস্ত্র, অশনি।

সুরক্ষা - নিরাপদ।

মরোনোওর - মৃত্যুর পর।

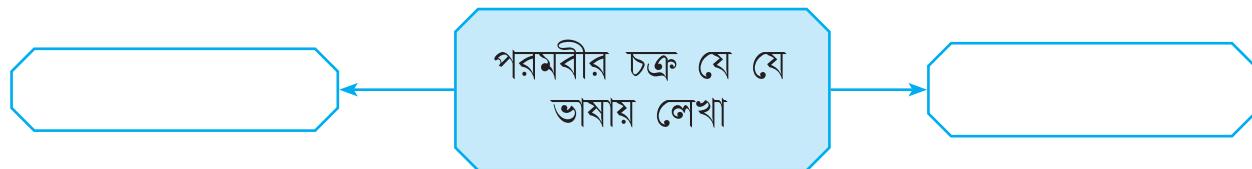
স্বেচ্ছায় - স্ব ইচ্ছায়।

মেডেল - পদক।

পরাজিত - হার।

অনুশীলনী

১) ছক পূর্ণ করো।



২) সঠিক শব্দ বেছে নিয়ে শুন্যস্থান পূরণ করো।

ক) পরমবীর চক্র ধাতু দিয়ে তৈরী।

(সোনা, রূপা, ব্রোঞ্জ)

খ) পরমবীর চক্রের মাঝখানে পদ্মফুল আছে।

(একটি, দুটি, চারটি)

গ) দধিচী মুনির অস্তি থেকে তৈরী হয়েছে।

(ইন্দ্র বজ্র, অস্তি বজ্র, বজ্র)

ঘ) খুব সাহসীকতার সঙ্গে নির্মলজীত সিংহ বাঁচিয়ে ছিলেন।

(শ্রীনগর, কাশ্মীর, দিল্লি)

ঙ) সাবিত্রীবাই খানোলকার মহিলা ছিলেন।

(জাপানী, ইউরোপীয়ান, ভারতীয়)

৩) এক বাক্যে উত্তর লেখো।

- ক) ভারতীয় সেনাবাহিনীতে সর্বোচ্চ পুরস্কার কি ?
- খ) পরমবীর চক্র কতবার প্রদান করা হয়েছে ?
- গ) পরমবীর চক্রের সংকলনা কে করেছিলেন ?
- ঘ) কোন মুনির আত্মত্যাগ সর্বোচ্চ ত্যাগ ?
- ঙ) নির্মলজীত সিংহ কে ছিলেন ?

৪) সংক্ষেপে উত্তর দাও।

- ক) পরমবীর চক্র দ্বারা কারা পুরস্কৃত হন ? এর জন্য কি যোগ্যতা প্রয়োজন হয় ।
- খ) নির্মলজীত সিংহ কীভাবে শ্রীনগরকে রক্ষা করে ছিলেন তা সংক্ষেপে বর্ণনা করো ।

৫) শব্দের অর্থগুলি পাঠ থেকে খুঁজে লেখো।

- ক) পদক - খ) অসুর -
- গ) নিরাপদ - ঘ) জনশ্রুতি -
- ঙ) মৃত্যুর পরে -

৬) শব্দের বিপরীত অর্থগুলি পাঠ থেকে খুঁজে লেখো।

- ক) তিরস্কার ✗ খ) সুলভ ✗
- গ) অসাধারণ ✗ ঘ) অপরাজিত ✗
- ঙ) সন্তুষ্ট -

৭) পদ পরিবর্তন করো।

- ক) সাহসীকতা - খ) পুরস্কার -
- গ) সেনা - ঘ) শক্তি -
- ঙ) সমর্পিত - চ) পরাক্রম -

৮) অভিমতমূলক প্রশ্ন :-

- ক) “‘দেশসেবার জন্য আমাদের সবসময় তৎপর হতে হবে’”- এ বিষয়ে তোমার অভিমত প্রকাশ করো ।



★ সংক্ষি - বিচ্ছেদ

○ নীচে দেওয়া সংক্ষি বিচ্ছেদগুলি পড়ো ও বোরো ।

1. কারাগার = কারা + আগার
2. সিংহাসন = সিংহ + আসন
3. নরাধম = নর + অধম
4. স্বাধীনতা = স্ব + অধীনতা
5. সদানন্দ = সদা + আনন্দ

❖ সংক্ষি শব্দের অর্থ মিলন । কাছাকাছি দুই বর্ণের মিলনের নাম সংক্ষি

সংক্ষি দুই প্রকার -

সংক্ষি

স্বরসংক্ষি

ব্যঞ্জনসংক্ষি

○ স্বরসংক্ষি - স্বরবর্ণের সঙ্গে স্বরবর্ণের মিলনে যে সংক্ষি হয় তাকে বলাহয় স্বরসংক্ষি ।

- যেমন - 1. বিদ্যানুরাগী = বিদ্যা + অনুরাগী (আ + অ = আ)
 2. বিদ্যারন্ত = বিদ্যা + আরন্ত (আ + আ = আ)
 3. চিত্রাপিত = চিত্র + অপিত (অ + অ = আ)

○ ব্যঞ্জনসংক্ষি - ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জনবর্ণের অথবা ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে স্বরবর্ণের মিলন সাধনকেই ব্যঞ্জনসংক্ষি বলে ।

- যেমন - 1. দিনেক = দিন + এক 2. অধিকাংশ = অধিক + অংশ
 3. উদ্বার = উৎ + হার

○ নীচে দেওয়া শব্দগুলির সংক্ষি বিচ্ছেদ করো ।

1. কারাগার =.....+..... 8. মহেন্দ্র =.....+.....
2. মিথ্যাচার =.....+..... 9. পরমেশ্বর =.....+.....
3. মহাকাশ =.....+..... 10. নরেন্দ্র =.....+.....
4. জীবনানন্দ =.....+..... 11. নরোত্তম =.....+.....
5. হিমালয় =.....+..... 12. পরোপকার =.....+.....
6. ক্ষুধাতুর =.....+..... 13. প্রত্যাগমন =.....+.....
7. পদার্থ =.....+..... 14. সুর্যোদয় =.....+.....

৭. মৃত্য়ঞ্জয়ী প্রিতিলতা

(সংকলিত)

পাঠ প্রসঙ্গ

পরাধীন নিরীহ ভারতবাসীদের উপর ইংরেজদের অত্যাচারের (প্রতি উত্তর) পালটা আঘাত হানার জন্য বিপ্লবী দলনায়ক মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম ইউরোপিয়ান ক্লাবে আক্রমণ করা হয়েছিল, সেই আক্রমণকারী দলনেত্রী প্রিতিলতা ওয়ান্দাদারের অতুলনীয় বীরত্বের এবং আত্মবলিদানের কথা এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

চার্জ !

দলনেত্রীর আদেশ ! মুহূর্তে ছুটে গেল
বিপ্লবী দলের গুলি ! চট্টগ্রাম ইউরোপিয়ান
ক্লাবের নাচঘরে গান বাজনা স্তুতি হয়ে
গেল। ভেসে এল কোলাহল আর আর্তনাদ।

বিপ্লবীদের কাজ শেষ। মাস্টারদা সূর্য
সেনের আদেশ পালিত হয়েছে। কিন্তু কেন
এই আক্রমণের আদেশ ? সে কথা শোনা
যাক।

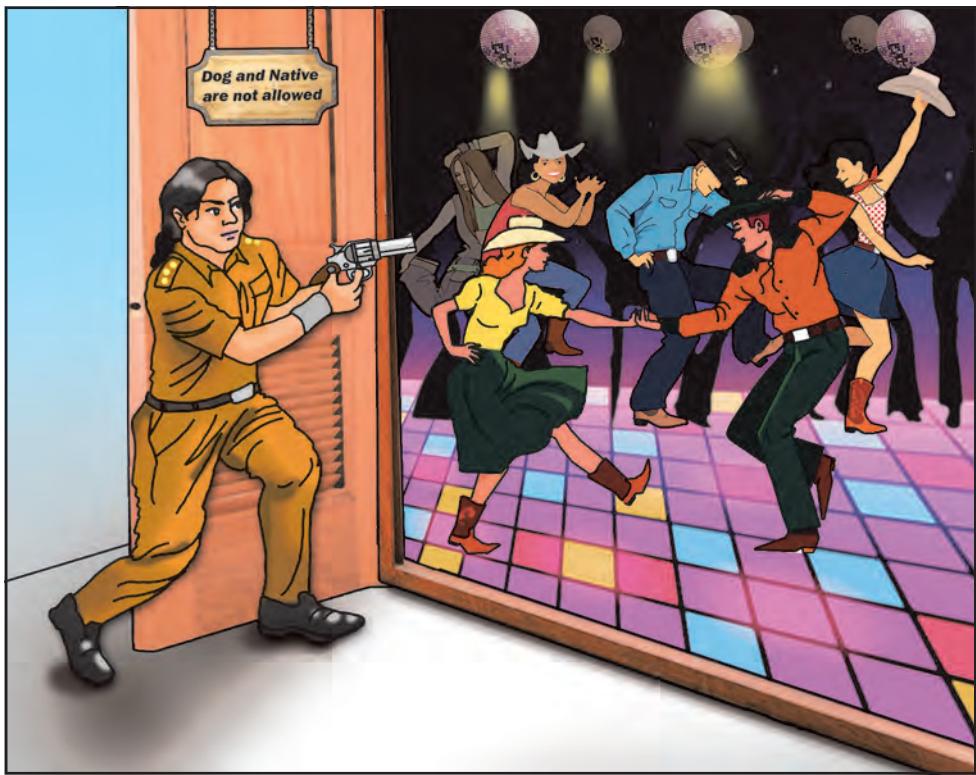
জালালাবাদের যুদ্ধ শেষ। ইন্ডিয়ান
রিপাবলিকান আর্মির সঙ্গে ছিল ইংরেজ
সৈন্যের এই লড়াই। মুক্তি যোদ্ধাদের গভীর
দেশপ্রেম আর অদম্য সাহসের কথা লোকের
মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। মুখোমুখি যুদ্ধ
শেষে বিপ্লবী যোদ্ধারা জালালাবাদ পাহাড়
থেকে সরে এসেছে। তারা এখন তাদের
গোপন আশ্রয়ে। ইংরেজ শাসকদের উপর
আঘাত হানার রণকৌশল স্থির করা হচ্ছে।
প্রতিদিন খবর আসছে ইংরেজ শাসকের
বর্বর অত্যাচারের। বিপ্লবীদের নির্মমভাবে

হত্যা করা হচ্ছে, রেহাই পাচ্ছে না তাদের
নির্দেশ মা বাবা ভাই বোনেরা।

মাস্টারদা বললেন - না, ইংরেজদের
এই নির্যাতন আর আমরা মুখ বুজে সহ্য
করব না। আমরাও ওদের উপর পালটা
আঘাত হানব। সেই উদ্দেশ্যেই ইউরোপিয়ান
ক্লাব আক্রমণের কর্মসূচি।

আক্রমণ শেষ করে বিপ্লবীরা দ্রুত
পায়ে স্থান ত্যাগ করেছিলেন। হঠাৎ শক্তির
গুলি এসে লাগল প্রিতিলতার গায়ে। তিনি
পড়ে গেলেন। অন্যেরা তখন অনেক দূর
এগিয়ে গেছেন।

আহত প্রিতিলতা চেতনা হারাচ্ছেন।
দূর থেকে যেন ভেসে আসছে মাস্টারদার
কঠস্বর — ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণের
প্রস্তুতি শেষ। ২৪ সেপ্টেম্বর আক্রমণের
তারিখ হয়েছে। কিন্তু তার নেতৃত্ব দেবে
কে ? প্রিতির মনে পড়ছে তিনি মিনতি
করছেন—আমি যাব মাস্টারদা আমায়
একবার বিপ্লবী যুদ্ধের সুযোগ দিন। তাঁর



একান্ত ইচ্ছা শেষ পর্যন্ত মঞ্জুর হল — প্রীতি, এই অভিযানের নেতৃত্ব তোমাকেই দিলাম।

প্রীতির মনে পড়ে যায় তাঁর পরনে
পুরুষ সৈনিকের বেশ, তিনিও এখন,
ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির একজন
যোদ্ধা। মাস্টারদা মাথায় হাত দিয়ে বলছেন,
নিখুঁত তোমার পোশাক। যাও, জয়ী হয়ে
ফিরে এসো। ওখানে পৌঁছেই দেখলেন
ক্লাবের দরজায় লেখা— ডগস্ অ্যান্ড
নেটিভস্ আর নট অ্যালাউড (কুকুর এবং
ভারতীয়দের প্রবেশ নিষেধ) কী!
ভারতীয়দের এই অপমান ! তারপরেই তাঁর
বজ্জ্বকঠে আদেশ চার্জ।

আঃ। আঃ। দুচোখ বুজে আসছে।
আবছা মনে পড়ে যাচ্ছে—দীপালি সংঘ—
নন্দনকানন স্কুল—মা—বাবা ! বিড়বিড়

করে বলছেন—মাস্টারদা। আমাদের উপর
অত্যাচারের প্রতিশোধ আমরা... আঃ !
কিন্তু আপনার কাছে ফিরে যেতে...।

ও কী ! কাদের পায়ের আওয়াজ !
কারা এগিয়ে আসছে ? শক্রপক্ষ ! ধরা
পড়লে যে দলের গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে
যাবে, লাঢ়িত হতে হবে ! না ! কিছুতেই
তা হতে দেব না।

দুর্বল অবশ হাতটি কোনোমতে পকেট
হাতড়ে বের করে আনল পটাশিয়াম
সায়ানাইডের মোড়ক। তারপর মুখে পুরে
দিল।

ইংরেজ ক্যাপ্টেন এসে মৃত সৈনিকটিকে
দেখে স্তন্ত্রিত হয়ে যায়। সৈনিক পুরুষের
ছদ্মবেশে একজন মেয়ে ! তাঁর পকেট থেকে
বের হল একটি চিরকুট। তাতে লেখা আছে

- আমি শুন্দার সঙ্গে ঘোষণা করছি, আমি ইত্তিয়ান রিপাবলিকান আর্মির চট্টগ্রাম শাখার একজন সৈনিক। এই সংগঠনের মহৎ আদর্শ হল আমার মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষা। আজকের কাজটি সেই ধারাবাহিক

সংগ্রামের একটি অঙ্গ।... আমি আমার মহান নেতার আদেশ পালন করলাম।

‘ইনিই প্রীতিলতা ওয়াদাদার— ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম মহিলা’ শহিদ।

শব্দার্থ

ধারাবাহিক - ক্রমাগত, নিরবচ্ছিন্ন

রেহাই - ছাড় / মুক্তি

আওয়াজ - শব্দ

দশপ্রেম - দেশের প্রতি ভালোবাসা

স্তুতি - হতচকিত

স্তুতি - চুপচাপ

মুখোমুখি - সামনা-সামনি

নির্যাতন - অত্যাচার

বুজে - বন্ধ করে

আর্তনাদ - কাতর-চিকার

মিনতি - অনুরোধ, প্রার্থনা

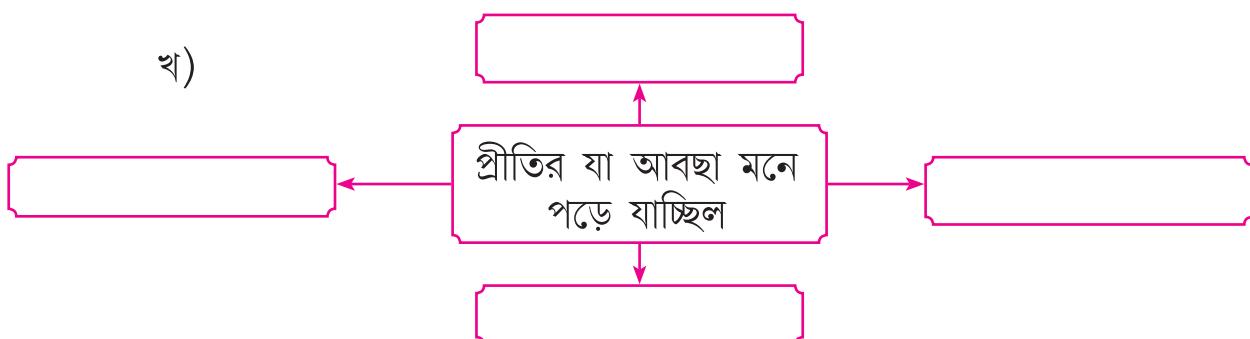
অনুশীলনী

১) হক পূর্ণ করো।

ক)



খ)



২) সত্য অথবা মিথ্যা লেখো।

ক) ভেসে এলো নাচ গানের সুর।

খ) ইত্তিয়ান রিপাবলিকান আর্মির সঙ্গে ইংরেজ সৈন্যের চুক্তি হল।

- গ) ইংরেজদের নির্যাতন বিপ্লবীরা মুখ বুজে সহ্য করেন।
ঘ) মাস্টারদা সূর্য সেনের আদেশ পালিত হয়নি।

৩) প্রবাহ তালিকা পূর্ণ করো।



৪) অপূর্ণ বাক্য পূর্ণ করো :

- ক) বিপ্লবী যোদ্ধারা জালালাবাদ পাহাড় থেকে -----।
খ) এসে মৃত সৈনিকটিকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে যায়।
গ) ও কী! কাদের পায়ের আওয়াজ ! কারা ?

৫) এক বাকে উত্তর লেখো।

- ক) ইউরোপিয়ান ক্লাবে কবে আক্রমণ করা হয়েছিল ?
খ) প্রীতিলতা কীভাবে মৃত্যুবরণ করেছিলেন ?
গ) ইংরেজ ক্যাপ্টেন মৃত সৈনিককে দেখে কেন স্তম্ভিত হয়েছিলেন ?

৬) সংক্ষেপে উত্তর দাও।

- ক) প্রীতিলতা কেন মৃত্যুবরণ করেছিলেন ?
খ) ইউরোপিয়ান ক্লাবে কেন আক্রমণ করা হয় ?
- ৭) পাঠের থেকে বিবৰণ শব্দ খুঁজে লেখো এবং বাকে প্রয়োগ করো।
- ক) মুক্তি -
খ) প্রার্থনা -

৮) অভিমতমূলক প্রশ্ন :-

- ক) বিপ্লবীদের চরিত্র তোমার ভালো লাগে। — এ বিষয়ে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।
খ) ‘দেশের প্রতি তোমার কর্তব্য’—এ বিষয়ে তোমার অভিমত লেখো।

৯) বিপ্লবী সূর্য সেনের বিষয়ে একটি নিবন্ধ লেখো।

৮. উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা

বিমল চন্দ্র ঘোষ

কবি পরিচিতি

কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ, পিতা নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, জন্ম ১২ ডিসেম্বর ১৯১০, মৃত্যু ২২ অক্টোবর ১৯৮১, জন্ম ও শিক্ষা কলকাতা শহরে, যৌবন কাল থেকেই তিনি রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন, বামপন্থি বিশিষ্ট কবি ও গীতকার রূপে পরিচিত, সমাজের নিম্ন বর্গের উত্থানের জন্য বিশেষ অবদান আছে।

কবিতা প্রসঙ্গ

কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ প্রকৃতির এক ক্ষুদ্র পাথী পায়রার বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির সুন্দরতারও এক বালক তুলে ধরেছেন। এখানে পায়রা সুখ, শান্তি ও স্বাধীনতার প্রতীক। পায়রা সব সময় উজ্জ্বল নির্মল আকাশে উড়ে বেড়ায়। তারা কোন কিছুর অক্ষেপ করেনা। প্রকৃতিতে আমরা না থাকলেও নানা রঙের পায়রা উড়ে বেড়াবে। পায়রাগুলি বিভিন্ন ফুলের পাপড়ির মতো শুধুই ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে বেড়ায়।

উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা

সুর্যের উজ্জ্বল রৌদ্র

চথঙ্গে পাখনায় উড়ছে।

নিঃসীম ঘননীল অম্বর

গ্রহ তারা থাকে যদি থাক নীল শূন্যে।

হে কাল, হে গন্তীর

অশান্ত সৃষ্টির

প্রশান্ত মহৱ অবকাশ

হে অসীম উদাসীন বারোমাস।

চৈত্রের রৌদ্রের উদ্বাম উল্লাসে

তুমি নেই, আমি নেই, কেউ নেই,

শুধু শ্বেত পিঙ্গল কৃষ্ণ

এক ঝাঁক উজ্জ্বল পায়রা।

আকাশি ফুলের শ্বেত পিঙ্গল কৃষ্ণ



কম্পিত শত শত উড়ন্ত পাপড়ি
 তুমি নেই, আমি নেই, কেউ নেই
 দুপুরের ঝলমলে জীবন্ত রৌদ্রে
 ওড়ে শুধু এক ঝাঁক পায়রা ।

শব্দার্থ

ঝাঁক - দল, সমূহ,	পায়রা - কপোত, কবুতর	শুন্যে - আকাশে
অন্ধর - আকাশ, নভ	সৃষ্টি - নির্মাণ, প্রকৃতি	নিঃসীম - অসীম
মছর - মন্দগামী, ধীর	শ্বেত - সাদা	পিঙ্গল - হলুদ আভা
	পিঙ্গল	কৃষ্ণ - কালা

অনুশীলনী

১) কবিতার পংক্তি পূর্ণ করো।

- ক) থাকে যদি থাক নীল শুন্যে ।
- খ) এক ঝাঁক পায়রা ।
- গ) হে অসীম বারোমাস ।

২) ছক পূর্ণ করো।



৩) এক বাক্যে উত্তর লেখো।

- ক) চথল পাখনায় কারা উড়ছে ?
- খ) কবি গ্রহ-তারাদের কোথায় থাকার কথা বলেছেন ?
- গ) উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা কোথায় উড়ছে ?

৪) সংক্ষেপে উত্তর লেখো।

- ক) কবিতায় কবি আকাশি ফুল ঝুপী পায়রার বর্ণনা কীভাবে করেছেন ?
- খ) কবি আকাশের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা লেখো।

৫) নীচের শব্দের অর্থ লিখে বাক্যে প্রয়োগ করো।

- ক) ঘননীল -
- খ) অবকাশ -
- গ) কম্পিত -
- ঘ) ঝলমলে -

৬) নীচের শব্দের বিপরীত শব্দগুলি কবিতা থেকে খুঁজে লেখো।

- ক) সীমিত খ) শান্ত
- গ) মৃত ঘ) অনুজ্জ্বল

৭) অভিমতমূলক / ব্যক্তিগত প্রশ্ন :-

‘প্রাকৃতিক শোভা সকলেরই পছন্দ’ — এ বিষয়ে তোমার মতামত স্পষ্ট করো।



৯. ভানুসিংহের পত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লেখক পরিচিতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে ৭ই মে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে জন্ম হয় বাংলায় ২৫শে বৈশাখ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সারদা দেবীর কনিষ্ঠ সন্তান। শৈশব থেকেই তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেন। পরবর্তীকালে তিনি বিশ্ব বরণ্য কবি হন এবং ১৯১৩ সালে গীতাঞ্জলি ইংরেজি অনুবাদের জন্য নোবেল প্রাইজ পান। কেবল কবিতা নয় সাহিত্যের বিভিন্ন শাখাতেই তার অবিস্মরণীয় অবদান। উপন্যাস, ছেটগল্প, নাটক, গান, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, চিত্রকলা, পত্রসাহিত্য প্রভৃতি রচনা করেছেন। তার বিখ্যাত গ্রন্থগুলি হল চিরা, সোনার তরী, গীতাঞ্জলী, বলাকা, নাটক বিসর্জন, ডাকঘর, চোখের বালি, ঘরে বাইরে, গোরা ইত্যাদি, মৃত্যু ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে ১লা আগস্ট।

পাঠ প্রসঙ্গ

ভানুসিংহের পত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ভানুসিংহের পত্রাবলী’ নামক গ্রন্থ থেকে সংকলিত। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত চিঠি পত্রগুলি গ্রন্থ আকারে প্রকাশিত হয়। আগ্রাই নদীতে ভ্রমণকালে বোটে বসে যে সব প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখেছেন এবং অনুভব করেছেন তাই তিনি পত্রের আকারে প্রকাশ করেছেন।

আগ্রাই নামক একটি নদীর উপর বোটে করে ভেসে চলেছি। বর্ষার মেঘ হয়ে আকাশ আচ্ছন্ন করেচে, একটু ঝোড়ো বাতাসের মতো বইচে, পাল তুলে দিয়েচে। নদী কুলে কুলে পরিপূর্ণ, স্নোত খরতর, দলে দলে শৈবাল ভেসে আসচে। পল্লির আঙিনার কাছ পর্যন্ত জল উঠচে, ঘন বাঁশের ঝাড়, আম কাঁঠাল তেঁতুল কুল শিমুল নিবিড় হয়ে উঠে গ্রামগুলিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেচে, মাঝে মাঝে নদীর তীরে তীরে কাঁচা ধানের ক্ষেতে জল উঠচে, কচি ধানের মাথা জলের উপর জেগে আছে।

দুই তটে স্তরে স্তরে সবুজ রঙের ঘনিমা ফুলে ফুলে উঠেচে, তারি মাঝখান দিয়ে বর্ষার খোলা নদীটি তার গেরুয়া রঙের ধারা বহন করে ব্যস্ত হয়ে চলেচে, সমস্তটার উপর বাদল-সায়াক্ষের ছায়া। বৃষ্টি নেমে এল- দুরে মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্যাস্তের একটা ম্লান আভা এই বৃষ্টিধারার আবেগের উপর যেন সান্ত্বনার ক্ষীণ প্রয়াসের মতো এসে পড়েচে। আমার এই বোট ছাড়া নদীতে আর নৌকা নেই। এই জলস্তুল আকাশের ছায়াবিষ্ট নিভৃত শ্যামলতার সঙ্গে করে একটি গান তৈরি করতে ইচ্ছে করচে,



কিন্তু হয়তো হয়ে উঠবে না । আমার দুই
চক্ষু এখন বাইরের দিকে চেয়ে থাকতে
চায়, - খাতার দিকে চোখ রাখবার এখন
সময় নয় । অনেকদিন বোলপুরে শুকনো
ডাঙায় কাটিয়ে এসেছি, এখন এই নদীর
উপর এসে মনে হচ্ছে, - পৃথিবীর যেন
মনের কথাটি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে । নদী
আমি ভারি ভালোবাসি, আর ভালোবাসি

আকাশ । নদীতে আকাশে চমৎকার মিলন,
রঙে রঙে, আলোয় ছায়ায় - ঠিক যেন
আকাশের প্রতিধ্বনির মতো । আকাশ
পৃথিবীতে আর কোথাও আপনার সাড়া পায়
না এই জলের উপর ছাড়া ।

আজ রাত্রের গাড়িতেই কলকাতায়
যাব মনে করে ভালো লাগচে না ।

ইতি ২ শ্রাবণ, ১৩২৯ ।

শব্দার্থ

বোট - এক প্রকারের নৌকা

আভা - দীপ্তি

প্রয়াস - পরিশ্রমের সঙ্গে চেষ্টা

চমৎকার - সর্বাঙ্গ সুন্দর

আচ্ছন - ঢেকে যাওয়া

আঙ্গিনা - উঠান / প্রাঙ্গণ

নিভৃত - গোপনে

বাদল - বৃষ্টি

ম্লান - মলিন

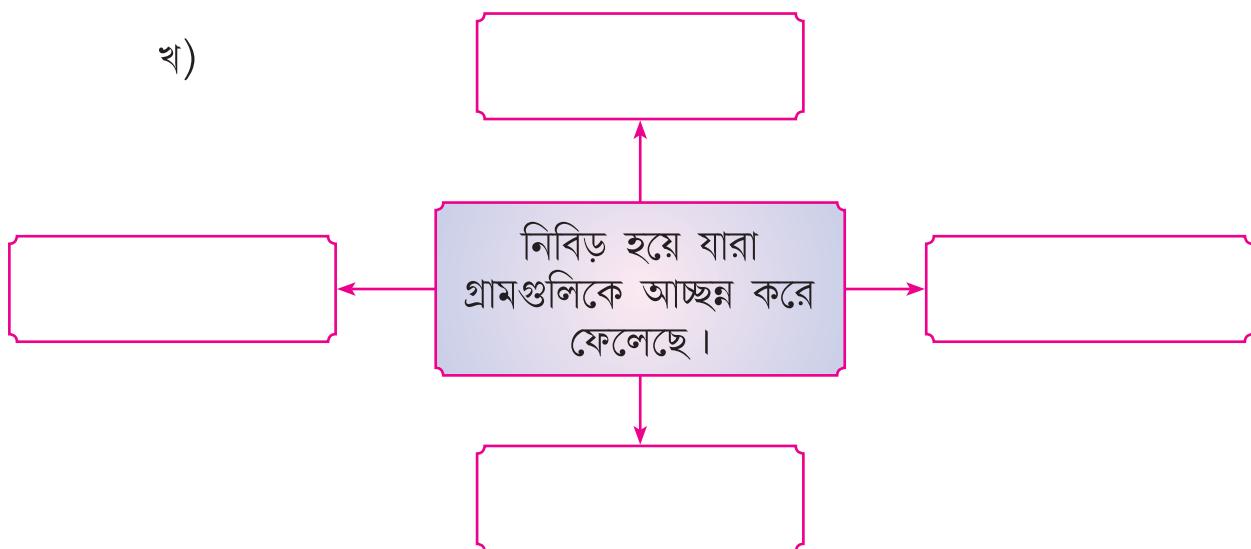
শ্যামল - সবুজ

୧) ଛକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୋ ।

କ)



ଖ)



୨) ସତ୍ୟ ଅଥବା ମିଥ୍ୟା ଲେଖୋ ।

କ) ବର୍ଷାର ମେଘ ସନ ହେଁ ଆକାଶ ଆଚନ୍ନ କରେଚେ ।

ଖ) ଦୁଇ ତଟେ ସ୍ତରେ ସ୍ତରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଫୁଟେଚେ ।

ଗ) ନଦୀକୁଳେ ଦଲେ ଦଲେ ଶୈବାଳ ଭେସେ ଆସଚେ ।

ଘ) ନଦୀକେ ଆମି ଭାରି ଭାଲୋବାସି ।

୩) ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୋ ।

କ) ଆତ୍ରାଇ ନାମକ ଏକଟି ନଦୀର ଉପର ବୋଟେ ।

ଖ) ଆମାର ଏହି ବୋଟ ଛାଡ଼ା ନଦୀତେ ଆର ।

- গ) পৃথিবীর যেন মনের কথাটি শুনতে |
- ঘ) আকাশ পৃথিবীতে আর কোথাও আপনার |
- ৪) সঠিক শব্দ বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ করো।**
- ক) গ্রামগুলিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে |
 (ঘন মেঘ / বৃষ্টিছায়া / গাছের পাতা)
- খ) নদীটি তার গেরুয়া রঙের ধারা বহন করে চলেছে নদীটি হলো |
 (পদ্মা / গঙ্গা / আত্রাই)
- গ) আত্রাই নদীর জল ধারার রং |
 (লাল / গেরুয়া / নীল)
- ঘ) সুর্যাস্তের স্মান আভাকে লেখকের মনে হয়েছে |
 (পৃথিবীর কথা / প্রকৃতির সুর / সান্তনার ক্ষীণ প্রয়াস)
- ঙ) ভানুসিংহের পত্র রচনা অংশটির মূল গ্রন্থ হল |
 (ছিন্পত্র / রাশিয়ার চিঠি / ভানুসিংহের পত্রবলী)
- ৫) এক বাক্যে উত্তর লেখো।**
- ক) কবি কোন নদীতে ভেসে চলেছেন ?
 খ) আকাশকে কীসে আচ্ছন্ন করেছে ?
 গ) জলের উপর কী জেগে আছে ?
 ঘ) কবির কী ইচ্ছা করছে ?
 ঙ) কবি কী কী ভালোবাসেন ?
- ৬) নিম্নলিখিত শব্দের অর্থ খুঁজে লেখো।**
- ক) শেওলা - খ) ঘন -
 গ) শির - ঘ) কিনারা -
 ঙ) গগন -

৭) নিম্নলিখিত শব্দের বিপরীত অর্থ পাঠ থেকে খুঁজে নিয়ে লেখো ।

- ক) পাতাল খ) নীচে
- গ) পুরানো ঘ) পাকা
- ঙ) অল্পান চ) ছায়া

৮) নিম্নলিখিত শব্দের অর্থ লেখো ও বাক্য রচনা করো ।

- ক) খরতর -
- খ) বৃষ্টিধারা -
- গ) মাঝে মাঝে -
- ঘ) ভাগোবাসা -
- ঙ) বোঢ়ো বাতাস -

৯) নিম্নলিখিত শব্দের সঞ্চি বিচ্ছেদ করো ।

- ক) সূর্যাস্ত = ----- + ----- খ) খরতর = ----- + -----
- গ) জলস্তুল = ----- + ----- ঘ) চমৎকার = ----- + -----

১০) অভিমতমূলক প্রশ্নঃ-

- ক) ‘জলটি জীবন’—এ বিষয়ে তোমার মতামত ব্যক্ত করো ।
- খ) ‘পত্র আমাদের ভাব ও বিষয়ের আদান প্রদানের একটি উৎকৃষ্ট মাধ্যম’
—এ বিষয়ে তোমার মতামত প্রকাশ করো ।

১১) লেখন কৌশল :-

পত্র লেখন— তোমার বিদ্যালয়ের প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে
তোমার দিদিকে একটি পত্র লেখ ।



১০. ভিটামিন আবিষ্কার

বিশ্বনাথ রায়

লেখক পরিচয়

লেখক বিশ্বনাথ রায় এর আর এক পরিচয় তিনি চিকিৎসক। এছাড়া তিনি সাহিত্যের সাধনা করেন। বর্তমান বাংলা সাহিত্যের পাঠক-পাঠিকাদের কাছে তিনি লেখক পরিচয়ে সুপরিচিত। বেশ কিছু উপন্যাস-গল্প-প্রচন্দ তিনি রচনা করেছেন। বয়স্কদের সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের জন্যও তিনি লিখে থাকেন। তাঁর রচনা অধিকাংশই চিকিৎসা-বিজ্ঞান-ভিত্তিক।

পাঠ প্রসঙ্গ

ডাক্তার এমেট হল্ট শিশু রোগ-বিশারদ। প্রত্যেক রোগের বিশ্লেষণে তাঁর অসীম উৎসাহ। এখানে একটা রোগ ডাক্তার হল্টকে ভাবিয়ে তুলেছে, রোগটা রিকেট বা পঙ্গু রোগ। এরজন্য ডাক্তার ম্যাক্রকলাম বহু গবেষণা করে এর কারণ খুঁজে পান। এরপর ডাক্তার এমাবতি, ম্যাক্রকলাম ভিটামিন আবিষ্কার করেন। ক্রমে ক্রমে ‘ভিটামিন এ’, ‘ভিটামিন বি’ও ‘ভিটামিন ডি’ আবিস্থিত হয়। এক অভিনন্দনের উভারে ম্যাক্রকলাম এই আবিষ্কারের কৃতিত্ব তাঁর মাকে অর্পণ করেন।

ডাক্তার হল্ট এসে বললেন—একটা রোগ আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে।

ডাক্তার এমেট হল্ট শিশু রোগ-বিশারদ। তাঁর দরদী মন আছে, এবং প্রত্যেক রোগের কারণ বিশ্লেষণে তাঁর অসীম উৎসাহ।

- কি রোগ ?

- রোগটা কি ঠিক বুঝতে পারছি না। শিশুদের হাড় শক্ত হয় না। নরম হাড় নিয়ে হামাগুড়ি দিতে পারে না, হাঁটতেও পারে না। পঙ্গু হয়ে যায়।

চোখের সামনে ভেসে উঠল আমার শিশুকাল। সমস্ত গা ফেটে রক্ত ঝরছে।

যন্ত্রণায় ছটফট করছি। মা কেঁদে আকুল, ঠিক আমারই মায়ের মত পঙ্গু শিশুকে কোলে নিয়ে তার মা-ও চোখের জল ফেলছেন। ওই চোখের জল আমাকে মুছিয়ে দিতে হবে। এই আমার কর্তব্য।

— একটা কাজ করবেন ডাক্তার হল্ট ?

— কি ?

— পঙ্গু শিশুদের মলমৃত্র আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন ? পরীক্ষা করে দেখবো।

— নিশ্চয়ই - নিশ্চয়ই।

আমার কথামত ডাক্তার হল্ট পঙ্গু শিশুদের মলমৃত্র পাঠিয়ে দিলেন। আমি



পরীক্ষা শুরু করে দিলাম। পরীক্ষা করতে করতে দেখলাম, শিশুদের মলে এবং স্বাস্থ্যবান ইঁদুরের লিভারে একই জাতীয় পদার্থ পাচ্ছি। আমার দৃঢ় ধারণা হল, এই পদার্থ শিশুদের শরীর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে বলেই ওদের হাড় অত নরম, কি সেই পদার্থ দিনরাত সেই পদার্থ নিয়ে বিশ্লেষণ করতে লাগলাম। মাখন, চর্বি, মাছের তেল থেকেও একই রকমের পদার্থ পেলাম, সমস্ত পদার্থগুলিকেই বিশদভাবে বিশ্লেষণ করলাম। দীর্ঘদিন রিসার্চ করার পর পদার্থটিকে আলাদা করতে সমর্থ হলাম।

ডেভিসের (সহকর্মী বন্ধু) মুখে হাসি ফুটল। সে বলল—কি নাম দেবে এই পদার্থের। আমি বললাম—এই পদার্থটি অত্যন্ত জরুরী, অর্থাৎ ভাইটাল।

ডেভিস হেসে উত্তর দিল—
অ্যামাইন কথার মানেও কিন্তু
প্রয়োজনীয়।

— বেশ। আমি রফা করে
বললাম—তোমার কথাও থাক,
আমার কথাও থাক। দুটো কথাকে
সঞ্চি করে দিই—তাহলে কি হবে?
ভাইটাল—অ্যামাইন?

— সঞ্চি করতে গেলে উভয়
পক্ষের কিছু ছাড়তে হয়। আমার
কথার শেষ অক্ষর আর তোমার
কথার প্রথম অক্ষর ছেড়ে দাও।—

- তাহলে ভাইটা-মাইন।
- দ্যাটস রাইট। ভাইটামিন।
- ভাইটামিন অথবা ভিটামিন।

ডেভিস উত্তর দিল—শুধু ভিটামিন বললে
কি সবটা বোঝাবে?

— প্রথম আবিষ্কার করেছি, তাই এর
নাম ‘ভিটামিন-এ’ থাক ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে
ডাক্তার এমাবতি, ম্যাক্রলাম, প্রথম
‘ভিটামিন-এ’ আবিষ্কার করেন, এর দু
বছর পরে আর একটি ভিটামিন আবিষ্কার
করেন, তার নাম দেন ‘ভিটামিন বি’।

আমেরিকার সরকার প্রথমেই এই
ভিটামিন মানুষকে খেতে দিতে ইত্ত্বতঃ
করেন। প্রথমে পশুদের খেতে দেওয়া হয়।
পশুদের স্বাস্থ্যের উন্নতি লক্ষ্য করেই ক্রমশঃ
মানুষদেরও খেতে দেন এবং পরবর্তী কালে
খাদ্যের মধ্যেও মিশিয়ে দেওয়া হত।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে জন হপকিপ্সের হাইজিন অ্যাণ্ড পাবলিক হেলথ ইনসিটিউটের সভা হন। এই সময়ে সমস্ত শিশুরোগ বিশেষজ্ঞরা ডাক্তার ম্যাককলামকে খুবই সহযোগিতা করেন। তাঁরা নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতেন। এই সময়ে ডাক্তার ম্যাককলাম ‘ভিটামিন ডি’ তৈরী করে বলেন, ‘ভিটামিন ডি’ নিশ্চিতভাবে রিকেট রোগ সারিয়ে দেয়, হাড়কে শক্ত করে তোলে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ১৯৪৬ সালে ম্যাককলাম হাইজিন ইনসিটিউট থেকে অবসর গ্রহণ করলেন, এমন সময় মিঃ প্রাট নামে এক ভদ্রলোক বহু অর্থ এনে বললেন চলুন ডাক্তার ম্যাককলাম, আমরা একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলি। এই প্রতিষ্ঠান থেকে আপনি আরও অনেক কিছু আবিষ্কার করতে পারবেন।

১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে ম্যাককলাম প্রাট ইনসিটিউট প্রতিষ্ঠিত হল। হাইজিন ইনসিটিউট ম্যাককলামের কাছে এসে বলল—আপনি ইনসিটিউট একেবারে

ছেড়ে দেবেন, তা হবে না। আপনাকে যেতে হবে এবং তরুণ বৈজ্ঞানিকদের পথ দেখাতে হবে।

—বেশ তাই হবে। ম্যাককলাম মন্দু হেসে উত্তর দিলেন।

বৃন্দের জন্য হাইজিন ইনসিটিউটের এক পাশে একটি ল্যাবরেটরী তৈরী হল। তিনি সেখানে রিসার্চ করেন, পড়াশোনা করেন। নবীন বৈজ্ঞানিকদের কোন অসুবিধা হলে, তিনি সমাধান করে দেন।

কেউ কোন কারণে বৃন্দকে অভিনন্দিত করতে এলে, তিনি ছল ছল নয়নে মন্দু হেসে বলেন—আমাকে নয় আপনি আমার মাকে অভিনন্দন দিন। আমি তাঁরই প্রতিনিধি।

কেউ যদি প্রশ্ন করেন,—আপনি কি ধরনের রিসার্চ ভালবাসেন? ম্যাককলাম বলেন— যে রিসার্চের মধ্যে মানুষের কল্যাণ আছে, তা যে রকমেরই হোক না কেন, আমি শুন্দা করি। আমি প্রাণপনে সাহায্য করি যাতে সেই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করতে পারেন, যাতে মানুষের মুখে হাসি ফোটে।

শৰ্দার্থ

রোগ-বিশারদ - রোগের চিকিৎসায় প্রভূত জ্ঞানসম্পন্ন

দৰদী - সমব্যাধী

বিশ্লেষণ - অনুপুঙ্গ বিচার, বিভাজন

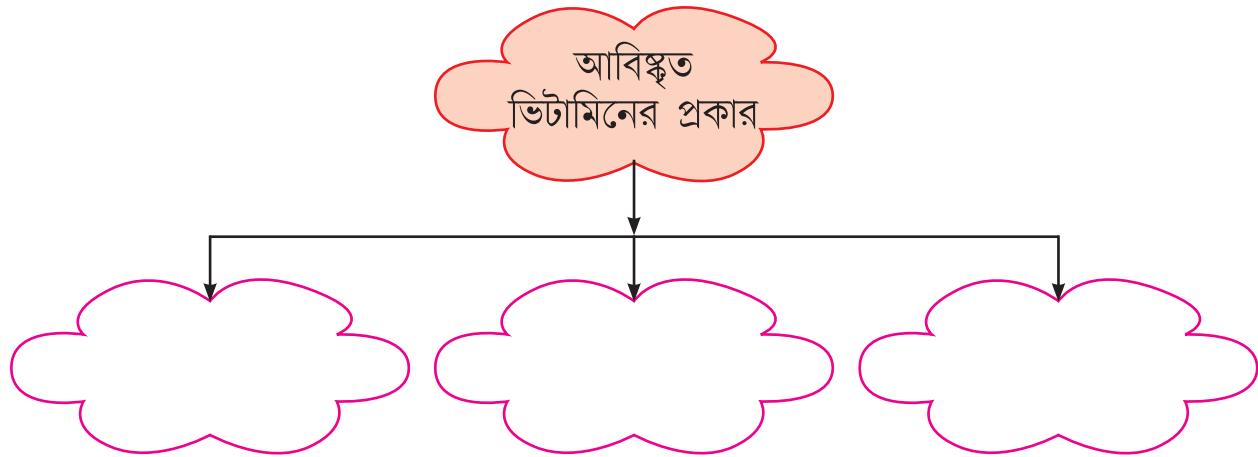
অসীম - যার সীমা নাই

উৎসাহ - আগ্রহ

পঙ্কু - অসাড়, বিকলাঙ্গ

কৰ্তব্য - করনীয় কৰ্ম

১) ছক পূর্ণ করো।



২) সত্য অথবা মিথ্যা লেখো।

- ক) ডাক্তার এমেট হল্ট চক্ষু রোগ বিশারদ। -----
- খ) অ্যামার্টিন কথার মানে প্রয়োজনীয় বস্তু। -----
- গ) ডাক্তার এমারভি, ম্যাককলাম প্রথম ‘ভিটামিন এ’ আবিষ্কার করেন। --
- ঘ) ‘ভিটামিন বি’ রিকেট রোগ সারিয়ে দেয়। -----
- ঙ) ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে ‘ম্যাককলাম প্রাট’ ইনসিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। -----

৩) প্রবাহ তালিকা পূর্ণ করো।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ‘ভিটামিন এ’ আবিষ্কার হয়।



৪) অপূর্ণ বাক্য পূর্ণ করো।

- ক) রোগটা কি ঠিক |
- খ) চোখের সামনে ভেসে উঠল |

- গ) দিনরাত সেই পদার্থ নিয়ে ।
 ঘ) সন্ধি করতে গেলে ।
 ঙ) আমাকে নয় আমার ।

৫) এক বাকে উত্তর লেখো ।

- ক) ডাক্তার এমেট হল্ট কোন রোগবিশারদ ছিলেন ?
 খ) ‘ভিটামিন এ’ কারা আবিষ্কার করেন ?
 গ) ‘ভিটামিন ডি’ কোন রোগ সারাতে সাহায্য করে ?
 ঘ) কত খৃষ্টাব্দে ম্যাক্রকলাম প্রাট ইনসিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয় ?
 ঙ) ম্যাক্রকলাম কার প্রতিনিধি ?

৬) সংক্ষেপে উত্তর লেখো ।

- ক) ভিটামিন নামকরণের কাহিনীটি বলো ।
 খ) ডাক্তার হল্ট কোন রোগটিকে বুঝেতে পারলেন না ?
 গ) ‘চোখের সামনে ভেসে উঠল আমার শিশুকাল’—এর ফলে কী ঘটল ?
 ঘ) ম্যাক্রকলাম কোন ধরণের রিসার্চ ভালোবাসতেন ?

৭) কারণ লেখো ।

- ক) দিন রাত সেই পদার্থ নিয়ে বিশ্লেষণ করতে লাগলাম ?
 খ) এই সময়ে ডাক্তার ম্যাক্রকলাম ভিটামিন ডি তৈরী করেন ।
 গ) ‘আপনি ইনসিটিউট একেবারে ছেড়ে দেবেন, তা হবে না ।

৮) কে, কাকে বলেছে তা লেখো ।

- ক) ‘পঙ্কু শিশুদের মলমৃত্র আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন ? পরীক্ষা করে দেখবো ।
 খ) ‘আপনি ইনসিটিউট’ একেবারে ছেড়ে দেবেন, তা হবে না ।’
 গ) ‘অ্যামার্টিন কথার মানেও কিন্তু প্রয়োজনীয় ।’

৯) দেওয়া শব্দের অর্থগুলি পাঠ থেকে খুঁজে লেখো ।

- অ) সমব্যাহী - আ) আগ্রহ -
 ই) করণীয় কর্ম - ঈ) অসাড় -

১০) বিপরীত শব্দগুলি পাঠ থেকে খুঁজে লেখো।

অ) অনুৎসাহ আ) অবনতি

ই) শক্র ঈ) শেষ

১১) পদান্তর করো।

অ) বিশ্লেষণ - ই) সহযোগ -

আ) আবিষ্কৃত - ঈ) দৃঢ়তা -

১২) দুপাশের বাক্যাংশ মিলিয়ে সার্থক বাক্য তৈরি করো।

বাম দিক	ডান দিক
ক) শিশুদের হাড়	দিয়ে বিশ্লেষণ করতে লাগলাম।
খ) ওই চোখের জল	অর্থাৎ ভাইটাল।
গ) দিনরাত সেই পদার্থ	কিছু ছাড়তে হয়।
ঘ) এই পদার্থটি অত্যন্ত জরুরী	শক্ত হয় না।
ঙ) সম্ভি করতে হলে উভয় পক্ষের	আমাকে মুছিয়ে দিতে হবে।

১৩) অভিব্যক্তিমূলক প্রশ্ন :—

ক) ‘রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য শাক সজী খাওয়া খুবই জরুরী’
— এ ব্যাপারে তোমার মতামত ব্যক্ত করো।

খ) ‘খাবারের শুধু পরিমাণ নয়, গুনমানের দিকেও নজর রাখতে হয়’—এ
সম্বন্ধে তোমার অভিমত লেখো।



১১. ষষ্ঠীচরণ

কনক মুখোপাধ্যায়

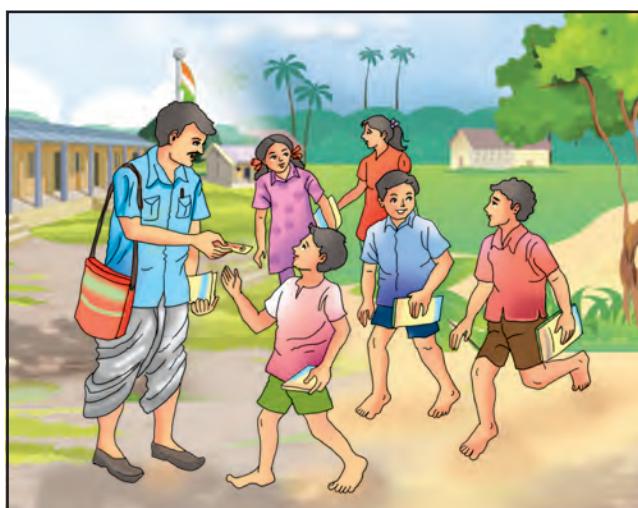
কবি পরিচিতি

কনক মুখোপাধ্যায় আধুনিক যুগের একজন বিশিষ্ট মহিলা কবি। তার জন্ম ১৯২৯ সালে এবং মৃত্যু ২০০৫ সালে। তিনি একাধারে কবি ও প্রাবন্ধিক। স্বাধীনতা আন্দোলন, নারী মুক্তি আন্দোলন, জন আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। নিপীড়িত, বধিত মানুষের কাছাকাছি থেকেছেন। তাঁরে দুঃখ সংগ্রাম ও উত্তরণের কথা অজস্র রচনায় তুলে ধরেছেন, অতি সরল ভাষায় তাঁর বক্তব্য কবিতাতে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন।

কবিতা প্রসঙ্গ

শিক্ষা মানুষের অনেক অঙ্গতাকে দূর করে। শিক্ষার বিস্তারের ফলে গরিব ঘরের ছেলে মেয়েরাও শিক্ষার সুযোগ নিতে পারছে। তারা জানতে পাচ্ছে দেনা পাওনার সঠিক হিসাব। ফলে অঙ্গতার সুযোগ নিয়ে সাধারণ মানুষকে ঠকাবার দিন শেষ হয়ে আসছে। কবিতায় ষষ্ঠীচরণের জীবনের পরিবর্তন শিক্ষার সুফল ফলবার সুন্দর দৃষ্টান্ত।

থলি হাতে এলেন বাবু শাক সবজি নিলেন,
হিসেব করে কুড়ি টাকার নোটটি দিয়ে গেলেন।
চট জলদি হিসেব লিখে পিছন পিছন যাই,
বলি, বাবু, দেখুন আরো বিশ পয়সা পাই,
যা কিনেছেন সব লিখেছি হিসেব দেখে নিন,
রেজগি আছে। খুচরো যদি না থাকে নোট দিন।



অট্ট হেসে বলেন তিনি,
হিসেব দেখাচ্ছিস,
এই নে টাকা, কোন ইঙ্কুলে
কোন কেলাসে পড়িস ?
দাম মিটিয়েই ছোটেন বাবু,
দেখেন হাতের ঘড়ি,
শুনলেন না কোন ইঙ্কুলে
কোন কেলাসে পড়ি।

গাঁয়ের ছেলে ষষ্ঠীচরণ শ্যাম কামারের বেটা
 ইঙ্গুলেতে পড়ি কিনা সবাই জানে সেটা ।
 আমি পড়ি ময়না পড়ে, পড়ে নবা মাঝি,
 ওনারা শুধু ভাবেন আমরা আগের মতই আছি ।

শব্দার্থ

খলি - থলে, ব্যাগ

গাঁ - গ্রাম

চট জলদি - খুব দ্রুত

কেলাস - শ্রেণী

রেজগি - খুচরো পয়সা

বেটা - পুত্র

অট্টহেসে - হো হো করে হেসে

মিটিয়ে - চুকিয়ে

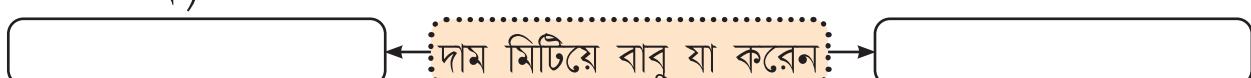
অনুশীলনী

১) শূন্যস্থান পূর্ণ করো ।

- ক) হিসেব করে নোটটি দিয়ে গেলেন ।
- খ) যা কিনেছেন সব লিখেছি দেখে নিন ।
- গ) বলেন তিনি, হিসেব দেখাচ্ছিস ।
- ঘ) ইঙ্গুলেতে পড়ি কিনা জানে সেটা ।

২) ছক পূর্ণ করো ।

- ক)



- খ)



৩) এক বাকে উত্তর লেখো ।

- ক) বাবু হিসেব করে কত টাকা দিলেন ?
- খ) নোট আর রেজগিরের মধ্যে তফাহ কী ?
- গ) এই কবিতায় কাদের কথা বলা হয়েছে ?
- ঘ) ষষ্ঠীচরণের পিতার নাম কী ছিল ?

৪) সংক্ষেপে উত্তর লেখো।

- ক) ষষ্ঠীচরণ বাবুকে কী কী বলেছে ?
 খ) শহরের লোকেরা গ্রামের লোকের সম্পর্কে কী ভাবে ?
 গ) বাবু কী কী করলেন ?

৫) সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো।

- ক) ষষ্ঠীচরণ করে ব্যবসা। (সবজির / ফলের / মুদির)
 খ) বাবু নিলেন। (মাছ / শাকসবজি / ফল)
 গ) ষষ্ঠীচরণ যায়। (কাবে / স্কুলে / মাঠে)
 ঘ) ষষ্ঠী চরণের সহপাঠীরা হল।
 (নাড়ু-হারু / রিনা-রেজিনা / ময়না-নবা)
- ঙ) বাবু ছিলেন। (বিদেশি / গ্রামের / শহরের)

৬) বাক্য রচনা করো।

- ক) শাক সবজি -
 খ) কুড়ি টাকা -
 গ) খুচরো পয়সা -
 ঘ) অট্টহাসি -

৭) নিম্নলিখিত শব্দের বিপরীত অর্থগুলি কবিতা থেকে খুঁজে লেখো।

- ক) গেলেন ✗..... খ) দিলেন ✗.....
 গ) দেরি ✗..... ঘ) শহর ✗.....

৮) অভিব্যক্তিমূলক প্রশ্ন :-

- ক) ‘শিক্ষা কোন ভিক্ষা নয়’— এ বিষয়ে তোমার চিন্তা ধারা ব্যক্ত করো।
 খ) তুমি রোজ বিদ্যালয়ে গিয়ে কী কী করো তার একটা রোজনামচা লেখো।
 গ) ‘শিক্ষা একটা নিরন্তর চলার প্রক্রিয়া’—তা তোমার নিজের ভাষায় ব্যক্ত করো।



১২. রেফারি নুটকাকা

বিমল কর

লেখক পরিচিতি

লেখক বিমল করের জন্ম ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু ২০০৩ সালে। স্বাধীনতার পরবর্তী কালে এক অন্য ধরনের গল্প ও উপন্যাসের লেখক হিসাবে মর্যাদা পেয়েছে। তাঁর গল্প উপন্যাসে ঘটনার চেয়ে মানুষের মনের জাতিলতা বেশী একেছেন।

ছোটদের জন্য তাঁর বেশ কয়েকটি গোয়েন্দা-কাহিনী ও গল্পের বই আছে। তার মধ্যে ‘একটি ফটোচুরির রহস্য’, গজপতি ভেজিটেল শু কোম্পানি, বাঘের থাবা ইত্যাদি। উপন্যাস দেয়াল, খড়কুটো. পূর্ণ-অপূর্ণ, যদুবংশ ইত্যাদি অন্যতম মূল্যবান সৃষ্টি। ফিকিরা তাঁর গোয়েন্দার নাম।

পাঠ প্রসঙ্গ

এখানে রেফারী নুটকাকার জীবনের বিচ্চির ঘটনার কথা বলেছেন। ডাক্তারী পড়া অসমাপ্ত রেখে দাঁতের ডাক্তারীর ক্লিনিক খুলে বসে আছেন। ফুটবল খেলতে গিয়ে জখম হয়ে খেলা ছেড়ে দেন। পরবর্তীকালে তাকে রেফারী কাপে দেখা যায়। একটি চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলের খেলাতে যে ঘটনা ঘটেছিল তারই এক রোমাঞ্চকর ঘটনা এখানে সঘটিত করেছেন।

নুটকাকার কপাল মন্দ, ডাক্তারিতে দুকেও পড়া শেষ করতে পারেননি। চেষ্টাও করেননি বোধ হয়। তার বদলে দাঁতের ডাক্তারি শিখতে লাগলেন আর সেই কম বয়সেই দু-একটা ছোটো ক্লাবে টু মেরে হট করে একদিন ডালহাউসিতে ঢুকে পড়েন।

বছরখানেকের মধ্যে হাঁটু জখম। মাইলচাকি দু-টুকরো। নুটকাকা খেলা ছেড়ে ফিরে এলেন নিজের জায়গায় রায়পুরে। রায়পুর মাঝারি শহর। নুটকাকাদের মস্ত পরিবার। মোটামুটি ধনী বাড়ি। নিয়মরক্ষার মতো ছোটো একটা ডেন্টাল ক্লিনিক খুলে

দিব্য দিন কাটাতে লাগলেন।

এই নুটকাকার প্রচণ্ড খাতির বাড়ত গরম আর বর্ষাকালে। পাড়ার ছোটখাটো ফুটবল খেলা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাত না।

বড়ো খেলা হলেই নুটকাকার ডাক আসত রেফারি হ্বার। হাজার হেক কলকাতার মাঠে খেলেছেন তো, অভিজ্ঞতা কম নয়।

ফুটবল মাঠে নুটকাকা ছিলেন জাত রেফারি। ধাতে কড়া, মেজাজ ঠাণ্ডা, সিদ্ধান্তে অটল অবিচল নুটকাকাকে ফাঁকি দেওয়া যেত না, আবার চিকার চেঁচামেচি,



গালমন্দ করে ভয় পাওয়ানোও অসম্ভব ছিল।

নুটুকাকার মাঠে নামার ড্রেসটাই ছিল দেখার মতন। সাদা হাফ-প্যান্ট, গায়ে কলার তোলা নীল গেঞ্জি, পায়ে কালো মোজা, সাদা কেডস। গলায় বোলানো থাকতো হইসল, ডান হাতে রিস্ট ওয়াচ। চেট খাওয়া হাঁটুতে নিক্যাপ। ছিপছিপে চেহারা, ফরসা রং, মাথার চুল পাতলা। বর্ষাকাল জলকাদার মাঠে সাদা হাফপ্যান্টের বদলে খাকি প্যান্ট পরতেন নুটুকাকা।

এই নুটুকাকাই একবার এক কাণ্ড করে বসলেন। সেটাই গল্ল।

আমাদের টাউনের সঙ্গে শালতোড় কোলিয়ারির খেলা ফাইনাল ম্যাচ। জায়রাজ কাপ ফাইনাল।

খেলা স্কুলের মাঠে। যদিও এটা বড়োদের খেলা।

খেলার দুদিন আগে থেকে শহর জুড়ে তিনটে টাঙ্গাগাড়ি চকর মারল। মুখে চোঁ লাগিয়ে বিল্টুদারা চেঁচিয়ে বেড়াল, দলে দলে মাঠে আসুন, শহরের মান রাখুন, শালতোড় ভাসেস রায়পুর ফুটবল ফাইনাল। স্কুলের মাঠে খেলা শুরু হবে বিকেল চারটে পনেরোয়।

আমাদের শহর যে ফুটবল পাগল তা নয়, তবু ছেলে-ছোকরারা ছাড়াও মাঝ-বয়সিরা পর্যন্ত ঠিক করে ফেললেন শহরের মান রাখতে খেলা দেখতে যাবেন। আর আমরা তো নাচতে লাগলাম। ভেতরে ভেতরে একটা রাগও ছিল। শালতোড় এদিককার এক নম্বর টিম। আমরা আজ পর্যন্ত মাত্র একবার ছাড়া বার বার হেরেছি তাদের কাছে। তাও বেশি-বেশি গোলে।

তবে এবার আমাদের তরফে খাতায়-কলমে ক-টি অ্যাডভান্টেজ দেখা যাচ্ছিল।

প্রথম অ্যাডভান্টেজ খেলা আমাদের মাঠে। নয় নয় করেও শ-দুশো লোক আমাদের হয়ে চেঁচাবে, সারাক্ষণ কাঁসর-ঘন্টা আর ভেঁপু বাজাবে। শালতোড়ের মেজাজ খারাপ করে দেবার কৌশল।

দু-নম্বর অ্যাডভান্টেজ, এই প্রথম দুটো ভাগে প্লেয়ার আমরা পেয়েছি। একটা গোলকিপার আর একটা ফরোয়ার্ড।

খেলার দিন যথারীতি স্কুলের মাঠ ভরে গেল। মাঠের দু-পাশে লোক, গোলপোস্টের পেছনও। মোটা দুই কাঁঠাল গাছ ছিল কাছে, তার ডালে কেউ কেউ চড়ে বসেছে। ওরই মধ্যে পাতার আড়ালে বেচু তার গুলতি আর কয়েক মুঠো ছোটো ছোটো পাথর-নুড়ি নিয়ে বসে পড়েছে। সময় মতন শালতোড়ের প্লেয়ারদের মাথায় টিপ করে ছররা চালিয়ে দেবে।

মাঠ গমগম করছে। বার কয়েক হল্লাও উঠল-‘চিয়ার আপ রায়পুর’, ‘জিতেগা ভাই জিতেগা’, ‘রায়পুর জিতেগা’...। শালতোড়ের দল মাঠে নেমে গেল। চেঁচামেচিতে তাদের কান নেই। মুখে অবঙ্গার হাসি।

তারপর নামলো আমাদের দল। প্রায় পিছন পিছন নুট্কাকা। আর দুই লাইসম্যান, একজন আমাদের, অন্যজন ওদের।

নুট্কাকা ঘড়ি দেখলেন। লাইসম্যানদের তাদের জায়গায় পাঠিয়ে

দিলেন। ক্যাপ্টেনে ক্যাপ্টেনে হ্যান্ডসেক, টস তারপর খেলা শুরু—হৃষিসেল।

গোড়ায় একটু ডিমেতালে খেলে হঠাৎ শালতোড় ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। যেন বেসামাল করে দেবে আমাদের, দিয়েই দু-একটা গোল ঝুলিয়ে দেবে গলায়। আমরা হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। একটা গোল তো হয়েই যাচ্ছিল, গোলকিপার লালার কেরামতিতে বেঁচে গেলাম। রায়পুর একেবারে ফালতু টিম নয়। শালতোড়ের সমান সমান না হলেও তফাতটা আঠারো-বিশের। তাছাড়া এবার আমরা যতটা তৈরি, ততটাই মরিয়া। জান যায় যাক, মান খোয়াবো না। কাজেই খেলাটা এক সময়ে জমে গেল। শালতোড় যদি তেড়ে আসে আমরাও ছোবল মারতে ছেড়ে দিই না।

নুট্কাকা একবার মাঠের এদিকে তো পরক্ষণেই ওদিক। এদিকে আমাদের শহরের দর্শকদের গলা চড়ছে, হল্লা বাড়ছে, কাঁসর-ঘন্টা বাজছে। ওদের ফরোয়ার্ড বল নিয়ে ছুটে এলেই একসঙ্গে অন্তত পঞ্চাশটা গলা দিয়ে মোষের আওয়াজ বেরোয়, ওরা চটে যায়, ঘাবড়ে যায়। পা থেকে বল কেড়ে নেয় আমাদের গদাই কিংবা মানিক। ওদের ফটকার চোরাগোপ্তা মার তেমন চলছে না। নুট্কাকা ফটাফট ফাউলের বাঁশি বাজাচ্ছেন। তবে ওদের তুফান একাই একশো। তাকে আটকানো মুশকিল। বেচু বার কয়েক

গুলতি চালাল। তুফানের লাগলো না।
উপরন্ত নুটকাকা খেলা থামিয়ে গাছের
দিকটা দেখে নিলেন।

হাফ-টাইমের আগে আমরা একটা
গোল খেয়ে গেলাম।

আবার যখন খেলা শুরু হলো হাফ-
টাইমের পর-তখন আমরা একটু মুষড়ে
ছিলাম। কী জানি কী হবে। ওরা তখন
বাঘ। আমরা না ছাগল হয়ে মাঠ ছাড়ি।
কিন্তু খানিকটা পরে কী যে হয়ে গেল,
ফড়িং দারুণ চালাকি করে দিলো গোলটা
শোধ করে। শালতোড়ের কর্টা প্লেয়ার গিয়ে
ধরল নুটকাকাকে।

অফসাইড স্যার।

নো।

আপনি লাইসম্যানকে জিজ্ঞেস করুন।

আই নো মাই জব। ডোন্ট আরগু।
আমার কাজ আমি বুঝি, তক করো না।

গোল শোধের পর মাঠে আমাদের
লোকদের কী উল্লাস। শাঁখের মতন কে
যেন ভেঁপু বাজিয়ে দিল। যাই হোক আবার
খেলা শুরু হল।

এবার আমরা তেতে উঠেছি।
শালতোড়ও ফুঁসে উঠেছে। গুঁতোগুঁতি,
কনুই মার চলতে লাগল দু'দলের মধ্যে।
হৃদয় ফাউল।

খেলা প্রায় যখন শেষ হয়ে আসছে,
দারুণ উত্তেজনা—তখন শালতোড়ের

গোলের সামনে বিজু লাফ মারল হেড
করার জন্যে, ওদের গোলকিপারও লাফিয়ে
উঠল।

তারপর দেখি মাটিতে মুখ চেপে বসে
পড়েছে।

নুটকাকা দৌড় এলেন।

বিজুর মুখে ঠোঁটে একটু রক্ত। হাঁ
করতেই চোখে পড়ল তার সামনের একটা
দাঁত ভেঙেছে, মাটিতে পড়ে আছে দাঁতটা।

নুটকাকা দাঁতটা কুড়িয়ে পকেটে
পুরলেন।

পেনাল্টি।

শালতোড় হই-হই করে উঠল, কীসের
পেনাল্টি? বিজুকে কেউ মারেনি।

তাহলে দাঁত ভাঙল কেমন করে?

ধাক্কাধাক্কিতে ভাঙতে পারে।

নো। আমি ডেন্টিস্ট, আমায় দাঁত
চেনাবে? ওকে মারা হয়েছে। এটা
পেনাল্টি।

নুটকাকার কড়া চোখ, কড়া আদেশ।

শেষমেশ পেনাল্টি শট মেরে আমরা
জিতে গেলাম।

সন্ধ্যাবেলায় বিজু বলল, ওটা ভাই
পোকাধরা দাঁত। এমনিতেই নড়বড়
করছিল। টাইমলি পড়ে গেল। না পড়লে
পেনাল্টি পেতাম না। নুটকাকা দাঁতের
ডাক্তার হলে কী হবে, ভেতরে ব্যাপারটা
ধরতে পারেননি।

রেফারি - ফুটবল বা হকি জাতীয় খেলা যিনি পরিচালনা করেন।

মালাই চাকি - হাঁটুর সামনের দিকে জোড়ার হাড়।

ডেন্টাল ক্লিনিক - দাঁতের চিকিৎসার জায়গা।

নিক্যাপ - আঘাত বাঁচাতে হাঁটুতে পরার আবরণ

কেডস - খেলার জুতো

রিষ্টওয়াচ - হাত ঘড়ি

টাঙ্গাগাড়ি - ঘোড়ায় টানা গাড়ি।

পেনাল্টি - শাস্তি।

টাইমলি - সময় মতো।

ডেন্টিস্ট - দাঁতের ডাক্তার।

অনুশীলনী

১) শূন্যস্থান পূরণ করো।

- ক) গোড়ায় একটু খেলে হঠাৎ শালতোড় ঝাপ দিয়ে পড়ল।
- খ) নুটুকাকা একবার এদিকে তো পরক্ষণেই ওদিক।
- গ) হাফ টাইমের আগে আমরা একটা খেয়ে গেলাম।
- ঘ) আপনি জিঞ্জাসা করুন।
- ঙ) পেনাল্টি শট মেরে আমরা গেলাম।

২) ছক পূর্ণ করো।



৩) সত্য অথবা মিথ্যা লেখো।

- ক) নুটুকাকা একজন লেখক ছিলেন।
- খ) নুটুকাকা রায়পুরে থাকতেন।

গ) খেলা হচ্ছিল রায়পুর বনাম শালতোড় ।

ঘ) সাদা হাফ প্যান্ট পরতেন নুটকাকা ।

ঙ) খেলায় রায়পুর জিতেছিলো ।

৪) অপূর্ণ বাক্য পূর্ণ করো ।

ক) ডাঙ্গারিতে ঢুকেও ।

খ) নুটকাকার মাঠে নামার ।

গ) শালতোড়ের মেজাজ ।

ঘ) খেলার দিন যথারীতি ।

ঙ) নুট কাকা দাঁতটা ।

৫) সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো ।

ক) মালাই চাকি ।

(তিন টুকরো / দু টুকরো / পাঁচ টুকরো)

খ) নুট কাকার ডাক আসতো হ্বার

(রাজা / শিক্ষক / রেফারি)

গ) গলায় বোলানো থাকতো ।

(হৃষিল / লকেট / ফুলের মালা)

ঘ) শেষমেষ আমরা জিতে গেলাম ।

(লাথি মেরে / চড় মেরে / পেনাল্টি শট মেরে)

৬) এক বাক্যে উত্তর লেখো ।

ক) নুট কাকাদের বাড়ী কোথায় ছিল ?

খ) কাদের কাদের সঙ্গে খেলা হচ্ছিল ?

গ) ফাইনাল ম্যাচে কাপটার নাম কী ?

ঘ) কার দাঁত ভেঙে গিয়েছিল ?

ঙ) শেষমেষ কারা জিতেছিল ?

- ৭) কারণ লেখো।
- ক) নুট্কাকা ফুটবল খেলা ছেড়ে দিয়েছিল কারণ.....
 খ) ফুটবল মাঠে নুট্কাকা ছিলেন জাত রেফারি কারণ.....
 গ) নুট কাকা পেনাল্টি দিলেন কারণ.....
- ৮) নিচে দেওয়া বাংলা শব্দগুলির ইংরেজী অর্থ পাঠ থেকে খুঁজে লেখো।
- ক) ডাঙ্গারখানা -
 খ) বাঁশি -
 গ) গোলরক্ষক -
 ঘ) খেলোয়াড় -
 ঙ) সুবিধা -
- ৯) পাঠ থেকে বিপরীত শব্দ বেছে লেখো।
- ক) ভালো ✗..... খ) চঞ্চল ✗.....
 গ) হার ✗..... ঘ) সকালবেলা ✗.....
 ঙ) গ্রাম ✗..... চ) গরিব ✗.....
- ১০) বাক্য গঠন করো।
- ক) ছিপছিপে -
 খ) গমগম -
 গ) ফটাফট -
 ঘ) নড় বড় -
- ১১) অভিমতমূলক প্রশ্ন :-
- ক) ‘খেলা ধূলা ছাত্রজীবনের সর্বাঙ্গীন বিকাশের প্রধান অঙ্গ’—এ বিষয়ে তোমার
 মতামত ব্যক্ত করো।
 খ) ‘শক্তি থেকে বুদ্ধি বড়’— এ বিষয়ে তোমার চিন্তাধারা ব্যক্ত করো।
- ১২) ভবিষ্যতে তুমি কি হতে চাও তা পাঁচ ছয় বাক্যে লেখো।



১৩. মাতা-পিতার থেকে বড় কোনো ভগবান নেই

সুরেশ মিশ্র

কবি পরিচিতি

কবি সুরেশ মিশ্র ১১ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৪ সালে উত্তর প্রদেশ রাজ্যের প্রতাপগড়ের ধনাটপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি স্নাতকোত্তর পরীক্ষা পাস করে মুস্বাইতে সরকারি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ভাষার প্রতি তিনি অগাধ অনুরাগী। এর সম্পূর্ণ নাম সুরেশচন্দ্র শিবমূর্তি মিশ্র। কবি সুরেশচন্দ্র মধ্যের পরিচালক এবং হাস্য কবি হিসেবে পরিচিত। ছাত্রসমাজকে সামাজিক মূল্য দ্বারা সাংস্কারিক করে তোলা কবির জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। ‘মহাপৌর শিক্ষক পুরস্কার’, ‘পঞ্চিত দীনদয়াল উপাধ্যায় পুরস্কার’, ‘মহাকবি তুলসীদাস পুরস্কার’, ‘গুরু দ্রোণাচার্য পুরস্কার’ – এইরূপ বিভিন্ন জাতীয় পুরস্কার দ্বারা তিনি সম্মানিত হয়েছেন। তাঁর প্রকাশিত – ‘সংকল্প’, ‘জ্যোতি জ্বালায়ে’, ‘বীর শিবাজী’ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। প্রস্তুত কবিতা তাঁর হিন্দি কাব্যগ্রন্থ ‘জ্যোতি জ্বালায়ে’ থেকে নেওয়া হয়েছে।

কবিতা প্রসঙ্গ

কবির নিকট জননী এবং জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও বড়। কবি এখানে মা-বাবাকে ভগবান রূপে দেখেছেন। মা-বাবা তাঁদের সন্তান হিসেবে পুত্র কন্যায় ভেদাভেদে করেন না। উভয়েই তাঁদেরকে আনন্দ দেয়। তবুও কন্যা সন্তানকে সর্বশেষ খুশি বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের প্রচেষ্টাতে সন্তানেরা জগতের আলো দেখতে পায় এবং সব সক্ষটের সময় তাঁরাই রক্ষা করে। কবি বলতে চেয়েছেন যারা মা-বাবাকে অপমান ও অবহেলা করে তাদের মতো নরাধম আর হয়না। সেই সঙ্গে মাতা-পিতাকেও সচেতন করে বলেছেন যে তাঁরা যেন তাঁদের সন্তানকে পার্থিব বস্তু দিয়ে সমৃদ্ধ না করে সুসংস্কার দ্বারা সমৃদ্ধ করে তোলেন। সন্তানদের কার না দিয়ে সংস্কার দেওয়ার কথা বলেছেন।

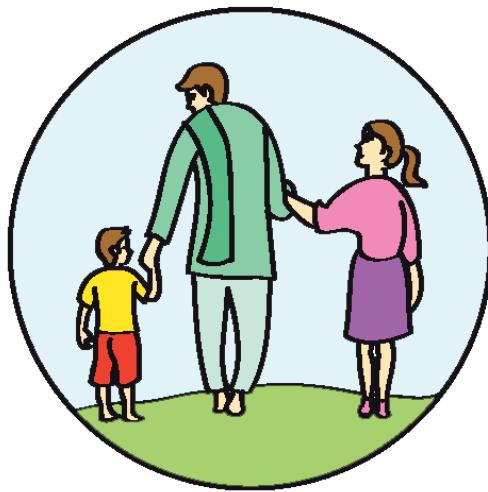
সর্বশেষে কবি এই বলতে চেয়েছেন যে- মাতা পিতাই শ্রেষ্ঠ ভগবান অতএব আমরা যেন তাঁদের অবহেলা না করি।



এখন দেশভক্তির থেকে কোনো বড় আস্থা-নিষ্ঠা নেই,
মাতা পিতার থেকে বড় কোনো ভগবান নেই।

কন্যার থেকে বড় কোনো খুশি নেই,
অপমানের থেকে বড় কোনো গালি নেই,
জগতে কৃপুত্র থেকে বড় কোনো বেইমান নেই,
মাতা পিতার থেকে বড় কোনো ভগবান নেই।

বাড়ি বাড়ন্ত আমরা তাঁদের আশীর্বাদ ও কামনায়,
তারই সাথে দুলছি মোরা, সদা খুশির দোলনায়,
এঁদের জন্য যা কিছু কর, তাতে অনুগ্রহ নেই,
মাতা-পিতার থেকে বড় কোনো ভগবান নেই।



ন’মাস পর্যন্ত যিনি আমাদের গর্ভে পালন করে,
সন্তানের খুশিতে প্রতি মুহূর্ত তিনি ব্যয় করে,
মায়ের দেওয়া জ্ঞানের থেকে বড় কিছু নেই,
মাতা পিতার থেকে বড় কোনো ভগবান নেই।

চলতে শিখায় আঙ্গুল ধরে মোদের যে পিতা,
সংকট মুহূর্তে পাহাড়ের মত দাঁড়ায় সে পিতা,
পিতার থেকে বড় হন্দয় সারা বিশ্বে নেই,
মাতা-পিতার থেকে বড় কোনো ভগবান নেই।

আঘাত করে মাকে যে, সে তো মানুষ নয়,
ধরার বুকে শ্রবণ সম গুনবান কেউ নয়,
এই জীবনের থেকে বড় কোনো পরীক্ষা আর নেই,
মাতা পিতার থেকে বড় কোনো ভগবান নেই।

বাচ্চাদের ‘কার’ না দিয়ে সংস্কার দাও,
অধিকার হ’তে প্রয়োজন একটু ভালোবাসা দাও,
এই ভালোবাসার থেকে বড় বিজ্ঞান নেই,
মাতা পিতার থেকে বড় কোনো ভগবান নেই।



শব্দার্থ

আহ্বা-নিষ্ঠা - শ্রদ্ধা, বিশ্বাস। অনুগ্রহ - দয়া, উপকার।

ধরা - পৃথিবী।

মুহূর্ত - ক্ষণ, সময়।

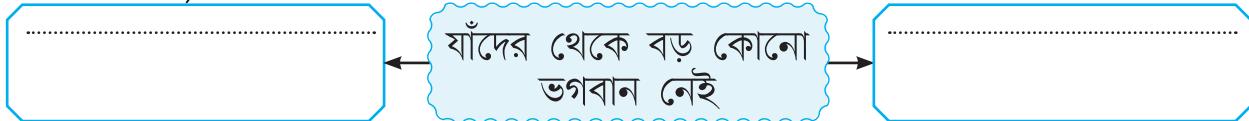
সন্তান - পুত্র বা কন্যা, অপত্য। সংকট - বিপদ।

সংস্কার - সুশিক্ষা, পূর্বকর্মবাসনা, শুদ্ধি।

বিশ্ব - জগৎ।

১) ছক পূর্ণ করো।

ক)



খ)



২) কবিতার লাইন পূর্ণ করো।

চলতে শিখায় আঙ্গুল ধরে ,

..... মত দাঁড়ায় সে পিতা,

পিতার থেকে বড় হৃদয় ,

..... কোনো ভগবান নেই।

৩) নীচে দেওয়া বাক্যগুলি সত্য অথবা মিথ্যা লেখো।

ক) কুপুত্রের থেকে বড় বেইমান জগতে আর নেই।

খ) বাড় বাড়স্ত আমরা তাঁদের অবহেলায়।

গ) চলতে শেখায় পা ধরে ছোট বেলায় পিতা।

ঘ) পিতার চেয়ে বড় হৃদয় সারা বিশ্বে নেই।

ঙ) ধরার বুকে শ্রবণ সম গুনবান কেউ নয়।

৪) এক বাক্যে উত্তর দাও।

ক) এখন সবথেকে বড় আঙ্গা-নিষ্ঠা কীসে ?

খ) কবি সবথেকে বড় খুশি কাকে বলেছেন ?

গ) পৃথিবীতে কার হৃদয় সবথেকে বড় ?

ঘ) কে মানুষ নয় ?

ঙ) কবিতায় বাচ্চাদের কী দিতে বারণ করা হয়েছে ?

চ) কার দেওয়া জ্ঞানের থেকে বড় কিছু নেই ?

৫) সংক্ষেপে উত্তর দাও।

- ক) অপমান ও কুপুত্রের সম্বন্ধে কবি কী বলেছেন ?
- খ) মা আমাদের জন্য কী কী করে ?
- গ) কবিতায় পিতার কোন ভূমিকার কথা উল্লেখ আছে ?
- ঘ) মাতা-পিতাকে সব থেকে বড় ভগবান কেন বলা হয়েছে ?
- ঙ) কবি বাচ্চাদের কী দিতে বলেছেন ?

৬) সমার্থক শব্দের জোড়া মেলাও।

‘অ’ স্তু

- ক) আনন্দ
- খ) বৃহৎ
- গ) চিত্ত
- ঘ) সময়

‘আ’ স্তু

- ১. বড়
- ২. মুহূর্ত
- ৩. খুশি
- ৪. হৃদয়

৭) নীচের শব্দগুলির বিপরীত শব্দ কবিতা থেকে খুঁজে লেখো।

- ক) সুপুত্র খ) অজ্ঞান
- গ) মান ঘ) আয়

৮) নীচে দেওয়া এলো মেলো বর্ণগুলি সাজিয়ে সঠিক শব্দ লেখো।

- ক) ন বা গ ভ - খ) ন পা ল -
- গ) ল ঙু আ - ঘ) দে মো র -

৯) নিম্নলিখিত শব্দ দিয়ে বাক্য রচনা করো।

- ক) ভঙ্গি-নিষ্ঠা -
- খ) আশীর্বাদ -
- গ) বিশ্ব -
- ঘ) সংকট -

১০) অতিমতমূলক প্রশ্ন :-

- ক) ‘‘গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা ভঙ্গি থাকা উচিত।’’ - এ বিষয়ে তোমার মন্তব্য ব্যক্ত করো।
- খ) ‘‘জননী এবং জন্মভূমির স্থান স্বর্গের থেকে উর্ধ্বে।’’ - এ বিষয়ে তোমার মতামত প্রকাশ করো।



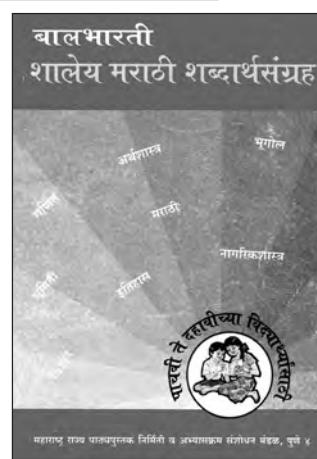
इयत्ता ९ ली ते ८ वी साठीची पाठ्यपुस्तक मंडळाची वैशिष्ट्यपूर्ण पुस्तके

- मुलांसाठीच्या संस्कार कथा
 - बालगीते
 - उपयुक्त असा मराठी भाषा शब्दार्थ संग्रह
 - सर्वांच्या संग्रही असावी अशी पस्तके

- स्फूर्तीगीत
 - गीतमंजुषा
 - निवडक कवी, लेखक यांच्या कथांनी युक्त पस्तक



बा ल भा र ती गी त - मं जू या



पुस्तक मागणीसाठी www.ebalbharati.in, www.balbharati.in संकेतस्थळावर भेट द्या.



**साहित्य पाठ्यपुस्तक मंडळाच्या विभागीय भांडारांमध्ये
विक्रीसाठी उपलब्ध आहे.**



ebalbharati

विभागीय भांडारे संपर्क क्रमांक : पुणे - ☎ २५६५९४६५, कोल्हापूर- ☎ २४६८५७६, मुंबई (गोरेगाव) - ☎ २८७७९८२, पनवेल - ☎ २७४६२६४६५, नाशिक - ☎ २३१९५९९, औरंगाबाद - ☎ २३३२९७९, नागपुर - ☎ २५७७९६ / २५२३०७८, लातर - ☎ २२०१३०, अमरावती - ☎ २५३०१६५



মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নিমিত্তি ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মন্ত্রণ, পুণে।

আলভারতী ইয়েলা ৬ বী (গাংগালী)

₹ 46.00